আল্
ইস্তিফতা
বিবেকের কাছে প্রশ্ন
হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

আল্
ইস্তিফতা
বিবেকের কাছে প্রশ্ন
হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

আল্
ইস্তিফতা
বিবেকের কাছে প্রশ্ন

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আল্ ইস্তিফতা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

গ্রন্থস্বত্ত্ব	**ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.**
প্রকাশনায়	**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।** ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ভাষান্তর	**মওলানা ফিরোজ আলম** কেন্দ্রীয় বাংলা ডেক্স, ইউ. কে.
প্রকাশকাল	**আগষ্ট ২০১৫**
সংখ্যা	১০০০ কপি
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
মুদ্রণে	**বাড-ও-লিভস্** বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Al-Istifta
(Questions to conscience)
Bangla Title:
Bibeker kachey proshno

by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah and Imam Mahdi as

Translated into Bangla by
Maulana Feroz Alam

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka
Cover design : **Muhammad Nurul Islam Mithu**
ISBN 9781848809413

প্রসঙ্গ কথা

‘আল ইস্তিফতা’ বইটি আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) ‘হাকীকাতুল ওহী’ বই-এর ধারাবাহিকতায় আরবী ভাষায় লিখেছেন।

বইটিতে বিশেষভাবে মুসলিম আলেম এবং যুবক শ্রেণীর প্রতি উদ্দেশ্য করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, “যিনি মহা সম্মানিত আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে প্রেরিত, তাঁকে কেন তোমরা চিনতে পারছো না– বরং তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছো?” এছাড়া হযরত ঈসা (আ.) যে আকাশে জীবিত নেই তা-ও এই বইটিতে তিনি (আ.) উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, “হযরত ঈসার (আ.)-এর আকাশে আরোহন ও অবতরণের বিষয়টি সুস্থ-বিবেক ও ঐশী গ্রন্থ কুরআন মিথ্যা সাব্যস্ত করে। এটি শিশুর ঘুম-পাড়ানি গান বা ছেলে-ভোলানো খেলার চেয়ে বেশী গুরুত্ব রাখে না আর এর সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই।”

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানো হয়েছে যে, তিনি নাকি শরীয়তবাহী নবী দাবি করেছেন। অথচ তাঁর (আ.) এমন কোনো লেখনি নেই, যেখানে তিনি এ ধরণের দাবি করেছেন। বরং তিনি (আ.) সবখানে এই কথাই উল্লেখ করেছেন যে, ‘আমি কিছুই না, আমি যা কিছু লাভ করেছি তা আমার প্রিয় নেতা ও মুনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে।’ এ বিষয়ে বইয়ের এক স্থানে তিনি বলেন, “আমাদের রসূল (সা.) হলেন খাতামান্ নবীঈন। তাঁর সত্তায় রিসালতের (রসূলদের আগমন) ধারা সমাপ্ত হয়েছে। আমাদের রসূল মুস্তফার পর কেউ স্বাধীন নবী হিসেবে দাবি করার কোন অধিকার রাখে না। তাঁর পর কেবল অজস্রধারায় বাক্যালাপ (খোদার সাথে কথোপকথন) অবশিষ্ট আছে, আবার তা-ও আনুগত্যের শর্তে, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আনুগত্যের বাইরে গিয়ে নয়। খোদার কসম! মুস্তফা (সা.)-এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি বা কিরণকে অনুসরণের কল্যাণেই কেবল আমার এই জ্যোতি লাভ হয়েছে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে রূপক অর্থে নবী আখ্যা দেয়া হয়েছে, আক্ষরিক অর্থে নয়। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করো না। আমি নবী (সা.)-এর ছায়ায় লালিত পালিত হচ্ছি। আমি মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। নিজের পক্ষ থেকে আমি কিছুই বলি নি, বরং

আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তারই অনুসরণ করেছি। তাই আমি আর তুচ্ছ সৃষ্টির হম্বি-তম্বিকে ভয় করি না।”

এছাড়া এই বইয়ে সকলকে সত্যের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার বহু প্রমাণও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আশা করবো বইটি বাংলা ভাষাভাষী সকলের বিশেষ উপকারে আসবে এবং এ থেকে সত্যের আলো লাভে ধন্য হবে।

‘আল ইস্তিফতা’ বইটির উর্দু অনুবাদ করেছেন জনাব মরহুম সাঈদ আনসারী সাহেব। আর বাংলায় বঙ্গানুবাদ করেছেন ***মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব***, ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। বইটির প্রচ্ছদ প্রাণপ্রিয় হুযূর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নির্বাচিত করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন। এ পুস্তকের অনুবাদের কাজে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তারা হলেন জনাব আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেব এবং কেন্দ্রীয় আরবী ডেস্ক, লন্ডন। এছাড়া বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বানানরীতি অনুযায়ী প্রুফ রিডিং-এর কাজ করেছেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন সাহেব।

এ বই প্রকাশনায় বিভিন্নভাবে যারা যেভাবে সেবা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা’লা অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন। সেই সাথে এই কামনাও করি, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যেন এই বই প্রকাশের মাধ্যমে খোদা-প্রেমিকদের সত্য চেনার এবং গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

মোবাশশের-উর-রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
৫ আগষ্ট ২০১৫

লেখক পরিচিতি
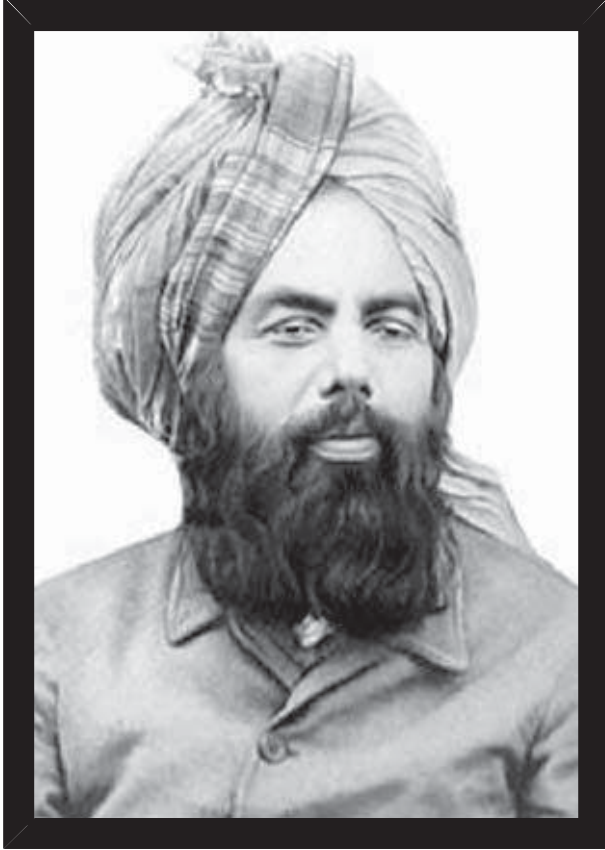
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২০৬ টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল বা প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُ اللهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

رَبَّنَا إِنَّنَا جِئْنَاكَ مَظْلُوْمِيْنَ فافرُقْ بَيننَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، آمين

আমরা মহা গরিয়ান ও মহিয়ান আল্লাহ্‌র প্রশংসা-কীর্তন করি এবং তাঁর সম্মানিত রসূলের প্রতি দরুদ প্রেরণ করি।

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়ে তোমার কাছে এসেছি, সুতরাং আমাদের ও অত্যাচারী জাতির মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দাও (আমীন)।

প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহ্ আপনাদের স্বীয় করুণায় সিক্ত করুন; অবগত থাকুন যে, আমি দু'অধ্যায় সম্বলিত এই পুস্তিকাকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। এর উদ্দেশ্য হলো শত্রুতা পোষণকারীদের কাছে সত্যের প্রমাণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। অশ্রুদিয়ে, গভীর মর্মবেদনা নিয়ে আমরা এই বই লিখেছি। মানবকূলের প্রতিপালক–প্রভুর ওপর ভরসা রেখে একটি পরিশিষ্টের মাধ্যমে এর সমাপ্তি টেনেছি।

ইস্তিফতার প্রথম অধ্যায়:

হে মুসলমান আলেম ও শ্রেষ্ঠ মানবের অনুসারী প্রাজ্ঞজনেরা! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের কী ধারণা যিনি মহা সম্মানিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবি করেন আর আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন শরীফ) এবং তাঁর মমতাশীল ও দয়াময় রসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখেন? আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটিয়েছেন এবং তার পক্ষে সমুজ্জ্বল সকল নিদর্শনাবলী ও বিস্ময়কর সাহায্য-সমর্থন প্রকাশ করেছেন। তিনি এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছেন যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন দিক থেকে ছিল নগ্ন আর ইসলামের বক্ষে ছিল ধারালো বর্শা-তুল্য। সে যুগের আলেমরা ছিল এমন এক ব্যক্তির মত যার পা দু'টো চলার শক্তি হারিয়ে বসেছে। পাদ্রীরা সে যুগে এমন এক বীরের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করে যার হাতে রয়েছে দুটো তীর। সেগুলোর একটিকে তারা শাণিত করে মিথ্যা ও বহুবিধ অপবাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মতকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য, আর অপরটি ব্যবহার করে মানুষকে ক্রুশীয় মতবাদে দীক্ষিত

করার অপপ্রয়াসে।

তোমরা দেখবে যে, তারা এমন নেকড়ে-তুল্য, যে অকারণে মেষের ক্ষতি করে বা এমন চোরের মতো যার কাজ হলো সহায়-সম্পত্তি চুরি করা। তাদের কাছে রওয়ায়েত বা গতানুগতিক কতগুলো শব্দের বিকৃত অর্থ ছাড়া আর কিছু নেই যা বিবেকের কাছে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের ধর্মের খুঁটি হলো প্রায়শ্চিত্ববাদের কাঠখড়ি (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ববাদ) যার মাধ্যমে অবাধ্য প্রবৃত্তির মন্দবাসনা চরিতার্থ করার সকল দ্বার অবারিত করা হয়েছে।

এ বিশ্বাসের চেয়ে বেশি পুণ্যবানদের দৃষ্টিতে অধিক সাংঘাতিক, অশ্লীল ও অগ্রহণযোগ্য বিশ্বাস আর কিছু হতে পারে কি? কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা আল্লাহ্ ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বা শ্রেষ্ঠ মানবের ধর্মকে গালমন্দ করে। ইসলামের জন্য এটি সবচেয়ে কঠিন একটি সমস্যা। সে ধর্ম যার ভিত্তি শুস্ক কাঠের ওপর অর্থাৎ ক্রুশিয় বিশ্বাসের ওপর তা নিয়ে গবেষণা করা বা চিন্তা-ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই আর বিবেকও এর সত্যায়নের বিষয়ে কাউকে অনুপ্রেরণা যোগায় না। পূত-পবিত্র প্রকৃতি এ বিশ্বাসকে ঘৃণা করে, এর সাথে দূরত্ব বজায় রাখে বরং তা ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসকে তিন তালাক দেয় (সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে)। হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে আরোহন ও অবতরণের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা এমন একটি বিষয় যাকে সুস্থ-বিবেক ও ঐশী গ্রন্থ কুরআন, মিথ্যা সাব্যস্ত করে। এটি শিশুর ঘুম-পাড়ানি গান বা ছেলে-ভোলানো খেলার পুতুলের চেয়ে বেশী গুরুত্ব রাখে না আর এর সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই।

সার কথা হলো, এ যুগে আগমনকারী এই দাবিকারক, সীমাহীন নৈরাজ্য, বিদাতের আধিক্য ও ইসলামের দুর্বলতার সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রৌঢ়ত্ব বলুন বা যৌবন, এ দাবির পূর্বেও, জীবনের কোনো অংশে তাঁর মিথ্যা বলা বা প্রতারণার কোনো অভ্যাস ছিল না। তাঁর কোনো কর্ম শ্রেষ্ঠ রসূলের সুন্নত বা রীতিনীতি পরিপন্থী ছিল না বরং রসূল করীম (সা.) যে সকল শিক্ষা ও সংবাদ নিয়ে এসেছেন এবং মুত্তাকীকূলের শিরোমণি (সা.)-এর পক্ষ থেকে যা কিছু প্রমাণিত তিনি সবকিছুর প্রতিই ঈমান রাখেন। আর তিনি এ বিশ্বাসও রাখেন যে, তিনি (সা.) অবাধ্য প্রবৃত্তির নীচ কামনা-বাসনার চিকিৎসক। পাপে জর্জরিতদের তিনি চিকিৎসা ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এসেছেন

সৃষ্টির মাঝে মীমাংসার জন্য আর শেষ উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর সাথে মিলিত ও সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে। যদি তুমি তাঁর আদর্শ বিশ্লেষণ কর তাহলে দেখবে যে, তাঁর মাঝে মুস্তফার (সা.) আদর্শ রয়েছে। হিদায়াতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে তাঁরই অনুসরণ করেন। শত্রু তাঁর বিরোধিতায় সকল হীন পন্থা অবলম্বন করেছে আর বিপদ বা সমস্যার পাহাড় হয়ে তাঁর ওপর আছড়ে পড়েছে।

তারা তাঁর কথায় ত্রুটি সন্ধান বা আলোকিত উম্মতের বিরুদ্ধাচারমূলক কোনো কথা খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে বা সবকিছু খতিয়ে দেখেছে। বিদ্বেষ ও শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাঁর জীবনী বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু চরম শত্রুতা সত্ত্বেও, অপবাদ দেয়া, দোষারোপ করা ও হেয় প্রমাণের কোনো উপায় তারা বের করতে পারে নি বা তাঁর এমন কোনো কাজ তারা খুঁজে পায় নি যা স্বার্থান্ধতা ও কামনা-বাসনার দাসত্ব বলে গণ্য হতে পারে।

তাঁর জীবনের প্রথম অংশে তিনি মানব-চক্ষুর অন্তরালে, নিভৃত কোণে জীবন কাটাতেন। কেউ তাঁকে চিনত না আর তাঁকে নিয়ে কোনো মাতামাতিও ছিল না। তাঁর কাছে কোনো আশা বা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো আশঙ্কাও ছিল না। তাঁর কোনো পরিচিতি ছিল না আর তাঁকে সম্মান দেয়ারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ্যে ও জ্যেষ্ঠদের মাঝে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো, তাতেও তাঁকে বিবেচনায় আনা হতো না বরং মনে করা হতো যে তার কোনো পদমর্যাদাই নেই। জ্ঞানী-গুণীদের বৈঠকে তাঁর কথা এড়িয়ে যাওয়া হতো। সে যুগে তাঁর প্রভু তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সাথে আছেন আর তাঁকে মনোনীত করেছেন এবং তাঁকে প্রিয়জনদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করবেন এবং তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করবেন। তাঁর সত্যতার প্রমাণকে সমধিক গুরুত্ব ও মাহত্ম্য প্রদান করবেন যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি মানবকূলে খ্যাতি লাভ করবেন। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রশংসার সাথে স্মরণ করা হবে। স্বর্গের অধিপতির নির্দেশে জগতময় তাঁর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দেয়া হবে। মর্যাদাবান খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে সাহায্য করা হবে। সুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে দলে-দলে মানুষ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় তাঁর কাছে ছুটে আসবে; এমনকি তাদের সংখ্যাধিক্যে তাঁর ক্লান্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হবে এবং তাদের দেখে তাঁর বক্ষ

সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। এক দরিদ্র ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের সংখ্যাধিক্য ও তাদের বোঝা বহন এবং অর্থের স্বল্পতার কারণে যেভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাঁরও সেভাবেই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেবে। আল্লাহ্ মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন সে সুবাদে তারা স্বদেশ পরিত্যাগ করে তাঁর গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করবে। তারা তাঁর সাক্ষাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সঙ্গী-সাথীদের সাথে মেলামেশা বর্জন করবে। তাঁর সাহচর্য লাভের জন্য মানুষের মন উদ্বেলিত হবে, আর তাঁর দর্শনে হৃদয় বিগলিত হবে। খোদার বান্দারা সবকিছু পরিত্যাগ করে পরম নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের স্বচ্ছতার সাথে আকুল হয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। হরেক রকম বিপদাপদ তাঁর জন্য তারা সানন্দে বরণ করবে। তাদের মাঝে একটি শ্রেণী এমনও থাকবে যাদের আসহাবে সুফ্ফা *[মহানবী (সা.)-এর প্রিয় সাহাবীদের মাঝে কতক এমন ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর মুখ-নিঃসৃত পবিত্র বাণী শোনার জন্য, জগতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মসজিদে নবভীতে বসে থাকতেন; তাঁদের আসহাবে সুফফা বলা হয় -**অনুবাদক**]* আখ্যায়িত করা হবে আর তাঁর ঘরে তারা ফকীরবেশে (স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণকারী) জীবন কাটিয়ে দেবেন। তাদের কামনা-বাসনা লোপ পাবে এবং তাদের হৃদয় জলধারার ন্যায় প্রবাহিত হবে। সত্য অনুধাবন এবং স্বর্গীয় আলোর অভিজ্ঞতার কল্যাণে তুমি তাদের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবহমান দেখবে, আর তারা বলে رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ [*অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছি (সূরা আলে ইমরান : ১৯৪) অনুবাদক*]। আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ও সুগভীর অনুরাগের বশবর্তী হয়ে তাঁরা তত্ত্বজ্ঞানীদের ন্যায় বিগলিত চিত্তে কাঁদবে। তারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ কেননা; তিনি তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়েছেন আর তাঁদের আত্মা মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র দরবারে সেজদাবনত থাকে।

অনুরূপভাবে এই দাসের জন্য চতুর্দিক থেকে উপহার-উপঢৌকন, অর্থ-সামগ্রী এবং হরেক প্রকার জিনিসপত্র আসবে। তাঁর জন্য আদি থেকে অবধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁর প্রভু তাঁকে মহা-কল্যাণ, বিজয়ী আত্মা এবং প্রবল আকর্ষণে ভূষিত করবেন। মানুষ সবকিছু ছেড়ে তাঁর দ্বারে ছুটে আসবে। বাদশাহ তাঁর পোশাকে কল্যাণ সন্ধান করবে। বাদশাহ ও সম্পদশালীরা তাঁর

পথপানে চেয়ে থাকবে। সকল জাতির মানুষ তাঁর বিরোধিতায় দন্ডায়মান হবে। তারা তাঁকে সমূলে উৎপাটনের আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তারা তাঁর আলো নিভিয়ে দেয়া, তাঁর আগমন-সংবাদ চাপা দেয়া এবং তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার সকল ষড়যন্ত্র করবে। তারা তাঁর সত্যতার প্রমাণাদিতে খুঁত বের করা, তাঁকে হত্যা করা, ক্রুশে দেয়া, দেশান্তরিত করা অথবা দীনহীন ভিখারি প্রতিপন্ন করা, তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ ও বানোয়াট অভিযোগ এনে তাঁকে সরকারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো বা তাঁকে সবচেয়ে ভয়াবহ কষ্ট দেয়ার সকল ষড়যন্ত্র করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা স্বর্গীয় কৃপায় তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন, তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবেন এবং তাদের লাঞ্ছিত করবেন। বিফল মনোরথ ও ক্ষয়ক্ষতিতে জর্জরিত অবস্থায় তারা ঘরে ফিরবে আর অবস্থা এমন হবে যেন জীবিতদের মাঝে তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে সকল নিয়ামত ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তা রক্ষা করবেন। আল্লাহ্ নিজ বান্দাকে প্রদত্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি বা শত্রুর জন্য শাস্তির অঙ্গীকারের ব্যত্যয় ঘটান না।

এ হলো খোদা-প্রদত্ত সংবাদ যা ঘটার পূর্বেই এই বান্দার প্রতি ওহী করা হয়েছে, আর তা মুদ্রণ করে বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় সবার মাঝে প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির প্রতি তা প্রেরণ করা হয়েছে। এ সকল জাতিকে এর সাক্ষী রাখা হয়েছে। এ সকল প্রচার হওয়ার পর আজ প্রায় ২৬টি বছর কেটে গেছে। তখন এর ফলাফল প্রকাশের কোনো লক্ষণও ছিল না আর কোনো সুচিন্তাশীল মানুষ এমনটি ঘটার বিষয়ে কোনো জ্ঞানই রাখত না বরং প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করত যে তা ঘটা অসম্ভব। সকলেই এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত আর একে প্রতারণা মনে করতো বা প্রবৃত্তির তাড়নায় কামনা-বাসনার ফসল গণ্য করত। অথবা তারা বলত, এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা; মহামর্যাদাবান খোদার কথা নয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী বারাহীনে আহমদীয়ায় বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে যা উর্দূ (ভারতীয়) ভাষায় লিখিত এই অধমের একটি গ্রন্থ। কারো যদি এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহলে তার উচিত, খোদাভীতির সাথে স্বচ্ছ হৃদয়ে এটি পাঠ করা। একই সাথে এই সংবাদের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও সুমহান মর্যাদা এবং এতে প্রদত্ত প্রমাণাদির মহিমা আর সংবাদ দেয়া ও সংবাদ পূর্ণ হওয়ার যুগের দূরত্ব ও এর ঔজ্জ্বল্য এবং প্রভা সম্পর্কে চিন্তা করা। সর্বজ্ঞানী সত্তা যদি জ্ঞান না দেন তাহলে কোনো ব্যক্তি নিজ ক্ষমতায় এমন সংবাদ দিতে

পারে কি? এমন সংবাদ অনেক আছে, যার কিছু মাত্র আমরা উল্লেখ করলাম আর অনেক এমন আছে যা উল্লেখ করিনি। খোদাভীতিস্পন্ন প্রত্যেক মুত্তাকীর জন্য এটুকুই যথেষ্ট। সত্যের সন্ধান পেলে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে আর তারা দুর্ভাগাদের ন্যায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না বরং তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে তোমার মু'মিন বা বিশ্বাসী বান্দা ও সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

পুনরায় শোন! খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন; এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী যখন করা হয়, তখন এর পরিপূর্ণতার কোনো লক্ষণই ছিল না, এর অন্তর্নিহিত জ্যোতির কোনো বিকাশও ঘটেনি আর এর অপ্রকাশিত দিকগুলো অবগত হওয়ার কোনো উপায়ও ছিল না। বরং বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মানবীয় দৃষ্টি ও মানুষের ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে ছিল। এ অধম নিভৃত কোনে জীবন যাপন করছিল। যারা পূর্ব হতেই তাঁর বাপ-দাদাকে জানত এমন অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে চিনতও না। ইচ্ছা হলে কাদিয়ানের অধিবাসীদের এবং এর আশ-পাশের মুসলমান, পৌত্তলিক এবং শত্রুদের যত গ্রাম আছে তাদের কাছেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

সে সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বলেন,

أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْــــزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِيْ فَحَانَ أَنْ تُعَانَ وَتُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ. يَأْتُوْنَ مِنْ كَلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَأْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ. إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَانْتَهَى أَمْرُ الزَّمَانِ إِلَيْنَا. أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ. وَلَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللهِ، وَلَا تَسْأَمْ مَنَ النَّاسِ. وَوَسِّعْ مَكَانَكَ لِلْوَارِدِيْنَ مِنَ الْأَحِبَّاءِ

[*অর্থাৎ আমার তৌহীদ ও স্বাতন্ত্র্য আমার কাছে যেমন প্রিয়, তুমিও আমার কাছে তেমনিই প্রিয়। তোমার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া ও মানুষের মাঝে পরিচিতি লাভের সময় এসে গেছে। সুদূরের সকল পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ তোমার কাছে আসবে আর এত বেশি মানুষ আসবে যে, যে পথে তারা চলাচল করবে তা গভীর খানাখন্দে পরিণত হবে। সুদূরের সকল পথ মাড়িয়ে সে সাহায্য তোমার কাছে আসবে; এমন পথ পাড়ি দিয়ে তা আসবে যাতে তোমার কাছে*

আগমনকারী মানুষের পদভারে পথে গর্ত হয়ে যাবে। এমন কতক লোক তোমাকে সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমরা সাহায্যের প্রেরণা যোগাবো। যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে আর যখন যুগ আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন বলা হবে যাকে প্রেরণ করা হয়েছে সে কি সত্যের ওপর ছিল না? আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে সাক্ষাতের সময় তোমার ভ্রু-কুঞ্চিত করা কাম্য নয়। মানুষের সংখ্যাধিক্য দেখে তুমি তাদের সাথে সাক্ষাতে ক্লান্তি প্রকাশ করো না। আগমনকারী তোমার ভক্তদের জন্য নিজ গৃহ প্রশস্ত কর: (তাযকিরা) অনুবাদক]।

এগুলো আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সেসব সংবাদ যা অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর অতিবাহিত হয়েছে; এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই অধমকে স্বীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার ও বিভিন্ন প্রকৃতির নিয়ামতে ভূষিত করেছেন। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তাঁর কাছে অর্থ, উপহার সামগ্রী এবং পছন্দনীয় সব বস্তুসহ দলে দলে সন্ধানীরা আসতে থাকে। এমনকি (এক সময়) স্থান সংকুলান কঠিন হয়ে পড়ে। আর এত বেশি লোকের সাথে সাক্ষাতের কারণে তাঁর ক্লান্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন তা সত্যি-সত্যিই আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হলো। মহা গরিয়ান আল্লাহ্‌র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে বেশি সত্যবাদী হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা যে সাহায্য এবং যেসব নিয়ামত অবতীর্ণ করতে চেয়েছেন কোনো শত্রুই তা প্রতিহত করতে পারে নি। এক সময় সেই তকদীর বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়ে গেল যাকে তারা প্রতিহত করতে চেয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হলো যাকে তারা মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই অধমকে স্বর্গ থেকে খলীফা উপাধি দেয়া হলো। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সত্য-সন্ধানী ও হিংসা-দ্বেষমুক্ত হৃদয়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

হে মুত্তাকীগণ! স্পষ্ট কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে; এটি কি আল্লাহ্‌র কাজ না-কি সে ব্যক্তির বানানো কথা, যে রসূল আখ্যায়িত হওয়ার জন্য মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে? এভাবে যারা মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখায়, এমন অপরাধীরা এ পৃথিবীতে কি আল্লাহ্‌র শাস্তি পায়, না-কি পার পেয়ে যায়?

হে যারা বুদ্ধিমান সাজ! আমি তোমাদের দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ্‌র

তাক্ওয়া অবলম্বন কর আর যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং অন্যায় করে না তাদের মত করে আমাকে উত্তর দাও। হে পরিপক্ক চিন্তাধারার লোকগণ! (যুবকগণ) এক ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দাবি করেছে, এরপর অস্বীকারকারীরা বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তার সাথে মুবাহিলায় লিপ্ত হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেন, আর তাদের ষড়যন্ত্রকে তিনি মিথ্যা সাব্যস্ত করেন। তাদের সাথে আল্লাহ্ কি ব্যবহার করেছেন, তা যদি তুমি জানতে চাও তাহলে এ পুস্তিকায় তাদের বিষয়ে লেখা বৃত্তান্ত পড়ে দেখতে পার। আল্লাহ্ তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা কি অস্বীকারকারী জাতির সামনে সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝার জন্য প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট হওয়া উচিত নয়?* আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, তিনি সকল ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁকে জয়যুক্ত করেছেন আর এটি ঘটার পূর্বেই তিনি তাঁকে তা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

হে বুদ্ধিমানগণ! এটি কি তাঁর সত্যতার প্রমাণ নয়? তোমাদের বিবেক কি একথা সমর্থন করে যে, সেই পবিত্র সত্তা, যিনি পুণ্য ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হন না, পুণ্যকর্ম ব্যতীত কাউকে কাছে ঘেষতে দেন না; তিনি একজন অবাধ্য ও প্রতারককে ভালোবাসবেন আর আমাদের নবী (সা.)-এর আয়ুস্কাল থেকেও তাঁকে দীর্ঘ জীবন দেবেন? যে তাঁর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে তিনি তার প্রতি শত্রুতা রাখবেন, আর যে তাঁর প্রতি বন্ধুত্ব রাখে তিনি তার বন্ধু হয়ে যাবেন? তাঁর জন্য নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করবেন, বিভিন্ন প্রকার সমর্থনে তাঁকে ভূষিত করবেন, বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করবেন আর তাঁকে বিশেষ কল্যাণরাজিতে ভূষিত করবেন? অধিকন্তু তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে তাঁকে জয়যুক্ত করবেন, সমুদয় ক্ষয়-ক্ষতি এবং অসম্মানের আশঙ্কার মুখে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করবেন? যে তাঁর সাথে মুবাহিলা করে তিনি তাকে স্বীয় ক্রোধে ধ্বংস বা লাঞ্ছিত করবেন আর তাঁর জন্য সশস্ত্র হয়ে স্বর্গীয় তরবারীর

*** টিকা**

যারা মুবাহিলা করেছে এবং মুবাহিলার পর মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছে এমন একজনের নাম হলো, মৌলভী গোলাম দস্তগীর কসুরী, আরেকজন হলো, জম্মুনিবাসী– মৌলভী চেরাগ দিন। একজনের নাম হলো, আবদুর রহমান মুহী উদ্দীন লক্কোকী, আর একজন হলো, মৌলভী ইসমাঈল আলীগড়ী, একজন দুলমিয়াল নিবাসী ফকীর মির্যা, একজন হলো পিশাওয়ার নিবাসী লেখরাম; এ ছাড়া আরো অনেকেই। এদের অধিকাংশই মারা গেছে; কিন্তু

(চলমান টিকা)

আঘাতে তাকে ধ্বংস করবেন? অথচ (সে ব্যক্তি সম্পর্কে) তিনি জানেন যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে এবং প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে আবার অজ্ঞদের পথভ্রষ্ট করার মানসে মানুষের সামনে তা বলে বেড়াচ্ছে বা উপস্থাপন করছে! প্রশ্ন হলো, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি মতামত? আল্লাহ্ কি তাকে প্রতারণা সত্ত্বেও সাহায্য করলেন, না কি সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত? ওহী প্রাপ্তির মিথ্যা দাবিকারকরা কি সফলকাম হয়? যারা তাদের প্রতি ওহী না হওয়া সত্ত্বেও বলে যে, আমাদের প্রতি ওহী হয়েছে অথচ তারা মিথ্যা বৈ কিছু বলে না?

হে আলেমগণ! তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই; এ ব্যক্তি এবং তার প্রতি আল্লাহ্ যে অনুগ্রহ হয়েছে, তা সম্পর্কে তোমরা শুনেছ। মানুষের চেনার বা বুঝার সুবিধার্থে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এছাড়াও অনেক নিদর্শন দান করেছেন। এর একটি হলো, তার জন্য দু'বার উল্কাপাত ঘটেছে। একই রমযানে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। শেষ যুগের লক্ষণাবলীর সংবাদ দিতে গিয়ে কুরআনও এ সম্পর্কিত সমাচার প্রকাশ করেছে। কুরআনে যা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীস তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। হে পরিপক্ক চিন্তাধারার মানুষ! খোদা তা'লা এ দু'টো সম্পর্কে এই অধমকেও অবহিত করেছেন, যেমনটি কিনা ঘটনা ঘটার পূর্বেই বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত ছিল। চক্ষুষ্মানের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। অতএব পরিষ্কার করে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে; এটি কি আল্লাহ্র কাজ নাকি মানুষের বানানো মিথ্যা?

এই সংবাদগুলোর একটি হলো, ভূমিকম্প আসার পূর্বেই বা এর কোনো লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্, তাঁকে এদেশ সহ বিশ্বের সর্বত্র বড়-বড়

কতক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, বংশ-বিলুপ্তি ও কষ্টদায়ক জীবন-জীবিকার স্বাদ গ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের পুস্তক 'হাকীকাতুল ওহীতে' তাদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। অণুসন্ধিৎসু জাতির জন্য এটি হলো বিষয়-বস্তুর সার কথা। এমাস অর্থাৎ জিলক্বদ মাসে সাদুল্লাহ্ (আল্লাহ্র কল্যাণ) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছে কিন্তু তার ভেতর কল্যাণের কিছু নেই। আমি সংবাদ দিয়েছিলাম, সে আমার মৃত্যুর পূর্বে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সাথে মরবে। আল্লাহ্ তার বংশকে ধ্বংস করবেন। ঠিক এভাবেই সে ব্যর্থতা ও বঞ্ছনার মাঝে ইহধাম ত্যাগ করেছে। এটি সে সকল লোকদের জন্য শাস্তি যারা খোদার সাথে যুদ্ধ করে আর অন্যায় ও শত্রুতা-বশতঃ তাঁর রসূলদের কাফির আখ্যায়িত করে -লেখক

ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। এদেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কি ঘটেছে তোমরা শুনেছ। এ সকল দুর্বিপাকের গভীর অমানিশা কীভাবে মানবজাতির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তা তোমরা জান। উদয়ের বেলা যা ছিল হাস্য-কোলাহলময়, অস্তাচলে তা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঘরের ছাদ গৃহবাসীদের ওপর ধ্বসে পড়ে। দুঃখ-বেদনা ও লাশে ঘর ভরে যায়। প্রাসাদের হাস্যরসে ভরপুর বৈঠক বদলে যায় কবরে আর বহু সভা-সমিতি চাপা পড়ে মাটির নীচে। প্রতীয়মান হয় যে, এ জীবন নিছক প্রহসন বা সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্ বৈ কিছু নয়। তাদের মাঝে যারা জীবিত ছিল, দুঃখ ও হা-হুতাস তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে আর ঘটনার আকস্মিকতা বিদীর্ণ করে তাদের বক্ষকে। তাদের সেসব প্রাসাদ মুখ থুবড়ে পড়ে যাতে তারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রবেশ করতো আর এতে অবস্থানের জন্য গভীর আত্মাভিমানও প্রদর্শন করতো। ক্রমাগত ভূমিকম্পের এ ধারা এখনও বন্ধ হয় নি বরং ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের চেয়েও উচ্চমাত্রার ভূমিকম্প আসা এখনও বাকী আছে। খোদাভীরু জাতির জন্য এতে দৃষ্টি উন্মোচনের খোরাক আছে।

হে সুবিচারকগণ! তোমরা নিদর্শন ও প্রাকৃতিক ঘটনার পার্থক্য স্পষ্ট করে বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে। এসব আল্লাহ্‌র নিদর্শন নাকি প্রতারকদের বানানো বিষয়? মু'মিনরা এমন সুপুরুষ হয়ে থাকেন যারা কথা বলার সময় সত্য বলেন এবং যখন বিচারক নিযুক্ত করা হয় তারা অন্যায় করেন না বরং সুবিচার করেন। যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র মত ভয় করে তারাই সত্য গোপন করে; (মনে হয়) যেন সত্য তাদের নাক কর্তন করছে বা তাদের কারাবাসে প্রেরণ করা হচ্ছে। এরা পুরুষের বেশে নারী আর মু'মিনের আলখিল্লাধারী কাফির!

সেসব নিদর্শনের একটি হলো, আল্লাহ তা'লা এ অধমকে এ দেশে বরং বৃহত্তর অঞ্চলের সর্বত্র প্লেগের প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

اَلْأَمْرَاضُ تُشَاعُ وَالنُّفُوْسُ تُضَاعُ

[*অর্থাৎ সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটবে আর ব্যাপক প্রাণহানি হবে (তাযকিরা) অনুবাদক*]। হিংস্র প্রাণী যেভাবে শিকারকে চিরে-ছিঁড়ে (ছিন্ন-ভিন্ন করে) ফেলে, প্লেগকে তোমরা তেমনটি করতে দেখেছ। প্লেগ কীভাবে এ দেশের ওপর হামলা করেছে তা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ। কত ব্যাপক হারে

মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তা তোমরা লক্ষ্য করেছ, আর এখন পর্যন্ত তা হিংস্র প্রাণীর মত আক্রমণ হেনে চলেছে। প্রতিদিন তা ঘুরে ঘুরে মানুষের ওপর আক্রমণ করে চলেছে। প্রত্যেক বছর এটি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অধিক ভীতিপ্রদ চেহারা প্রদর্শন করে আর এরপর তারই অনুসরণে অনেক এমন ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত করে যা অধিক ভয়াবহ। এসব সংবাদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশে এর আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে বা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে চক্ষুষ্মানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরো একটি ভূমিকম্পের সংবাদও দিয়েছেন যা বড় কিয়ামত সদৃশ হবে। আমরা জানি না আল্লাহ্ এরপর আরো কী-কী প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য ভীতির বিষয় রয়েছে। অতএব, হে যুবারা স্পষ্ট করে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে; এটি কী আল্লাহ্র কাজ নাকি মানুষের প্রতারণামূলক কথা?

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগের জন্য অজস্র মৃত্যু ও প্রভূত দানের সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের মাধ্যমে কলুষিত করে নি তাদেরকে রহমানের অযাচিত দানে ভূষিত করা হবে। আর যারা তওবা ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে নি, হৃদয়ের তাক্বওয়া ও বিভিন্ন অঞ্চলে নেমে আসা ভীতিপ্রদ নিদর্শনাবলী যাদেরকে এই বান্দার কাছে সমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়েছে আর মহা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মত বস্তুজগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এরাই অবাধ্যতায় সীমা লঙ্ঘনের কারণে বার-বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে এবং তাদের পায়ের তলার মাটি সরে (ফেটে) যাবে। প্রত্যেক প্রাণ স্বীয় কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। শাস্তি ও পুরস্কারের মালিক, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি তখন স্বমহিমায় প্রকাশ পাবে।

তাঁর একটি নিদর্শন হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এ মর্মে শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, প্লেগ তাঁর গৃহে প্রবেশ করবে না, আর ভূমিকম্প তাঁকে ও তাঁর সাহায্যকারীদের ধ্বংস করতে পারবে না। উভয় প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তাঁর ঘরকে রক্ষা করবেন। তিনি এই উভয়ের (সে ক্ষেত্রে) তীর তূণ থেকে বের করবেন না; চালাবেনও না। তাতে পালকও পরাবেন না আর ধারও দেবেন না। বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্র কৃপায় এমনটিই হয়েছে। এই অধম এবং

তাঁর সাথীরা তাঁর অপার অনুগ্রহে নিরাপদেই আছে আর তারা এর ক্ষীণ শব্দটি পর্যন্ত শুনতে পায় নি। তাদের ভয়-ভীতি এবং আর্তনাদ থেকে তাদের নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়েছে। অথচ তোমরা দেখছ, কীভাবে প্লেগ আমাদের এ দেশে, এর বৃহত্তর অঞ্চলে বরং চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করেছে আর অলি-গলি ও বাজার-বন্দরে হানা দিচ্ছে বা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুরূপভাবে ভূমিকম্পও যখন আসে তা গৃহবাসীদের অনুমতির তোয়াক্কা করে না আর ধ্বংস করা ও ক্ষয়ক্ষতি সাধনের সময় কারো মত আছে কি নেই তা জিজ্ঞেসও করে না। এর দুর্বিপাক বা সমস্যাবলী দেশের সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে। এই অধমের গ্রামে তাঁর ঘরের ডানে ও বামে বহু মানুষ প্লেগে মারা গেছে। চারপাশের অনেক মানুষ এর করাল গ্রাসে পরিণত হয়েছে। অথচ তাঁর ঘরে মানুষতো দূরের কথা একটি ইঁদুরও মরে নি। যার চোখ আছে তার জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! এ অধমের জন্য যত নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, তা গুণে শেষ করতে পারবে না। তার জন্য বিভিন্ন প্রকার অনুগ্রহ এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যা সৃষ্টি দেখেও নি আর এর স্বাদও গ্রহণ করে নি। যারা তড়িঘড়ি করে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না এমন চিন্তাশীল ও ভাবুক জাতির জন্য এতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

তাঁর আর একটি নিদর্শন হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া গ্রহণ করেন আর তাঁর ক্রন্দন বৃথা যেতে দেন না। আমরা নিজ গ্রন্থ 'হাকীকাতুল ওহী'তে দোয়া গৃহীত হওয়া এবং আপন প্রভুর পানে কাকুতি মিনতির সাথে বিনত হওয়ার সুবাদে, তিনি যে কৃপাবারি বর্ষণ করেছেন এর বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। এখানে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। যার সন্দেহের বাতিক রয়েছে বা সন্দেহের চোরাবালিতে যে আটকা পড়েছে সে তা খতিয়ে দেখতে পারে।

তাঁর সত্যতার আরেকটি নিদর্শন হলো, সত্য ও প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত করে আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে তাঁর আরবী রচনা ও বক্তৃতাকে বাগ্মিতায় সজ্জিত করেছেন অথচ তিনি হলেন অনারব। তিনি তাদের ভাষা জানতেন না আর আরবী সাহিত্যও পড়েন নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি এই যুদ্ধে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে নি বরং লাঞ্ছনার ভয়ে কেউ তাঁর ধারে-কাছেও আসেনি। এটি এমন এক পানীয় অন্য কেউ যার স্বাদও গ্রহণ করে নি। সত্য কথা হলো, তাঁর প্রভু তাঁকে পান করিয়েছেন। মানব জাতির প্রভুর হাতে তিনি পান

করেছেন। অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কেন ভেবে দেখ না আর তাকওয়া অবলম্বন কর না?

তোমরা কি বলতে চাও যে, সে একজন কবি? অথচ কবিদের চিহ্ন হলো নিছক বৃথা কথা বলা। তারা সকল উপত্যকায় অযথাই ঘুরে বেড়ায়। তোমরা কি কখনো এমনটি দেখেছ যে, কবি সত্য ও তত্ত্ব পরিত্যাগ করে না, কেবল তত্ত্বসমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম রহস্যপূর্ণ আলোচনাই করে, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাই বলে আর তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ কথা বলা ছাড়া মুখ খোলে না? সত্যিকার অর্থে কবিরা কেবল অপলাপকারীদের মত বা উম্মাদের ন্যায় অহেতুক কথা বলার জন্যই উম্মুখ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আমার এই রচনাকে তোমরা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ দেখছ। একই সাথে এর সৃষ্টি অতি উন্নত মানের, বাক্য গঠনের দিক থেকে এটি অতি সূক্ষ্ম এবং শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নতমানের। এতে উদ্দেশ্যবিহীন বা অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা দৃষ্টিগোচর হবে না। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা চিন্তা কর না? আল্লাহ্‌র কসম! এটি কুরআনের বাগ্মিতার প্রতিচ্ছবি যাতে করে তা চিন্তাশীল জাতির জন্য নিদর্শন প্রমাণিত হয়।

তোমরা কী এ ব্যক্তিকে চোর মনে কর? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে সত্য ও প্রজ্ঞার দাবি পূর্ণ করে সে ধরণের কয়েকটি চোরাই পৃষ্ঠা উপস্থাপন করে দেখাও। তোমাদের মাঝে এমন কোনো সাহিত্যিক আছে কি, যে তাঁর মত কিছু রচনা করে দেখাতে পারে? যদি না পার, আর তা তোমরা কখনও পারবে না; তাহলে জেনে রাখ, এটি চক্ষুষ্মান জাতির জন্য অন্যান্য নিদর্শনের মতই একটি নিদর্শন।

সার কথা হলো, আল্লাহ্ তা'লা এ বান্দার জন্য সকল নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন আর সকল প্রকার সাহায্য তাঁকে দিয়েছেন। সত্যবাদীদের সকল লক্ষণ ও প্রেরিত পুরুষদের সকল চিহ্ন তার সত্তায় সমবেত করেছেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রে সজ্জিত করে ও পুণ্যকর্মের সামর্থ প্রদান করে তিনি তাঁকে মহান শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। তিনি নবীকূলের জন্য তাঁর নির্ধারিত রীতির অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং যে তাঁকে আক্রমণ করে সে মহা মর্যাদাবান খোদার পক্ষ থেকে যারা এসেছেন তাঁদের সবার ওপর হামলা করে। বিপদে রক্ষা করে তিনি তাঁকে দিয়েছেন দৃঢ়তা আর সকল ক্ষেত্রে তাঁকে দান করেছেন দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা। তিনি তাঁকে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের মুখে সাহায্য করেছেন

আর তাঁর স্বার্থে দুস্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি, অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট ও আক্রমণকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। সংকীর্ণতার পর তিনি তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন আর রোদের সময় দিয়েছেন ছায়া।

হে মুত্তাকী শ্রেণী! চিন্তা করুন, যাকে পবিত্র প্রভু প্রতারক হিসেবে জানেন, সুস্থ বিবেক কি মানতে পারে যে, তিনি তাকে এসব পুরস্কার প্রদান করবেন আর তাকে এ সকল সাহায্য ও সমর্থনে অলঙ্কৃত করবেন? এ সম্পর্কে কোনো আয়াত বা বিশ্ব প্রতিপালকের কোনো উক্তি আছে কি? তোমরা কি বিশ্বে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাও? এক ব্যক্তি যে চরম মিথ্যাবাদী, যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনাকারী আর লজ্জাবোধ বিসর্জন দিয়ে অবিরত প্রতারণা করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে কি ২৬ বছর অবকাশ দেবেন! উপরন্তু তাকে স্বীয় অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদও দেবেন! সকল দিক থেকে তাকে সাহায্য করবেন! মুবাহিলায় শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবেন! তার মাঝে এসব বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটবে, বিবেক কি তা মানতে পারে? কখনও নয়, বরং এমন কথা যে বলে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। সাবধান! যে জাতি আল্লাহ্র নাম ভাঙ্গিয়ে প্রতারণা করে এবং এমন জাতি যারা আল্লাহ্র রসূলদের মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ওপর খোদার অভিসম্পাত। তারা তাঁর সত্যতার নিদর্শন দেখেছে, এর পরও দেখা বিষয়কে জেনে শুনে অস্বীকার করছে। তারা কি জানে না যে, মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীর ন্যায় সাহায্য করা হয় না? যদি মিথ্যাবাদীকেও সেভাবে সাহায্য করা হতো তাহলে বিষয়টি সন্দেহের দোলাচালে পড়ে যেতো আর সত্য-মিথ্যার বিষয় চিরতরে ঘোলাটে হয়ে যেতো আর যাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী করা হয় তাদের এবং মিথ্যাবাদীদের মাঝে কোনো পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকত না। সাবধান! অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির ওপর, যে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে বা সত্যবাদীদের মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। যে সত্যবাদীকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র নামে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ একই অগ্নিতে সমবেত করবেন যা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। ***তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। তিনি বলেন,***

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[*অর্থাৎ, তোমরা পৃথিবীতে কতকাল অবস্থান করেছ? তারা বললো, আমরা একদিন বা দিবসের কিছু অংশ ছিলাম, গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করে দেখ* তিনি বললেন, জ্ঞান থাকলে বুঝতে যে, তোমরা অতি স্বল্প কালই অবস্থান করেছ (সূরা আল্ মু'মিনূন: ১১৩-১১৫) অনুবাদক*] আর মিথ্যাবাদীরা বলবে,

مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ

[*অর্থাৎ আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা সে সকল লোককে দেখছি না যাদের আমরা দুস্কৃতকারী জ্ঞান করতাম আর প্রতারকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম? (সূরা সাদ: ৬৩) অনুবাদক*]।

সুতরাং, সেদিন আল্লাহ্ তা'লা তাদের অবহিত করবেন যে, তারা জান্নাতে আর তোমরা দীর্ঘকাল অগ্নিতেই বসবাস করবে। তখন তারা জাহান্নামের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে খোদার রসূলদের সত্যায়ন করবে, অতএব, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য পরিতাপ। যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে ফিরে আস, তা তোমাদের এবং আমাদের মাঝে মীমাংসা করবে; তারা বলে, আমরা বরং আমাদের পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করব। তারা আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে পিঠের পেছনে ছুঁড়ে ফেলেছে বা অবজ্ঞা করেছে। তুমি তাদের আল্লাহ্‌র গ্রন্থাবলীর পরিবর্তে অন্যান্য গ্রন্থের মোহে আচ্ছন্ন দেখবে। যিনি তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন তারা তাঁকে এড়িয়ে চলে অথচ তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হাকাম বা সত্যিকার মীমাংসাকারী হিসেবে এসেছেন। আল্লাহ্ তাঁর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন আর তিনি হলেন সর্বোত্তম সাক্ষ্যদাতা। তিনি শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য এমন সব নিদর্শন প্রকাশ করেছেন যা রুগ্নদের আরোগ্য-বিধান করে আর কল্প-কাহিনীর অবসান ঘটায়; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী জাতির জন্য নিদর্শন কোনো কাজে আসে না।

হে বিচক্ষণগণ! তিনি প্রয়োজনের সময় এসেছেন আর ইসলামের ওপর কাফিরদের পক্ষ থেকে সমস্যার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার যুগে এসেছেন। রমযানে প্রতিশ্রুত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সময় এসেছেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে সত্যের পানে ডেকেছেন। তাঁর প্রতি সেই সবকিছুর মাধ্যমে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে যদ্বারা মনোনীত ও প্রিয়দের সাহায্য করা হয়। কাফিরদের মুখ বন্ধ করে দেয়া আর যা পুঁজি বা অর্জন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার জন্য তাঁর আগমন ছিল সময়ের দাবি। সুতরাং তিনি যুগকে ডাকছেন আর যুগও তাঁকে হাতছানি দিয়ে

ডাকছে। তা সত্ত্বেও সীমালঙ্ঘনকারীরা অবজ্ঞার সাথে অস্বীকার করে। তারা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার তীব্র বাসনা রাখে। তারা উপহাসকারীদের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকায়, অথচ তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্। যেভাবে ক্রুশ অতীতের একজন মসীহ্র হাড় ভেঙ্গেছে, সেভাবে তিনিও সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। ইসলামের আলো বা কিরণ বিচ্ছুরণের জন্য এখন ভর দুপুর; আর মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র ইচ্ছায় মনোনীত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ঠিক দ্বিপ্রহরে যথাসময়ে এসেছেন যেন অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার পর, আল্লাহ্র জ্যোতি সৃষ্টির সামনে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হতে পারে। তাঁর সত্যতা সেভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে যেরূপ স্পষ্টতার সাথে সমুদ্রের তরঙ্গ চোখে পড়ে কিংবা যেভাবে সর্বগ্রাসী বন্যা স্বীয় রূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে। শেষ যুগে রহমান খোদার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য এটিই নির্ধারিত পরিকল্পনা ছিল।

সারকথা হলো অনুগ্রহশীল খোদা যেভাবে নির্ধারণ করেছেন সেভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ স্থানকে খিলাফতের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছেন। কেননা খিলাফতের ধারার সূচনাতে তা ছিল প্রথম আদমের হিজরতস্থল।* তাই সামঞ্জস্য দেখানোর উদ্দেশ্যে আর সত্য ও প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে সমাপ্তির সাথে সূচনার যোগসূত্র প্রতিস্থাপন এবং তবলীগ ও প্রচার-প্রসারের সম্পূর্ণতার জন্য আল্লাহ্ তা'লা শেষ যুগের আদমকে এ দেশে প্রেরণ করেছেন। এখন শ্রেষ্ঠ মানব যেভাবে ইঙ্গিত করেছেন সেভাবেই যুগ আবর্তিত হয়েছে বা ঘুরে এসেছে। এই কল্যাণময় ভূমিতেই এর দ্বিতীয় বিন্দু প্রথম বিন্দুর সাথে মিলিত হয়েছে। পবিত্র গ্রন্থে যেমনটি লিখিত ছিল ঠিক সেভাবেই সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়েছে যেন অন্ধকার দেখে যাদের আঁখিজল আর বাধা মানে না, তারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং, তাদের মুখে অনাবিল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আর তারা উৎফুল্ল। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পথ হতে সন্দেহের কাঁটা অপসারণ করেছেন যেন তারা

***টিকা:**

আমরা আদম শব্দ সেখানে লিখেছি আলিফ-লাম যুক্ত করে আর এখানে লিখেছি আলিফ-লাম ছাড়া। আমার মতে এটি হিব্রানী শব্দ নয়। অবশ্য এটিও হতে পারে যে উভয় ভাষায় এর ব্যবহার সমান, কেননা, ইব্রানী ও আরবী ভাষায় অনেক শব্দের মিল রয়েছে। আমরা আমাদের বই মিনানুর রহমানে উল্লেখ করেছি যে, আরবী ভাষা সকল ভাষার জননী; কালের প্রবাহে সকল ভাষা আরবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে-লেখক।

নিরাপদে হাঁটতে পারে। তারা বিরাণভূমি হতে জান্নাতে বা বাগানে স্থানান্তরিত হয়েছে। অন্ধকার গুহা হতে তাদের, বিশ্ব প্রতিপালকের জ্যোতিতে স্থানান্তর করা হয়েছে যার ফলে তৎক্ষণাৎ তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। তারা বিরানভূমি থেকে এসে নিরাপত্তাদাতা প্রভুর কোলে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের হৃদয়ে ঈমানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে। তারা এমন নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রয়েছে যার ধারে-কাছেও শয়তানের বংশ ঘেঁষতে পারে না। আর যারা ইহজীবনের মোহে আচ্ছন্ন, তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, অথচ তারা বুঝে না। রাত তাদের জন্য স্বীয় পুচ্ছ প্রলম্বিত করেছে অর্থাৎ রাত দীর্ঘ হয়েছে। অন্ধকার তাদের জন্য তাবু বা ঘাঁটি স্থাপন করেছে, যেকারণে তারা নিজেদের সৃষ্ট অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

হে যুবকগণ! যে সত্যকে অস্বীকার করে তার সামনে সত্যের প্রমাণ স্পষ্ট করা বা যে সত্য বলে এবং তাক্বওয়া ও ঈমানকে নিষ্কলুষ রাখে আর শয়তানের পথ অনুসরণ করে না তার পুরস্কার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি এমন লোক সম্পর্কে তোমরা আমাকে বল; যে ব্যক্তি দাবি করে যে, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি আর এ কারণে তাঁকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত খোদার পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয়; তাঁকে অসম্মান নয় বরং সম্মান করা হয়। তাঁর প্রভু সকল ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গ দেন, তাঁর চাহিদা দ্রুত পূরণ করেন, তাঁর জীবন-জীবিকা, তাঁর মান্যকারী জামাত ও তাঁর দলকে তিনি কল্যাণমন্ডিত করেন। সৃষ্টি বা মানুষের পক্ষ থেকে তার প্রাপ্ত সাহায্য এবং তাঁর গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি যে প্রথম দিকে তা ভাবাই যেতো না । তিনি তাঁকে খ্যাতি দান করেন আর পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে তথা সকল অঞ্চলে আর দেশের সকল স্থানে ও সকল কোনে তা ছড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর মর্যাদা সমুন্নত এবং আধিপত্য বিস্তৃত করেন আর সকল ক্ষেত্রে তাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন। মানুষের মুখে মুখে তাঁর প্রশংসা ছড়িয়ে দেন। সমস্যার সময় তাঁর দোয়া গ্রহণ করেন, তাঁর শত্রুদের লাঞ্ছিত করেন আর তাঁর জন্য স্বীয় নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দান করেন, যে কারণে মানুষের হিংসা হয়। যে তাঁর সাথে মুবাহিলা করে তাকে তিনি ধ্বংস করেন আর যে তাঁকে অসম্মান করে তাকে তিনি অপদস্ত করেন। তিনি তাঁর সুনাম ছড়িয়ে দেন এবং সকল প্রকার লাঞ্ছনা হতে তাঁকে নিরাপদ রাখেন তাছাড়া কিছু নীচ ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে যা বলে বেড়ায় তা হতে তিনি তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।

এমন নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেন যা সিদ্দীকদের (সত্যবাদীদের) ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া হয় না আর এমন সব সমর্থন তাঁর পক্ষে প্রকাশ করেন যা কেবল সত্যবাদীদেরকেই দেয়া হয়। তিনি তাঁর আয়ুষ্কাল, তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তাঁর কথা, যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনে কল্যাণ নিহিত রাখেন। তাঁর উক্তি ও দৃষ্টির কল্যাণে অগণিত মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাছে তাঁকে আরো প্রিয়তর করে তোলেন। তাঁর চতুষ্পার্শে তিনি নিষ্ঠাবানদের একটি বাহিনী সমবেত করেন। তাঁকে তিনি এমন এক শস্যভূমি হিসেবে প্রকাশ করেন যা স্বীয় অঙ্কুর উদ্গত করে, অথচ পূর্বে তাঁর সাথে একব্যক্তিও ছিল না। এরপর তিনি তাঁকে একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত করেন যার ছায়া ও ফলের ওপর নির্ভর করে অগণিত মানুষ আর এর মাধ্যমে হৃদয় জমিকে সঞ্জীবিত করেন আর তা সতেজ হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর সত্যতার প্রমাণের মাধ্যমে চেহারায় সজীবতা দেন ফলে তারা সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। আর এর মাধ্যমে অন্ধ চোখ, বধির কান আর পর্দাবৃত হৃদয় খুলে দেন; হে যুবারা! তোমরা এমনটিই হতে দেখেছ। আমার জামা'তের কতক সদস্য কীভাবে অলৌকিক দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেছেন তা তোমরা দেখেছ; এমনকি তাদের কতককে এই জামাতে যোগ দেয়ার অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছে বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। নিষ্ঠা ও ঈমানের জোরে তাঁরা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা শাহাদতের শরবত স্বচ্ছ মদের ন্যায় পান করেছেন। ঐশী প্রেমে নেশাচ্ছন্নদের মত জীবন বিসর্জন দিয়েছেন; দৃষ্টিবানের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ্‌র কসম! এই অধম যৌবনের প্রারম্ভ হতে আজ পর্যন্ত পরম দয়ালু খোদার বিভিন্ন ধরনের দান-দক্ষিণায় ধন্য হয়ে আসছে। কোনো সময় তাঁর জন্য একটি নিয়ামত বিলম্বিত হলে অন্য নিয়ামত অবতীর্ণ হয়েছে। যখনই কোনো শত্রুর পক্ষ থেকে কোনোভাবে তার মানহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবার প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রতিহত করেছেন। সকল যুদ্ধে তিনি বিজয় লাভ করেছেন। তিনি এমন এক পরিণত পর্যায়ে পৌঁছেন যখন খোদার সাহায্য তাঁর অনুকূলে কাজ করে, সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর সন্দেহের আবরণ অপসৃত হয়। তাঁর কাছে দলে দলে জনসমাগম ঘটে। যারা বলতো, এটি তুমি কোথা থেকে পেয়েছ? খোদা তাদের দেখিয়েছেন, এটি তাঁর নিজেরই পক্ষ থেকে। যারা চাইতো তিনি লাঞ্ছিত হোন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় লাঞ্ছনা ও ধ্বংস

তাদেরই পরিণাম হয়েছে আর তিনি তাদের ওপর কুঠারাঘাত করেছেন। যখনই তারা মাথাচাড়া দিয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে তাদের আঘাত করা হয়েছে। তাদের মাঝে সুচিন্তাশীল হৃদয় ও শোনার মত কান সৃষ্টি করা আর তারা যাতে জাগ্রত হয় এবং তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা সৃষ্টি হলো এর উদ্দেশ্য। তাদের অনেকেই এমন আছে যারা মুবাহিলা করে লাঞ্ছিত বা ধ্বংস হয়ে গেছে বা তাদের বংশ নির্মূল হয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ঔদাসিন্যের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করা।

তারা যত ষড়যন্ত্র করেছে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দার পক্ষ থেকে সে সবকিছু প্রতিহত করেছেন, যদিও তাদের ষড়যন্ত্র পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত ভয়াবহ ছিল। তিনি প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকারীর ওপর কোনো না কোনো শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে কেউ তাঁর বান্দার বিরুদ্ধে দোয়া করেছে তিনি তার দোয়া ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মূলত কাফিরদের দোয়া কেবল ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়। যারা দুর্বল এবং যারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অনবহিত, তাদের আন্তরিক বন্ধু হয়ে তিনি মুবাহিলার সময় এদের হর্তা-কর্তাদের ধ্বংস করেছেন।

এভাবে তিনি অনিষ্ট ও দুষ্কর্মকে প্রতিহত করে বিষয়ের মিমাংসা করেছেন। যারা মুবাহিলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাদের একজনও রেহাই পায় নি। অপরাধীরা কোনো পথে অগ্রসর হচ্ছে তা স্পষ্ট করা আর হিদায়াতপ্রাপ্ত ও ভ্রষ্টের ভেতর পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা সেসব নিদর্শন দেখিয়েছেন যা তাদের পূর্ব-পুরুষদের দেখানো হয় নি। তাদের জ্ঞানী হওয়ার দাবি, খোদাভীতির দাবি, কুরবানী, ইবাদত ও তাক্বওয়াশীল হওয়ার দাবিসহ সকল দাবি আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। তারা যেসব কর্ম গোপন করত, তিনি পৃথিবীর সামনে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের নগ্নতা প্রকাশ করে দিয়েছেন আর তাদের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে গেছে। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যাদের হৃদয় ত্রস্ত থাকে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেন আর তারা মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পায়। এমন অনেক সীমালঙ্ঘনকারী আছে যারা এই অধমকে কারাগারে প্রেরণ, ক্রুশবিদ্ধ করা বা দেশান্তরিত করার মানসে সরকারের কাছে অভিযোগ করেছে।

কিন্তু এই যুদ্ধে এবং চূড়ান্ত পরিণতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা কি ব্যবহার

করেছেন তা তোমরা খুব ভালই জান। কঠিন পরিস্থিতিতে এ অধমের ওপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র যে সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা আমরা উল্লেখ করলাম তার পুরোটাই প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ছেপে প্রচার করা হয়েছে। সুতরাং, তোমরা আকাশের নীচে বা পৃথিবীর বুকে এর কোনো নযীর বা দৃষ্টান্ত প্রতারকদের মাঝে দেখেছ কি? যদি জান তবে তা নিয়ে আস আর কথার খৈ ফোটানো বন্ধ কর।

মানুষ তাঁর প্রতি চরম অন্যায় করেছে। তাঁর বিরোধীতায় তাঁর শক্রুদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। তারা তাঁকে পর্বতের ন্যায় চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে; তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর অনুকূলে স্পষ্ট বিজয় প্রকাশ পায়। যারা বড় সাজতো তাদের তিনি ছোট প্রমাণ করেন আর তারা তাঁর প্রতি যা নিক্ষেপ করলো তা-দ্বারা পাল্টা তাদেরই আঘাত করেন। যা তাদের মাথা ও গ্রীবায় আঘাত করেছে আর আমি তাঁর পরম সাহায্য লাভ করেছি। নীচ ও দুরাচারীরা পুরো প্রস্তুতির সাথে তাঁর বিরোধীদের সাহায্যের জন্য এসেছে। কিন্তু খোদার ইচ্ছায় তারা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছে আর আল্লাহ্‌র কথাই জয়যুক্ত হয়। যার ওপর তাদের ভরসা ছিল তাদের সেই অবলম্বন হারিয়ে গেছে।

কিন্তু তিনি স্বীয় বান্দাকে সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় বিজয়, সাহায্য ও সফলতা দান করেছেন। আর স্বীয় ইচ্ছার পূর্ণ বাস্তবায়নকারী প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁকে প্রভাব ও প্রতাপ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। পৃথিবীময় বিস্তৃত তাঁর হাতে বয়আতকারী বাহিনী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানী একনিষ্ঠ যেই জনগোষ্ঠী তিনি স্বীয় বান্দার জন্য সমবেত করেছেন আর দূর-নিকটের বিভিন্ন স্থান হতে তাঁর কাছে যে সকল উপহার ও ধন-সম্পদ আসছে তা যদি তুমি দেখতে তাহলে বলতে যে, এটি খাঁটি ঐশী কৃপা ও সাহায্য-সমর্থন এবং খোদা-প্রদত্ত সম্মান ও মাহাত্ম বৈ কিছু নয়।

পরিতাপ! এ সকল নিদর্শন ও সাহায্য-সমর্থন দেখেও মানুষ তাকে অস্বীকার করেছে। তারা তাঁকে দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যায় জর্জরিত করার মানসে সকল ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেছেন আর সকল দুষ্কৃতকারী দাজ্জাল ও প্রত্যেক সে ব্যক্তির হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তীর ছোঁড়ার মানসে বেরিয়েছে। যখনই তারা তাঁর জীবনকে পাপ-পঙ্কিলতায় কলুষিত প্রমাণ করতে চেয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দুঃখ ও

দুশ্চিন্তাকে হাসি-আনন্দে বদলে দিয়েছেন। দানশীল আল্লাহ্র বদান্যতায় তাঁর জীবন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আনন্দঘন হয়ে উঠেছে। তারা চাইত যে, তাঁর দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ুক কিন্তু অনুপম সৌন্দর্য ও নিরুপম গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। যখন তারা তাঁর জীবনকে কষ্টকর করে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন তাঁর কাছে চতুর্দিক থেকে উপহার-উপঢৌকন ও ধন-সম্পদ এমনভাবে আসতে থাকে যেন গাছ থেকে ফল ঝরছে। তারা তাঁর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেখতে চেয়েছে কিন্তু, খোদা তা'লা তাঁকে বিস্ময়করভাবে সম্মান দান করেছেন এবং তাঁর পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

মহা আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা গাল-মন্দ করে ঠিকই কিন্তু সত্য সম্পর্কে তারা একেবারেই উদাসীন। যখন তাদের বলা হয়, অন্যান্যদের মত তোমরাও ঈমান আন! তারা বলে আমরা কি নির্বোধদের মত ঈমান আনব? শোন! এরাই নির্বোধ; কিন্তু এরা বুঝে না। তারা খোদার রীতি এবং স্বীয় বান্দার সাথে তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা করে না। আল্লাহ্র নামে যারা মিথ্যা বলে তাদের প্রতিদান এটি হতে পারে কি? যারা খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করে তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত; তাদের সাহায্য করা হয় না।

পৃথিবীতে সৌভাগ্য ও সুখের দেখা তারা কমই পায়, এরপর যন্ত্রণাদায়ক ঐশী শাস্তির গ্রাস হিসেবে তারা মরে যা চতুর্দিক হতে তাদের গ্রাস করে; এককথায় কৃতকর্মের বিনিময় তাদের ষোলআনা দেয়া হয়। যখনই সত্য নবী প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা অমান্যকারী জাতিকে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা তাঁর ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু ধ্বংস-প্রাপ্তদের ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংস করা হয় না। তাদের ষড়যন্ত্র ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা কি এমন এক ব্যক্তিকে ধ্বংস করবেন যার সম্পর্কে তিনি জানেন যে, সে সত্যবাদী? আসলে এরা অন্ধ জাতি।

সুতরাং, হে সুবিচারকগণ! এই বান্দা এবং তাঁর শত্রুদের সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? তোমরা কি মনে কর আল্লাহ্র নাম ভাঙ্গিয়ে এক প্রতারক যখন কোনো মু'মিনের সাথে মুবাহিলায় লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ মু'মিনের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবেন; আর যে তাঁর বিরোধিতা করবে ও তাঁর সাথে মুবাহিলায় লিপ্ত হবে তিনি তাকে ধ্বংস করবেন? হে বিবেকবান! স্পষ্টভাবে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে। এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা বলে,

তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ্ তা সত্ত্বেও তার পক্ষে দাঁড়াবেন? যখনই তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা হবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বাচ্ছন্দ দেবেন? যখনই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হবে আল্লাহ্ তা'লা সেই ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ বা নস্যাৎ করে দেবেন? তিনি তার জন্য কৃপা, করুণা ও জীবিকার দ্বার উম্মোচন করবেন? যেভাবে প্রেরিত পুরুষরা পুরস্কৃত হন, সেভাবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে? তার জন্য সকল মঙ্গল ও কল্যাণের দ্বার উম্মোচন করা হবে? তার সম্মান ও তার সত্তাকে তিনি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবেন? তারা যা বলে তা থেকে তিনি স্বীয় নিদর্শন ও সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন? তাকে শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তিকে ধৃত করবেন যে আক্রমণ করে? যে তাঁর শত্রুতা করে তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হবেন আর যেভাবে নিষ্ঠাবানদের সাহায্য করা হয় সেভাবে তিনি স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করবেন?

হে যুবাগণ! এ সম্পর্কে আমাকে বল, আর এমন কোনো প্রতারক আমাকে দেখাও যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই বান্দার ন্যায় পুরস্কৃত ও কৃপামন্ডিত করেছেন; আর সেই খোদাকে ভয় কর যার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

হে আলেম ও বিজ্ঞগণ! আমি তোমাদের কাছে পুনরায় জানতে চাই, তোমরা সত্য করে বল, আর সেই আল্লাহ্কে ভয় কর যার হাতে শাস্তি ও পুরস্কার। তোমরা জান, সত্যবাদীরা কখনও মিথ্যা বলে না আর তাদের সত্য গোপনের অভ্যাস থাকে না। দুর্ভাগ্য যার ওপর মোহর মেরে দিয়েছে সে ছাড়া অন্য কেউ সত্য গোপন করে না।

হে যুবকসমাজ, যুগের পন্ডিতগণ, যুগ-আলেমগণ ও দেশের বিজ্ঞজন! যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আবির্ভূত হবার দাবি করে, যার পক্ষে আল্লাহ্র সমর্থন দীপ্ত-দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট আর তাঁর সত্যতার জ্যোতি অন্ধকার রাতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিকশিত–সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত? আল্লাহ্ তা'লা তাঁর জন্য সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছেন। যে কাজেরই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন। শত্রু-মিত্র সবার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দোয়া গ্রহণ করেছেন। নবী (সা.) যা বলেন এই অধম তা ছাড়া অন্য আর কিছু বলেন না আর তিনি হিদায়াত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত নন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বীয় ওহীতে নবী আখ্যা দিয়েছেন।

আর ইতোপূর্বে আমাদের রসূল মুস্তফা (সা.)-এর ভাষায় আমাকে নবী উপাধি দেয়া হয়েছে।* নবুয়ত বলতে তিনি শুধু বুঝিয়েছেন, আল্লাহ্‌র সাথে সমধিক বাক্যালাপ, তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্যের প্রভূত সংবাদ প্রাপ্তি ও ব্যাপকভাবে ওহী লাভ করা। তিনি বলেন, নবুয়ত বলতে আমরা তা বুঝাই না যা অতীত ঐশী গ্রন্থে বুঝানো হয়েছে বরং তা এখন এমন একটি পদমর্যাদা যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের নবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া প্রদান করা হয় না। এই পদমর্যাদা যার লাভ হবে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে সমধিক ও স্বচ্ছ বাক্যালাপ করবেন; কিন্তু শরীয়ত পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে। এর কোনো নির্দেশ বিয়োজিতও হবে না আর কোনো দিক-নির্দেশনা এর সাথে সংযোজিতও হবে না।

তিনি আরও বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর উম্মতের এক সদস্য আর তা সত্ত্বেও মুহাম্মদী নবুয়তের কল্যাণধারার অধীনে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নবী আখ্যায়িত করেছেন। আর তিনি আমার প্রতি যা ওহী করতে চেয়েছেন তা করেছেন। আমার নবুয়ত মূলত মহানবী (সা.)-এরই নবুয়ত। আর আমার পোশাকে তাঁর জ্যোতি ও কিরণ বৈ অন্য কিছু নেই। যদি তিনি না হতেন তাহলে আমি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়-বরণীয় কিছু হতাম না। নবীকে চেনা যায় তাঁর কল্যাণধারার মাধ্যমে। আমাদের নবী (সা.) যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং

***টিকা:**

যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ যেহেতু নবুয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন তাই এই উম্মতে কোনো নবী কীভাবে আসতে পারে? এর উত্তর হলো, তিনি এ ব্যক্তিকে নবী আখ্যায়িত করেছেন আমাদের নেতা, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (সা.)-এর নবুয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। কেননা উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়া ছাড়া নবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। নতুবা এটি এমন একটি দাবি হবে বিচক্ষণদের দৃষ্টিতে যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এক ব্যক্তির সত্তায় যতক্ষণ পর্যন্ত নবুয়তের পরম বৈশিষ্টাবলী লোপ না পাবে তার মাঝে নবুয়ত কীভাবে সমাপ্ত হতে পারে? অন্যদের কল্যাণমন্ডিত করার পরাকাষ্ঠাই হলো নবীর মহান পরাকাষ্ঠা। উম্মতে যদি এর কোনো দৃষ্টান্ত না থাকে তাহলে এটি প্রমাণিত হয় না। এছাড়া আমি একাধিকবার বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমার নবুয়ত বলতে অধিক কথোপকথন ও অধিক বাক্যালাপ বুঝিয়েছেন আর জ্ঞানী সুন্নি আলেমদের দৃষ্টিতে তা একটি স্বীকৃত ব্যাপার। বিতন্ডা কেবল শব্দের ব্যবহার নিয়ে, তাই হে বিবেকবান ও বিচক্ষণগণ! তাড়াহুড়া করে কিছু বলে বসো না। যে কেউ এর পরিপন্থী কোনো তুচ্ছ দাবিও করবে তার ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত একই সাথে মানুষ এবং ফিরিশ্‌তাদেরও অভিশাপ-লেখক।

কল্যাণ প্রবাহের দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রগামী আর যিনি পদমর্যাদায় সবচেয়ে মহান ও সবার উর্ধ্বে; তাঁর সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? যে ধর্মের আলো হৃদয়কে আলোকিত করে না, যা পিপাসার্তের পিপাসা নিবারণ করে না, যার আগমন মনকে প্রশান্ত করে না আর যার এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রশংসা করা হয় না যা প্রকাশ হলে সত্য স্পষ্ট হতে পারে; সেটি কিসের ধর্ম? অধিকন্তু যা অস্বীকারকারী কাফির এবং মু'মিনের মাঝে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করে না তা-ই বা কিসের ধর্ম? এ ধর্মে প্রবেশকারী এবং এ ধর্ম থেকে যে বেরিয়ে যায় তাদের উভয়ই কি সমান? দু'এর মাঝে কি কোনো পার্থক্য নেই? সে ধর্মের কী-ই বা বিশেষত্ব যা মানুষের যাবতীয় কামনা-বাসানার অবসান ঘটিয়ে অন্য (আধ্যাত্মিক) জীবনের মাধ্যমে তাকে সঞ্জীবিত করে না? যে আল্লাহ্র, আল্লাহ্ তার−পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির মাঝে এটিই তাঁর রীতি ছিল। যে নবী আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্য রাখে না তার সত্যতার কোনো প্রমাণ থাকে না; এ অবস্থায় যে তার কাছে আসবে, সে তাকে চিনতে পারবে না। আর তাকে সেই রাখালের সাথে তুলনা করা যায়, যে নিজের মেষকে ঘাষ-পাতাও দেয় না আর পানিও পান করায় না, বরং ঘাট ও চারণভূমি থেকে সেগুলোকে দূরে রাখে।

তোমরা জান, আমাদের ধর্ম একটি জীবন্ত ধর্ম আর আমাদের নবী (সা.) মৃতদের জীবিত করেন। তিনি আকাশ থেকে মহা কল্যাণরাজিসহ মুষলধারে বর্ষণরত বারিধারার ন্যায় আবির্ভূত হয়েছেন। এই মহান বৈশিষ্ট্যে কোনো ধর্ম এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। একজন মানুষের জীবন থেকে স্থূলতার পর্দা অপসারণ এবং ঐশী প্রাসাদ ও আল্লাহ্র দ্বার পর্যন্ত এই প্রদীপ্ত ধর্ম ছাড়া আর কেউ পৌঁছাতে পারে না। যে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে সে অন্ধ বৈ কিছু নয়।

লোকেরা সম্মিলিতভাবে এই বান্দার বিরুদ্ধে তরবারী হাতে নিয়েছে তাই সৃষ্টির প্রভু-প্রতিপালকও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তাদের কতককে খণ্ড-বিখণ্ডিত করেছেন, কতককে লাঞ্ছিত করেছেন আর কতককে তাঁর শাস্তিমূলক সংবাদ অনুসারে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। তারা তাঁর প্রতি অন্যায় করা ও তাঁর বিরুদ্ধে নিছক মিথ্যাচারেরই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সকল দল খোদাভীতি বা তাক্বওয়ার পথকে বিসর্জন দিয়েছে। তারা

সত্য পথ এমনভাবে এড়িয়ে গেছে যেন কোনো সিংহ সে পথে মানুষকে আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে বা সর্প দংশনের ভয় আছে বা অন্য কোনো বিপদ সেপথে অপেক্ষা করছে। তাদের বাসনা ছিল এই অধমকে হত্যা করা হোক বা কারাগারে প্রেরণ করা হোক অথবা দেশান্তরিত হোক; যেন পরে বলতে পারে– মিথ্যাবাদী ছিল তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেছেন বা তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ভূলোক ও উর্ধ্বলোক থেকে উপর্যুপরি সাহায্য দিয়েছেন। তিনি বিজয়ের জন্য দোয়ার হাত উঠিয়েছেন, ফলে সকল অহংকারী ব্যর্থ হয়েছে। সকল সমস্যার সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কাতর চিত্তে দোয়া করার সামর্থ দিয়েছেন এবং তাঁকে সম্মানিত করেছেন। আর যখনই তিনি দোয়া করেছেন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর দোয়ায় একটি প্রভাব বিস্তারী বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। যে তাঁর বিরুদ্ধে দোয়া করেছে সে ধ্বংস হয়েছে। অনেক মানুষ তাঁর দোয়ার তীরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শোচনীয় মৃত্যুর স্বাদ পেয়েছে অথচ তারা তাঁর মৃত্যুর দিন-ক্ষণ দেখার প্রবল বাসনা রাখতো আর বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে তার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঘরকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন। যে সেই গৃহে প্রবেশ করেছে সে প্লেগ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছে। কোনো রোগ বা ক্লেশ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি; অথচ এর চারপাশ থেকে মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়। নিশ্চয়ই যার চোখ আছে সে এতে খোদার কুদরত বা (খোদার) শক্তিমত্তার প্রমাণ খুঁজে পাবে। পুণ্যবানদের কল্যাণার্থে তিনি তাঁকে অনেক ফলবাহী পুণ্যকর্মের সুযোগ দান করেছেন, মনে হয় যেন তা এমন বাগান যার তলদেশ দিয়ে নহর বা স্রোতস্বিনী বহমান। পৃথিবীতে তিনি তাঁকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। সৃষ্টি অহর্নিশি তাঁর পানে দুর্বার আকর্ষণে ছুটে চলেছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি অনেক চক্ষুষ্মানকে আকৃষ্ট করেছেন যারা পবিত্রচেতা ও বড় সাধু প্রকৃতির মানুষ। তাদের হৃদয় স্বচ্ছ আর বক্ষ সমুদ্রের মত প্রশস্ত। তিনি তাদের হৃদয়ে পরস্পরের জন্য প্রীতি সঞ্চার করেছেন। তাদের হৃদয় থেকে সকল প্রকার অহংকার ও আত্মম্ভরিতা বের করে দিয়েছেন। আর এ সম্পর্কে তখন আমাকে অবহিত করেছেন যখন এই অধম আদৌ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এই সাহায্য তখন সম্পূর্ণভাবে মানুষের দৃষ্টি

ও ভাবনার অগোচরে ছিল। তিনি তাঁকে সত্যের এক এমন ছুরী দান করেছেন যদ্বারা তিনি শত্রুকে লাঞ্ছিত করেন। অতএব, তারা গোপন পরামর্শের পর ষড়যন্ত্ররূপী যে সকল সাঁপ বুনেছে যষ্ঠি তার সবকটি গ্রাস করেছে। আর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে তাঁকে (এ অধমকে) লাঞ্ছিত করতে চাইবে তিনি তাকে লাঞ্ছিত করবেন। কার্যত যে অপমান করতে চেয়েছে আর ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে সে লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অথচ তাদের নিজেদের হৃদয় জাগতিক কামনা-বাসনায় আচ্ছন্ন। তারা আল্লাহ্‌র জামা'তকে রক্তচক্ষু দেখাতো, বানোয়াট কথার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দিত। সত্যের নিবাসে তারা প্রবেশ করতো না বরং যে তাতে প্রবেশ করতে চাইতো আর যে অবাধ্য নয় তাকে তারা বাধা দিত।

সুতরাং, খোদা তা'লা তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত। তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করেছেন এবং আক্ষেপের লেলিহান শিখা তাদের জন্য প্রজ্জলিত করেছেন যা সহ্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব আর তারা উৎকণ্ঠার অগ্নিস্ফুলিঙ্গকেও প্রতিহত করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার কোনো উপায় তাদের নেই আর এমন কেউ নেই যে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। ডানে বা বামে তাকিয়েও তারা এমন কাউকে পাবে না যে তাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং পরিণামে তারা চরম ক্ষয়ক্ষতি ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়েছে। এই বান্দার প্রতি তারা যে তীর ছুঁড়েছে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তাদের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে এবং শান্তির নীড়ে আশ্রয় দিয়েছেন। তারা স্রষ্টার তকদীর বা সিদ্ধান্তকে পরিবর্তনের জন্য সকল শক্তি ক্ষয় করেছে আর যে আলো অবতীর্ণ হয়েছে তা নিজেদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে। পাথর হয়ে তারা তাঁর ওপর আছড়ে পড়েছে। তাঁর নাম চিহ্ন যাতে শেষ হয়ে যায় এ অভিলাষে তারা চাইতো যে, ভূমি তাকে গ্রাস করুক বা তাঁর ওপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়ুক। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নিজ সন্নিধান থেকে প্রবল-পরাক্রমে সাহায্য করলেন যেন এটি তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের হাতে কোনো প্রমাণ দেন না।

আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পর্কে যে অশুভ অদৃষ্টের সংবাদ দিয়েছেন তারা তা কোনোভাবে ঠেকাতে বা দূর করতে সক্ষম হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা এই প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর হিফাযত ও নিরাপত্তা বিধান করবেন আর যে সকল দুষ্কর্মকারী তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তারা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি ক্ষমাশীল খোদার কৃপাবারিতে সিক্ত জীবন যাপন করবেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেন। আপন সন্নিধানে তাঁকে স্বাগত জানান আর তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে ধারালো তরবারী হয়ে কাজ করেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁকে বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করেন। তাঁর অস্বচ্ছলতাকে স্বচ্ছলতায় বদলে দেন আর ভূমিকে তাঁর জন্য একটি সবুজ উপত্যকায় বা ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ বাগানে পরিণত করেছেন। তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বরকত বা কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং তাঁকে কলুষমুক্ত করেছেন। তাঁর প্রদীপের আলো তিনি দেশে দেশে বিস্তৃত করেছেন ফলে তাঁর প্রতি বহু পুণ্যাত্মা আকৃষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের দেশ মাতৃকার মায়া ত্যাগ করে ক্ষমাশীল খোদার কৃপা লাভের বাসনায় তাঁর গ্রামকে আপন নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে শত্রুরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ হিংসার কারণে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে আর সকল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে; কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র প্রহেলিকা ছাড়া কিছুই ছিল না। তারা সকল তূণ বা বাণাধার থেকে তীর বের করেছে, *(অর্থাৎ সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করেছে- অনুবাদক)* প্রথম দিকে আর এর পরিণামে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু দেখে নি। তারা সর্বসম্মতভাবে একই ধনুক থেকে তাঁর প্রতি তীর ছুড়েছে কিন্তু তিনি আল্লাহ্র কৃপাধন্য হয়ে নিরাপদে ঘরে ফিরেছেন আর দেশে-দেশে তাঁর সম্মান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণ করেন আর নিজ সন্নিধান থেকে তাঁকে অনেক সাহায্যকারী দান করেন। তাঁকে তিনি শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখবেন, তাঁর ওপর হামলাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তিনি পাল্টা হামলা করবেন। এভাবে তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন আর তাঁকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

তাঁকে তিনি সকল কলুষ থেকে পবিত্র এক মনোনীত ব্যক্তির সম্মান দিয়েছেন এবং তিনি তাকে পবিত্র করেছেন। নিভৃত আলাপচারিতার জন্য তিনি তাঁকে

নৈকট্য প্রদান করেছেন আর তাঁর প্রতি যা ওহী করতে চেয়েছেন তা করেছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে সঠিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করেছেন ও সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাঁর জন্য দূলোক ও ভূলোকের সকল নিদর্শনের সমাহার ঘটিয়েছে আর তাঁর ওপর শত্রুদের সকল আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেছেন। তাঁর সকল বিষয়ের ভিত্তি রেখেছেন তাক্বওয়ার ওপর। তাঁর সকল অগোছালো বিষয়কে সুশৃংখল করেছেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত তীর তিনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করেছেন। জগতকে তার দাসীতুল্য বানিয়েছেন। যে তাঁর কাছে কার্পণ্য ও নীচ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আসে তার জন্য সকল নিয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং লালন-পালন করেছেন। তাঁকে নিজ সন্নিধান থেকে শিখিয়েছেন। তিনি তাঁকে সুমহান তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য বেছে নিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কাছে নির্ধারিত সময়ে এসেছেন।

সুতরাং এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারনা? তিনি কি সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী? এই কৃপা বা অনুগ্রহের উৎপত্তি কোথায়? আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যা দেয়ার সব দিয়েছেন। এমন মহান কাজের কুদরত বা শক্তি শয়তান রাখে কি? পরিষ্কার করে কথা বল, তোমাদের পুরস্কৃত করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের দিনকে ভয় কর যা সকল গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহোদয়গণ! শুনুন, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন, আমি নিজেই বাদী আর আমিই বিবাদী। আমি রাখ-ঢাক করে কথা বলি না। দানশীল প্রভুর পক্ষ থেকে আমি অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে পাঠিয়েছেন ধর্মের সংস্কার করা, ইসলামের মুখ উজ্জ্বল করা, ক্রুশ ভঙ্গ করা, খ্রিস্টধর্মের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপণ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের জীবনাদর্শ বা সুন্নত পুনরুজ্জীবন, যা নষ্ট হয়েছে তার সংস্কার এবং হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ পুনর্বহালের জন্য। আমিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও যুগ মাহদী। খোদা তা'লা ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আমার সাথেও রসূলদের মতই বাক্যালাপ করেছেন। সেসব নিদর্শনের মাধ্যমে তিনি আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন যা

তোমরা প্রত্যক্ষ করছ। অধিকন্তু তিনি আমার চেহারা এমনভাবে জ্যোতির্মন্ডিত করে দেখিয়েছেন যার সাথে তোমরা পরিচিত।

আমি একথা বলি না যে, তোমরা আমাকে কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই মেনে নাও, বরং আমি তোমাদের সামনে এ ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ আমার পক্ষে যেসব নিদর্শন ও সাক্ষ্য-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি তোমরা সুবিচার কর। হে অস্বীকারকারীরা! সত্যবাদীদের ও অতীতের নবীদের ক্ষেত্রে খোদার রীতি যেমন ছিল, আমার নিদর্শনাবলীকে যদি অনুরূপ না পাও তাহলে তোমরা আমাকে গ্রহণ করো না বরং প্রত্যাখ্যান করো। যদি তোমরা আমার নিদর্শনাবলীকে পূর্ববর্তীদের নিদর্শনের আদলে পাও তাহলে ঈমানের দাবি হবে, নিদর্শনাবলীকে পাশ না কাটিয়ে আমাকে গ্রহণ করা ।

তোমরা কি আল্লাহ্র করুণাবারি দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? অথচ তা প্রকাশিত হওয়ার এটিই উপযুক্ত সময়। তোমরা দেখছ যে, মাংস পঁচে-গলে ইসলামের অস্থিপুঞ্জ বেরিয়ে এসেছে এবং এর শত্রুদের সম্মানিত করা হচ্ছে, আর সেবকদের করা হচ্ছে তুচ্ছতাচ্ছিল্য। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন দেখেও অস্বীকার করছ? সত্যের সূর্যকে চোখের সামনে দেখেও তোমরা কেন ঈমান আনছ না?

হে মানব মন্ডলী! ঐশী অকাট্য যুক্তিপ্রমাণাদি পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে গেছে; তা সত্ত্বেও তোমরা কোথায় পালাচ্ছ? সকল দিক থেকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এক অতি উপেক্ষিত গুহায় ইসলামের সুমহান শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছিল, পরিতাপ, আজ এর আদেশ-নিষেধ পরিত্যক্ত। এর ওপর সকল প্রকার সমস্যার পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। সকল বিপদাপদ ইসলামকে বিষদাঁত প্রদর্শন করছে। সকল অশুভ শক্তি একে গ্রাস করার জন্য উদ্যত। ষষ্ঠ সহস্রাব্দ পার হয়ে গেছে যাতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ রয়েছে। খোদা কি স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন, না-কি পূর্ণ করেছেন; তোমাদের কী মনে হয়? যেভাবে ঘন গহীন জঙ্গল থেকে আচমকা হিংস্র প্রাণী বেরিয়ে হামলা করে অনুরূপভাবে এই মিল্লাত বা মুসলমানদের বিরোধিতায় সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আর সর্বসম্মতভাবে এর ওপর হামলা করেছে, তোমরা কি তা দেখ না? ইসলাম এক প্রত্যাখ্যাত সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে। সকল সীমা লঙ্ঘনকারীর লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে। ইসলামের চন্দ্র

হয়ে গেছে নিস্প্রভ। অন্যরা ঈদের আনন্দে বিভোর কিন্তু আমদের চাঁদ এখনও যুলকদ অনতিক্রান্ত অর্থাৎ আমাদের ঈদ এখনও বহু দূরে। আমরা কাফিরদের হাতে পরাজিত জাতির ন্যায় হতোদ্যম এবং ভয়ভীতির মাঝে বসে-বসে কাঁপছি। তারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে এমন সব মর্মপীড়াদায়ক কথা বলে যা বর্শার আঘাতের চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রভু আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে পাঠালেন। তোমরা কি মনে কর যে, তিনি আমাকে অপ্রয়োজনে পাঠিয়েছেন? আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি মনে করি, প্রয়োজন এখন পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

ইসলামের সম্মান নিমজ্জিত বালকের ন্যায় অপসৃত হয়েছে অথচ ইসলাম ছিল দৃষ্টিনন্দন ও সৌম্যকান্তি সুপুরুষতুল্য। কিন্তু আজ তুমি এর চেহারায় বিদাতের কালিমা ও কুপ্রথার ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাচ্ছ। এর সব সৌন্দর্য ও ফল-ফলাদি খড়কুটায় পরিণত হয়েছে। এর প্রবাহমান পানি হয়ে গেছে ঘোলাটে, আলো অন্ধকারে বদলে গেছে আর রাজপ্রাসাদ রূপ নিয়েছে ধ্বংসস্তুপে। তা এখন জনমানবশূন্য গৃহে বা মৌচাকের অন্তঃসারশূন্য গহ্বরের মত হয়ে গেছে, যাতে এখন মৌমাছি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোমরা একথা ভাবলে কীভাবে যে, আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে কোনো মুজাদ্দেদ পাঠান নি? অথচ, এটি দস্তরখান গুটানোর সময় নয় বরং আধ্যাত্মিক খাদ্যভান্ডার (দস্তরখান) নাযিলের সময়। বদান্যতা ও কৃপাবারির আধার খোদা বি'দাতের ভয়াবহতা ও পাপের বন্যার মুখে সৃষ্টির সংশোধনের কোনো সদিচ্ছা প্রকাশ না করে ভ্রষ্টতার বিষে ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে এক দাজ্জালকে তাদের ওপর চাপিয়েছেন! একথা তোমরা কীভাবে ভাবতে পার? খ্রিস্টানদের প্রতারণা কি কম বা পথ-ভ্রষ্টতার জন্য কি তা যথেষ্ট নয়? আর সেই শূন্যতা আল্লাহ্ এই দাজ্জালের মাধ্যমে পূর্ণ করলেন? আল্লাহ্‌র কসম! এটি বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মানদের কথা নয় বরং তা এমন একটি কথা– যা গাধার আওয়াজ থেকেও ঘৃণ্য এবং উটের বাচ্চার ক্ষীণ শব্দ হতেও দুর্বল। [অর্থাৎ, এটি শুনতেই রুচিতে বাধে এবং এটি খোঁড়া যুক্তি-অনুবাদক]

এছাড়া, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন যে, সে প্রতারক তবুও তার সমর্থনে কেন উপর্যুপরি নিদর্শন নাযিল হচ্ছে? হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের হৃদয়ে কি আদৌ খোদাভীতি নেই? এটি হতেই পারে না যে,

কোনো বান্দা আল্লাহ্‌র নামে প্রতারণার আশ্রয় নেবে, তারপরও আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রিয়জনের ন্যায় সাহায্য করবেন। এমনটি যদি হয় তাহলে তো শান্তি উঠে যাবে, বিষয় ঘোলাটে হয়ে যাবে আর ঈমানের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা দেখা দেবে। এটি সন্ধানীদের জন্য বড় পরীক্ষার কারণ। তোমরা কি দাবি কর যে, এক ব্যক্তি অহোরাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে আর কোনো ওহী না হওয়া সত্ত্বেও বলে যে, আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে; তা সত্ত্বেও তার প্রভু তাকে সত্যবাদীদের ন্যায় সাহায্য করবেন? কোনো সুস্থ বিবেক কী এ বিষয়টি মানতে পারে? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা খোদাভীরুদের ন্যায় বিবেক খাটাও না? তোমাদের জন্য কি কেবল দাজ্জালই রয়ে গেল? প্রশ্ন হলো, সংস্কারক এবং সংশোধনকারীরা কোথায়? ধর্মকে যে অবিশ্বাসের উইপোকা খেয়ে ফেলেছে, তা কি তোমরা দেখ না?

খ্রিস্টান আলেমরা অজ্ঞদের কীভাবে প্রতারিত করে, বিভিন্ন কথা ও কাজে কীভাবে মিথ্যা আকর্ষণ সৃষ্টি করে; তা কি তোমাদের চোখে পড়ে না? আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পক্ষে সত্যের অকাট্য প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন; হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা কেন তাঁর প্রমাণকে কাজে লাগাও না? আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, যদি পূর্বাপর তাদের সকলেই, তাদের সকল বিশেষ ও সাধারণ মানুষ এবং তাদের সকল নর-নারীও সমবেত হয় আর পরষ্পরকে সাহায্য করে তবুও আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের যেমন নিদর্শন দেয়া হয়েছে তারা অনুরূপ একটি নিদর্শনও উপস্থাপন করতে পারবে না। কেননা, তারা মিথ্যার ওপরই চলছে আর আমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের প্রভু জীবিত এবং তাদের খোদা মৃত, যে তাদের চিৎকার ও হা-হুতাশ কিছুই শোনে না। আমাদের একজন এমন নবী আছেন যার সত্যতার নিদর্শন আমরা এ যুগেও দেখতে পাই। আর তাদের হাতে অলীক, অর্থহীন ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং, হে উদাসীনগণ! তোমরা নিরাপদ দুর্গ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ?

আমাদের নবী (সা.) খাতামুল আম্বীয়া। তাঁর পর তাঁর আলোয় যিনি আলোকিত হবেন তিনি ব্যতীত অন্য কোনো নবী নেই। তার আবির্ভাব তিনি (সা.)-এর আগমনেরই প্রতিচ্ছবি হবে। সুতরাং আনুগত্যের কল্যাণে ওহী লাভ করা আমাদের প্রাপ্য এবং আমাদের অধিকার। তা আমাদের নিজেদেরই হারিয়ে যাওয়া সম্পদ যা আমরা এই অনুসরণীয় নবী (সা.)-এর আনুগত্যের

মাধ্যমে লাভ করেছি। আমরা তা ক্রয় করি নি বরং বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ মু'মিন সে, যাকে এই নিয়ামত দানস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। যাকে এ থেকে দান করা হয় না, তার পরিণাম অশুভ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এটি আমাদের ধর্ম ; আমরা সর্বদা এই ধর্ম অনুসরণের সুফল দেখে থাকি বা উপভোগ করি আর এর জ্যোতি প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম এমন একটি গৃহতুল্য যার অমানিশা মানুষকে ভীত-ত্রস্ত করে আর এর অন্ধকার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। চোখে পড়ার মত এর কোনো নিদর্শন আছে কি? খোদার কসম! যদি ইসলাম ধর্ম না থাকতো তাহলে বিশ্ব-প্রতিপালককে চেনা কঠিন হয়ে যেতো। নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান কেবলমাত্র এ ধর্মের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এটি এমন একটি বৃক্ষ যা সকল মৌসুমে ফল দিয়ে থাকে আর তা সেসব আহারকারীকে আমন্ত্রণ জানায় যারা বিবেকবানদের অন্তর্গত। হযরত ঈসার ধর্মের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা কেবল এমন এক বৃক্ষের ন্যায় যাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, আর প্রবল ঝড়ো বায়ু একে নিজের স্থান হতে বিচ্যুত করেছে। অধিকন্তু তস্কর এর কোনো লক্ষণ বা চিহ্নই অবশিষ্ট রাখে নি। তাদের ধর্মে কতগুলো গতানুগতিক কাহিনী এবং পরিত্যক্ত কিছু অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এটি জানা কথা যে, নিছক কাহিনী বিশ্বাসের জন্ম দিতে পারে না। এতে এমন কোনো শক্তি নেই যা বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে। পরীক্ষিত এবং যুগে বিরাজমান নিদর্শনের মাঝেই কেবল আকর্ষণ করার বৈশিষ্ট্য থাকে, আর এর মাধ্যমেই হৃদয় পরিবর্তিত ও মন পবিত্র হয় এবং দোষত্রুটি দূরীভূত হয়। এসব এখন ইসলাম ও আমাদের নবী (সা.)-এর আনুগত্যের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আমি এ বিষয়ের সাক্ষী বরং আমি (তাঁর আনুগত্যে) তা লাভ করেছি আর আমি এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আমরা এর মাধ্যমে অস্বীকারকারীদের সামনে সত্যের প্রমাণ অকাট্যভাবে উপস্থাপনের কাজ সমাপ্ত করছি। যে ঘরের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা যে বাগানের বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটিত, ধর্ম যদি তেমনই হয় তাহলে তা কিসের ধর্ম? কোনো বিবেকবান সে ধর্ম পছন্দ করতে পারে না যা বিরান ঘর-তুল্য এবং যা ভাঙ্গা লাঠি ও বন্ধ্যা নারীর ন্যায় বা যা এমন চোখের মত যা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার। ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম যা মৃতদের জীবিত

করে, উষর ভূমিকে সতেজ করে আর জীবনকে প্রাণচাঞ্চল্য ও সৌন্দর্যে ভরে দেয়। খোদার কসম! আমি এমন জাতির আচরণে বিস্ময়াভিভূত হই যারা একদিকে বলে মুসলমান হবার দাবি করে, অপরদিকে এ ধর্মের এবং আমাদের নবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি ও সর্বজ্ঞানী খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। এদের কি হয়েছে যে, এরা জাগ্রত হতে চায় না আর বিবেকের চক্ষু খোলে না? এদের এহেন অবস্থা থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। তাদের দেখে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে আমি আশ্চর্য হই। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে তাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়েছি, কিন্তু তারা ঈমান আনে নি। আমি তাদের আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করছি, কিন্তু তারা আসে না। কথা শুনেও তারা এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যায় যেন শুনতেই পায় নি। তাদের কাছে কী সে জাতির বৃত্তান্ত এখনও পৌঁছে নি, যারা রসূলদের অস্বীকার করত, আর অস্বীকার করা হতে বিরত হতো না? কুরআনে কি তাদের দায়মুক্ততার ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যার ভরসায় তারা এমনটি করছে?

আল্লাহ্‌র কসম! আমি পরম দয়ালু খোদার পক্ষ থেকে এসেছি। আমার প্রভু আমার সাথে বাক্যালাপ করেন আর তিনি কৃপা ও অনুগ্রহবশত আমার প্রতি ওহী করেন। আমি তাঁকে সন্ধান করে পেয়েছি, আর যতক্ষণ পাইনি ততক্ষণ অন্বেষণ অব্যাহত রেখেছি। মৃত্যুকে বরণের পর আমাকে জীবন দেয়া হয়েছে। নশ্বর উপকরণাদী পরিত্যাগের পরই আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। নিশ্চয় আমাদের প্রভু কখনও সন্ধানী জাতিকে ব্যর্থ করেন না। যে বিশ্বাসের সন্ধানী তাকে তিনি সন্দেহের দোলাচালে ছেড়ে দেন না। তোমরা সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করেছ। যদি আল্লাহ্‌র কৃপা ও করুণা না হতো, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমার প্রভু আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি আমাদের স্নেহ-দৃষ্টিতে রয়েছ। আর সকল ক্ষেত্রে এবং সকল ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্রের মুখে তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন আর নিজ সন্নিধানে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তোমাদের সকলেই আমার ওপর হামলা করেছ, কিন্তু আমার সামনে কোনো মানুষ দাঁড়াতে পারে নি। তারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা যা জোড়া দিতে বলেছেন তোমরা তা কর্তন করেছ আর তোমরা মানুষের মাঝে এই অপপ্রচার করেছ যে, এরা মুসলমান নয়, অধিকন্তু আমরা সহায় সম্বলহীন হিসেবে পরিত্যক্ত

হই– এটিই ছিল তোমাদের অভিপ্রায়। সুতরাং, আল্লাহ্ তোমাদের নোংরা অভিপ্রায় তোমাদের মুখে ছুঁড়ে মেরেছেন আর আমাদের খ্যাতি জগতময় ছড়িয়ে দিয়েছেন; এটি কী মিথ্যাবাদীদের প্রতিদান?

হে মানবমন্ডলী! তোমাদের দু'টো রূপ রয়েছে। একটি তোমাদের হৃদয়ে আর অপরটি বিরাজ করে তোমাদের মুখে । ঈমান কেবল মুখে, আর হৃদয়ে বিরাজ করছে অবিশ্বাস। তোমরা কথা বল খোদার জন্য, আর কাজ কর শয়তানের জন্য। তাই কুরআনের শিক্ষা অনুসারে বল তোমাদের অবস্থান কোথায়? তোমরা কিতাবে পড় যে, ঈসা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে জড়দেহসহ আকাশে ওঠাও! কুরআনের আয়াতের প্রতি তোমাদের ঈমানের অর্থ আমার বোধগম্য নয়। তোমরা নামাযে পড় যে, ঈসা মারা গেছেন, তাঁর দেহ উঠানো হয় নি, আর তিনি জীবিতও নন।* তা সত্ত্বেও তোমরা নামাযের পর হাঁটু গেড়ে মেহরাবে বসে পড়, আর সাথীদের উদ্দেশ্য করে বল, যে ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী সে কাফির, তার শাস্তি হলো প্রজ্জ্বলিত অগ্নি; তাকে কাফির আখ্যা দেয়া আবশ্যক! এই হলো তোমাদের নামায আর এই হলো তোমাদের কথা! অথচ তোমরা কুরআনে فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي পাঠ কর আর এতে বিশ্বাসও রাখ, আবার জেনে-শুনে এর অর্থকে অবজ্ঞা কর!

তোমরা কি কিতাবে হযরত ঈসার মৃত্যুর পর অবতরণের কথা কোথাও দেখতে পাও? হে বিবেকবানগণ! فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي -এর অর্থ কী? তোমরা কি

***টিকা**

১. আর তিনি (আল্লাহ্ তা'লা) যে বলেছেন, يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬) এর অর্থ সশরীরে উত্থান নয়, বরং এর মাধ্যমে রুহ বা আত্মার উর্ধ্বগমন বুঝানো হয়েছে। রা'ফার পূর্বে তাওয়াফ্ফীর উল্লেখ এ কথারই স্বাক্ষ্য বহন করে। মৃত্যুর পর রাফা প্রত্যেক মু'মিনের অধিকার, আর তা কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন রেওয়ায়াত (বর্ণনা বা পরম্পরা) বা হাদীস থেকে প্রমাণিত।*

ইহুদীরা হযরত ঈসার (আ.) রাফা বা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে বিশ্বাস করতো না, আর বলতো যে মু'মিনের ন্যায় তাঁর রাফা বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব; আর তিনি আধ্যাত্মিক জীবনও লাভ করতে পারেন না । এর কারণ হলো, তারা তাঁকে মু'মিন মনে করতো না বরং কাফির আখ্যা দিত। তাই এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ তাদের কথা খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন, بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيه *[অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিজের দিকে তাঁকে উন্নীত করেছেন (সূরা আন্ নিসা;১৫৯) - অনুবাদক] তারা (ইহুদী) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।*

ঈমান আনার পর আল্লাহ্র কিতাবকে অস্বীকার করছ? তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় না করে ভাইদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছ? তোমরা কি তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ কর, যে শতাব্দীর শিরোভাগে প্রেরিত হয়েছেন অথচ তিনি তোমাদেরই একজন এবং এ উম্মতভুক্ত? তিনি একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে খ্রিস্টীয় নৈরাজ্যের সময় এসেছেন, আর ঐশী গ্রন্থে বর্ণিত রীতি অনুসারে সত্য ও প্রজ্ঞায় সজ্জিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রদীপ্ত নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ হওয়ার পর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছ, আর কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হতে চাও না? তোমাদের কু-প্রবৃত্তির রাত বা অন্ধকার ইসলামকে ঢেকে দিয়েছে, আর তোমাদের পাপের করাল স্রোত তার (ইসলামের) দিকে ধেয়ে আসছে, আর তোমরা ভাবছ খুব ভাল কাজ করছ? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা যুগ ও এর সমস্যাবলী আর কুফরী-সৃষ্ট তুফান ও এর ভয়াবহ আক্রমণের প্রতি ভ্রুক্ষেপই কর না? তোমাদের মাঝে কি কোনো বিবেকবান মানুষ নেই? আল্লাহ্র কসম! আমাদের আশ্চর্যের কোনো সীমা নেই। তোমাদের কথায় ও কাজে, অস্বীকারকারীদের প্রত্যুত্তরে তোমাদের পরিকল্পনায় এবং খ্রিস্টানদের উত্তরে তোমরা যা প্রস্তুত করেছ তাতে আমরা সত্যিই হতভম্ব। তোমরা স্বহস্তে নিজেদের মূল কর্তন করছ আর নিজেদের কথার মাধ্যমে ধর্মের শত্রুদের সাহায্য করছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা এক বান্দাকে এই দুর্যোগের সময় পাঠিয়েছেন আর তোমরা তাকে কাফির বলছ এবং ঈমানের গন্ডি থেকে বহিস্কার করছ! অথচ তিনি দেদীপ্যমান আলো ও সুমধুর তত্ত্বজ্ঞান হিসেবে এসেছেন ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে ঐশী নিদর্শন হিসেবে কাজ করার জন্য, যাতে ইসলামের সূর্য অমানিশা থেকে বেরিয়ে আসে আর আল্লাহ্ এর অকল্যাণ ও তিক্ত-যুগের অবসান ঘটিয়ে এর ছায়াকে সুবিস্তৃত করতে পারেন এবং ফল-ফলাদির প্রাচুর্য দান করতে পারেন। অধিকন্তু মানুষকে দেখানোর জন্য যে অবস্থা-ব্যবস্থা এবং স্থান ও কালের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম সকল ধর্মের তুলনায় অধিকতর সমৃদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা একে অস্বীকার করছ বরং তোমরা সর্বপ্রথম এর শত্রুতায় দন্ডায়মান হয়েছ। আমাদের ধারণা ছিল তোমরা এ যুগের মনোনীত ও পবিত্র মানুষ আর পিপাসার্তের জন্য প্রবাহমান ঝর্ণা; কিন্তু যা প্রকাশ পেলো তাহলো, জগতে তোমাদের মত নোংরা পানি আর নেই। তোমরা বিতন্ডায় লিপ্ত হয়েছ আর

অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছ, বরং পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছ। তোমরা নিষিদ্ধ সীমারেখা অতিক্রম করেছ, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ, আর মুসলমানদের কাফির আখ্যা দিয়েছ।

তোমাদের কি জানা নেই যে, আমি নিভৃত কোণে বসবাসকারী একজন মানুষ ছিলাম যার কোনো সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল না, ইশারায়ও আমার সম্পর্কে কেউ কিছু বলত না, আমার পক্ষ থেকে কোনো লাভ বা লোকসানের আশা রাখা হতো না আর আমি পরিচিতও ছিলাম না? এমতাবস্থায় আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী করেন এবং বলেন,

إِنِّيْ اخْتَرْتُكَ وَآثَرْتُكَ، فَقُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَالَ: أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْــزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِيْ، فَحَانَ أَنْ تُعَانَ وَتُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ. يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فُجٍّ عَمِيْقٍ. يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ. يَأْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

[(অর্থাৎ আমি তোমাকে মনোনীত করেছি এবং প্রাধান্য দিয়েছি। সুতরাং তুমি বল আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর বিশ্বাসীদের মাঝে আমিই প্রথম। তিনি আরো বলেন, আমার তওহীদ ও স্বাতন্ত্র্য আমার কাছে যেমন প্রিয়, তুমিও আমার কাছে তেমনিই প্রিয়। সুতরাং তোমার সাহায্য লাভ ও মানুষের মাঝে পরিচিত হওয়ার সময় এসে গেছে। এত বেশি মানুষ তোমার কাছে আসবে যে, যে পথে তারা চলাচল করবে তা গভীর খানাখন্দে পরিণত হবে। আল্লাহ্ নিজ সন্নিধান হতে তোমাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ তোমাকে সাহায্য করবেন যাদের হৃদয়ে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ওহী করব। সুদূরের সকল পথ মাড়িয়ে সে সাহায্য তোমার কাছে আসবে; এমন পথ পাড়ি দিয়ে তা আসবে যাতে তোমার কাছে আগমনকারী মানুষের পদভারে গর্ত হয়ে যাবে। (অনুবাদক)]

এ কথাই আমার প্রভু বলেছেন। আমি কীভাবে সাহায্য লাভ করছি তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছ। মানুষ আমার কাছে দলে দলে এসেছে। আমার কাছে এত বেশি উপহার ও উপঢৌকন আসে যেন তা সতত ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের ঢেউ। এ হলো আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলী যার আলোর প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর না

আর তা প্রকাশিত হওয়ার পর তোমরা অস্বীকার কর। তোমরা কি আমার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর না? আমার প্রভু আমাকে সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার পূর্বে তোমরা কি আমার নামটিও শুনেছ? আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় দৃষ্টির অন্তরালে ছিলাম যার কথা বিশেষ বা সাধারণ্যে উল্লেখ করা হতো না। আমার জীবনে এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন আমি উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যক্তি ছিলাম না। আমি এমন এক ব্যক্তির মত জীবন কাটাতাম যার সাথে মানুষ পরিত্যক্ত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করত। পর্যটকরা আমার গ্রামে আসার কথা চিন্তাও করত না। দর্শকদের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অজোপাড়াগাঁ, যার টিলা গুলোও মিটে গেছে আর মানুষ এখানে আসা পছন্দ করতো না। এর কল্যাণ বা উপকারিতা হ্রাস পায়, অপকারিতা ও ক্ষতিকর দিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ গ্রামের বাসিন্দারা ছিল পশুতুল্য আর তাদের বাহ্যিক লাঞ্ছনাকর অবস্থার কারণে মানুষ তাদের তিরস্কারে বাধ্য হতো বা তারা অন্যদের তিরস্কারের সুযোগ দিত।

ইসলাম, কুরআন এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধ কাকে বলে তারা তা জানতো না। এটি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের বিস্ময়কর একটি দিক ও তাঁর শক্তির আশ্চর্যজনক এক লীলা যে, ধর্মের শত্রুদের বিপক্ষে বর্শার কাজ দেয়ার জন্য তিনি আমাকে এরূপ বিরান ভূমিতে পাঠিয়েছেন। যুগপৎ আমি যখন অপরিচিত ছিলাম তখন এবং আমার গৃহীত হওয়ার যুগে আমার প্রভু আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আমি মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবো আর কাফিরদের আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতিবন্ধক বা নিরাপত্তা প্রাচীর প্রমাণিত হবো। আমাকে প্রধান বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসানো হবে আর হৃদয়ের জন্য বক্ষস্বরূপ করা হবে। (যেভাবে বক্ষ হৃদপিন্ডের সুরক্ষার কাজ করে আমার ভূমিকা তেমনিই হবে)। তারা দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে উপহার সামগ্রী ও মূল্যবান বস্তু নিয়ে আমার কাছে আসবে। মহাগৌরবান্বিত খোদার পক্ষ থেকে এটি একটি স্বর্গীয় ওহী। এটি প্রতারণামূলক কোনো কথা নয় বা এটি কামনা-বাসনার সৃষ্টি নয়; বরং মহামহিমান্বিত প্রভু-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যা পৃথিবীতে তাঁর (এ অধমের) আবির্ভাবের পূর্বেই লিখে ও ছেপে প্রচার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শহর ও গ্রামে তা প্রেরণ করা হয়েছে। এরপর তিনি প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় আবির্ভূত হন। তোমরা জান যে, দলে দলে মানুষ আমার কাছে এত পরিমাণ উপহার সামগ্রী নিয়ে আসে যা গণনা বা হিসাব

করে শেষ করা যাবে না। এতে কি বুদ্ধিমানদের জন্য কোনো নিদর্শন নেই? যদি তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তাহলে মানুষের সামনে আমার গোপন বিষয়াদি তুলে ধর আর আমার গুপ্ত বিষয়াদি প্রকাশ করে দাও। একই সাথে এই গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস কর হয়ত তুমি কোনো শত্রুর সাহায্যও পেতে পার। তুমি যাতে অনুসন্ধান করে সঠিক পথের দিশা পেতে পার কেবল এই উদ্দেশ্যেই আমি এ সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করছি। যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় না কর তাহলে যাচ্ছে তাই কর, আল্লাহ্ তোমার পরিবর্তে অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন। আর যদি তুমি তাঁকে ভয় কর তাহলে জেনে রাখ, সত্যের প্রমাণ অতি স্পষ্ট আর বিষয় অত্যন্ত সহজ। ইসলাম ঝরায় জর্জরিত, একটু চিন্তা কর এখনও কি বসন্ত এবং মৃদুমন্দ বাতাস বইবার সময় আসে নি? তুমি দেখছ আমাদের এ যুগে হৃদয়-জমিন মরে গেছে আর বৃষ্টিবাহী বায়ু একে পরিত্যাগ করেছে; তখনই আল্লাহ্‌র করুণাধারা মুষলধার বৃষ্টির মত বর্ষিত হওয়া আরম্ভ হয়, যা সকল শঙ্কার অবসান ঘটিয়ে সবকিছু সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। যে কাঁটা ইসলামের পা ক্ষত-বিক্ষত করেছে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা তা অপসারণ এবং এর পথে যে সকল কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষ রয়েছে তা কেটে ফেলা ও কুচক্রি বা হীনলোকদের দূষণ থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তুমি গ্রহণ কর বা না কর, আমিই বসন্তবারি।

আমি কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে দাবি করিনি বরং আমি স্রষ্টার পক্ষ থেকে পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করা আর প্রবৃত্তিকে কামনা-বাসনা ও শয়তানের খপ্পর থেকে মুক্ত করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। এই উম্মতের ওপর কি বিপদ-আপদ নিপতিত হয়েছে আর দুর্বলতা কীভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে তুমি কি তা দেখ না? এক ঘরের মহামারী ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিবেশির ঘরেও ছড়িয়ে পড়েছে। আর মৃত্যু মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে সেভাবে আহ্বান করেছে যেভাবে সে মৃত্যুকে আহ্বান করেছে। ধর্ম মনুষ্য পূজারীদের পদতলে পিষ্ট হয়েছে আর শত্রুরা একে সাঁপের মত ছোঁবল মেরেছে, যার ফলে তা হয়ে গেছে বন্যার করাল গ্রাসের শিকার গ্রামের মত বা ঘোড়ার পদপৃষ্ট মাঠতুল্য। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'লা লক্ষ্য করেন যে, পৃথিবী বিরাণ হয়ে গেছে আর মানুষের চিন্তাধারা হয়ে গেছে বিকৃত। জাগতিক চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনা ছাড়া তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দুনিয়ার কীটরা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন। এহেন পরিস্থিতিতে ধর্মের সংস্কার, উম্মতের সংশোধন ও হৃত গৌরব

পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি আমাকে তোমাদের মাঝে দাঁড় করিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন, একটু ভাব, আমি কি তোমাদের কাছে প্রতারকের ন্যায় অসময়ে-অস্থানে এসেছি? নাকি শয়তান যখন তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন এসেছি?

আল্লাহ্ তোমাদের সঠিক পথের দিশা দিন, ভালভাবে জেনে রাখ, এ বিষয়টি খোদার সিদ্ধান্ত ও বিধান অনুসারে হয়েছে। এই আলো অন্ধকার হতে উৎসারিত হতে পারে না, বরং তা তাঁর পূর্ণ চন্দ্র থেকে উৎসারিত। অনেক নেকড়ে খোদার বান্দাদের ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তোমরা কি দেখ না? কত চোর রয়েছে যারা ধর্মের সম্পদ লুটপাট করে খাচ্ছে; তবুও কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর না? তোমরা কি মনে কর রহমানের সাহায্যের সময় এখনও আসে নি? তোমরা যেমনটি ভাবছ তাও কিন্তু নয়, বরং আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্রহরাজি প্রকাশের সময় এসে গেছে। আমি সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তোমাদের কাছে আসি নি। আমার কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন প্রমাণাদি রয়েছে যা উত্তরোত্তর বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। আমি স্বজাতির জীবিতদের মাঝে মৃতবৎ ছিলাম আর ঘরে থেকেও গৃহ-হারা ছিলাম। আমি অজানা ও অপরিচিত ছিলাম, হাতে গোনা কয়েকজন লোক ছাড়া আমাকে গ্রামের কেউ চিনত না। আমি নিভৃত কোনে জীবন যাপন করতাম, আমার কাছে কোনো নারী-পুরুষের আনাগোনা ছিল না। আমি ছিলাম মানব-দৃষ্টির অন্তরালে। আমার কোনো দেশে যাওয়ার পরিকল্পনাও ছিল না আর ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণও করি নি; আরবও দেখি নি আর ইরাক যাওয়ারও চেষ্টা করি নি। খোদার কসম! (বলতে কি) আমার আর্থিক স্বচ্ছলতাও ছিল না। যুগকে আমি এক বন্ধ্যার স্তন-তুল্য পেয়েছি যার কাছে সুপেয় দুধের আশাই করা যায় না। আর আমি এমন এক পশুর পিঠে আরোহন করি যাতে আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্র নেই। এমন সময় আমার প্রভু আমাকে শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি স্বয়ং আমার সকল বিষয়ের দায়িত্ব নেবেন আর কৃপাধন্য করে স্বীয় নিয়ামতের সকল দ্বার আমার জন্য উম্মোচন করবেন। যেভাবে আমি বলেছি, সে যুগটি ছিল বড় কঠিন এবং হরেক রকম অভাব-অনটনের যুগ। আমার প্রভু আমাকে স্বয়ং আমার বিষয় সহজসাধ্য করা, পথ সুগম করা আর আমার সকল অভাব মোচনের দায়িত্ব নেয়ার সংবাদ দিয়েছেন। যে সময় আর যে যুগে নিরাপত্তার লেশমাত্র ছিল না, আমাকে এমন একটি আংটি বানানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে সে সকল

সংবাদ খোদিত থাকবে; যেন এর প্রকাশ সন্ধানীদের জন্য নিদর্শন ও শত্রুদের বিরুদ্ধে সত্যের প্রমাণ সাব্যস্ত হয়। হে সুচিন্তাবিদগণ, সে আংটিটি এখনও সংরক্ষিত আছে আর নিম্নে এর ছাপ দেয়া হলোঃ

* এরপর আল্লাহ্ যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাই করেছেন, যেমন কথা তেমন কাজ। আল্লাহ্ তা'লা একটি ছোট্ট বীজকে বিশাল মহীরুহে এবং পরিপক্ক ও সুস্বাদু ফলে পরিণত করেছেন। অস্বীকারকারীদের সব দল সমবেত হলেও একে অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। কেননা, সাক্ষীদের সাক্ষ্য অস্বীকারকারীর মুখে কালিমা লেপন করে। আর দীপ্ত-দিবাকরকে অস্বীকারই বা কীভাবে করা যায়? এরপর খোদার কথা যখন পরিপূর্ণতা লাভ করলো আর আমার প্রভু আমার পাত্র ভরে দিলেন তখন মানুষ আমার দ্বারে ছুটে এল। আমি বিন্দু থেকে সিন্ধুতে আর অনু থেকে বিশাল পর্বতে, একটা ছোট্ট চারা থেকে ফলসমৃদ্ধ একটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছি। এক কীট থেকে বীরবেশে সামনে এসেছি; এতে নিশ্চয় চক্ষুষ্মানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

একইভাবে আমার প্রভু আমাকে প্রারম্ভেই দীর্ঘায়ু লাভের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, تَرَى نسْلاً بعِيدًا [অর্থাৎ, তুমি সুদূরের প্রজন্ম বা কয়েকটি প্রজন্ম দেখে যেতে পারবে–অনুবাদক] আমার প্রভু আমাকে দীর্ঘজীবি করেছেন যার কল্যাণে আমি সরাসরি প্রজন্ম এবং এরপর আমার সন্তানের প্রজন্ম দেখেছি। তিনি আমাকে সেই নির্বংশ ব্যক্তির মত পরিত্যাগ করেন নি যার কোনো সন্তান হয় না। এক পুণ্যবানের জন্য এই নিদর্শনই যথেষ্ট।

সুতরাং, হে আলেম সমাজ! মুহাদ্দিস ও বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, আমাকে একটু বলুন, আল্লাহ্ কি এসব ব্যবহার এমন এক ব্যক্তির সাথে করছেন যার

*** টিকা**

এই আংটিটি বানানোর পর ত্রিশ বছরাধিক কাল পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ্র কৃপা ও করুণার নিদর্শন যে আজ পর্যন্ত এটি নষ্ট হয় নি। আর সে যুগে আমার সম্মান লাভের কোনো লক্ষণ বা খ্যাতি অর্জনের কোনো উল্লেখই ছিল না। আমি নির্জন কোণে সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা-বঞ্চিত অবস্থায় জীবন যাপন করতাম-লেখক।

সম্পর্কে তিনি জানেন যে, সে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা দাবি করছে আর তাঁর চোখের সামনে মিথ্যা বলছে? আপনাদের বিবেক কি একথা বলতে পারে? আপনারা কখনও কি আল্লাহ্‌র এই রীতি দেখেছেন যে, এক প্রতারককে তিনি দীর্ঘকাল অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে যাবেন এবং সত্য নবীর ন্যায় তার জন্য স্বীয় সকল নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দেবেন এবং সকল ক্ষেত্রে তাকে প্রকাশ্য সম্মানে ভূষিত করবেন? মিথ্যাচার সত্ত্বেও তাকে যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত অবকাশ দেবেন? তাকে সহস্র-সহস্র সাথী দান করবেন আর সে তার সাথীদের পক্ষ থেকে পূর্ণ বিশ্বস্ততা লাভে ধন্য হবে? তিনি তাকে সাহায্য করবেন আর তার শত্রুদের কুকুরের মত কষ্টে-নিপতিত অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন? তাকে এমন সব দানে কৃতার্থ করবেন যা সমসাময়িক যুগের অন্য কাউকে দেয়া হয় নি? যে তার সাথে মুবাহিলা করে তাকে তার চোখের সামনে ধ্বংস, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন? যে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট আর দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন এবং মিথ্যা আরোপকারী ও প্রতারক; আপনারা কি মনে করেন যে, সে এমন সাহায্য পেতে পারে? বা আপনারা কি তার পক্ষে আল্লাহ্‌র এমন সাহায্য কখনও প্রত্যক্ষ করেছেন?

আল্লাহ্ আপনাদের হিদায়াত দিন, আপনাদের কি হয়েছে? আপনারা কেন মুত্তাকীদের মত চিন্তা করেন না? আর কতদিন আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কাফির আখ্যায়িত করবেন? আপনারা আমাকে কেন মিথ্যাবাদী আখ্যা দেন তা আমি জানি না।

আমি কি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছি, না-কি আপনারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখেন নি, (বলে মিথ্যে অজুহাত দেখাচ্ছেন) যে কারণে সন্দেহ করছেন? আমি কি আপনাদের কাছে অসময়ে এসেছি, যে কারণে হয়ত আপনারা বলতে পারেন, সে সেই ভাবে এসেছে যেভাবে প্রতারকরা এসে থাকে? আপনাদের কী হয়েছে যে, আপনারা সত্য চিনেন না আর দেখেনও না ?

ইতিহাসের পাতায় মিথ্যারোপকারী জাতি এবং মিথ্যা দাবিকারকদের অবলুপ্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করুন আর দেখুন! তাদের মিথ্যা আরোপের কারণে আল্লাহ্ কীভাবে তাদের সমূলে উৎপাটন করেছেন? তিনি তাদের ধ্বংস করেছেন বরং তাদের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেন নি। তিনি তাদের চিহ্ন

মিটিয়ে দিয়েছেন আর মিথ্যা বলা ও সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কারণে তাদের সাহায্যকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য না করা হতো, তাহলে শান্তি উঠে যেতো আর পবিত্র-অপবিত্র, বিরান ও আবাদ এবং গৃহীত ও প্রত্যাখ্যাতদের মাঝে কোনো পার্থক্যই আর অবশিষ্ট থাকত না।

আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি করুণা করুন। জেনে রাখুন! প্রতারণা ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে আর মিথ্যা আরোপকারী অবশেষে লাঞ্ছিত হয়। আর খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপকারীরা প্রত্যাখ্যাত জাতি। সর্বজ্ঞানী প্রভু তাদের সাহায্য করেন না। আল্লাহ্ তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন না আর তাদের তূণে কোনো তীরও থাকে না। বুলি আওড়ানো ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো সম্পদ থাকে না। সমর্থনপুষ্ট ও গৃহীতজনের ন্যায় তাদের সাহায্য করা হয় না। খোদার রীতি হলো, যখন মিথ্যাবাদীদের কেউ কোনো সত্যবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দন্ডায়মান হয় বা তাঁর সাথে বিতন্ডায় জড়ায় এবং মুবাহিলার মানসে তার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার সাথে তাকে ভূপাতিত করেন। সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে খোদা তা'লার রীতি এভাবেই চলে আসছে। মিথ্যাবাদীদের আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য প্রদান করা হয় না, আর তাঁরা ফিরিশতার সাহায্যও লাভ করে না। আকাশ থেকে কোনো স্বর্গীয় জ্যোতিও তাদের লাভ হয় না আর তাদের সামনে পুণ্যবানদের আধ্যাত্মিক খাঞ্চা উপস্থাপন করা হয় না। তারা দুনিয়া-লোভী কুকুর বৈ কিছু নয়, তুমি তাদের এরই প্রতি আকৃষ্ট দেখবে। জগতের মোহে তুমি তাদের হৃদয়কে কার্পণ্যে ভরা পাবে। নিজেদের বিরুদ্ধে তারা নিজেরাই সাক্ষ্য দেবে। এমন মানুষ অবশেষে লাঞ্ছিত হয়। তখন গিয়ে সেই পার্থক্যকারী সত্তাকে চেনা যায়, যিনি পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করেন। যারা তাদের প্রভুর সন্নিধানে সত্য বলেছে আল্লাহ্ তাঁদের দুনিয়া বিমুখ রেখেছেন, আর তাঁদের হৃদয় তাঁর নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। তাঁরা তাঁর খাতিরে সকল দুঃখ-কষ্ট ও শাহাদতকে হাসিমুখে বরণ করেছেন। নিজেদের ভিতর-বাহির সবই তাঁকে সঁপে দিয়েছেন। তাদের যা কিছু ছিল, সর্বস্ব নিয়ে তারা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছেন আর তাঁর ভালোবাসা লাভের আশায় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁরা তাঁদের ভালেবাসার তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করেছেন। তাঁরাই এমন লোক যাদের এ পৃথিবী ও পরকালে লাঞ্ছিত করা হবে না। সম্মান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রাসাদে তাঁরা

অবস্থান করবেন। শত্রুর মুকাবিলায় তাঁরা হোঁচট খাবেন না।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সকল প্রকার পরাজয় থেকে রক্ষা করবেন। সকল স্খলন থেকে তিনি তাদের রক্ষা করবেন ও ক্ষমা করবেন আর সকল পতনের মুখে তিনি তাদের সতেজতা ও আরামের বিধান করবেন; ফলে তাঁরা নিরাপদ জীবন যাপন করবেন। তাঁদের এবং মিথ্যা দাবীকারকদের ভেতর পার্থক্য দীপ্ত দিবাকর ও তমসাচ্ছন্ন রাতের পার্থক্যের ন্যায় বা সুপেয় দুধ ও অত্যন্ত টক সিরকার পার্থক্যের মত। দর্শকদের সামনে তাঁদের ললাটের জ্যোতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁরা এ জগতের নারী ও তাদের সৌন্দর্যকে বিদায় জানিয়ে পরকালকে আলিঙ্গন করেছেন আর এর আরামদায়ক পরিবেশের স্বাদ পেয়েছেন। নিজেদের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে তাঁরা আল্লাহ্তে প্রশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা খোদার সামনে সেজদাবনত হয়েছেন, সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁরই দিকে ধাবিত হয়েছেন। তাঁরা পৃথিবীতে মোটা ভাত ও মোটা কাপড় (নিম্নমানের সবজি) নিয়েই সন্তুষ্ট। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি তাঁদের আত্মাকে বিদ্যুতোজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত করেছেন, একই সাথে পছন্দনীয় ও সুস্বাদু খাবারও দিয়েছেন। আর তাঁরা যা কিছু ফেলে এসেছিলেন তিনি তাঁদেরকে তার সবই ফেরত দিয়েছেন।

আল্লাহ্ নিষ্ঠাবান বান্দাদের সাথে এমন ব্যবহারই করেন। তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্ তাঁদের পূত-পবিত্র পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে, তাঁরা তাঁকে অন্য সকলের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন; তাই তিনিও তাঁদেরকে অন্য সবার ওপর প্রধান্য দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, তারা তাঁর (আল্লাহ্র), তাই তিনিও তাঁদের হয়ে গেছেন আর তিনি তাঁদেরকে আলোর অবতরণস্থল বানিয়েছেন। প্রথম যুগের মানুষ বা আউয়ালীন থেকে আরম্ভ করে শেষ যুগের মানুষ পর্যন্ত আল্লাহ্র সুন্নত বা রীতি এমনই চলে এসেছে। তাঁদের জন্য অনেক অন্ধকার কূপ খনন করা হয়, কিন্তু খোদা তা'লা স্বহস্তে তা থেকে তাঁদের রক্ষা করেন। তাদের ধ্বংস করার জন্য যে সমস্যাই মাথা চাড়া দিক না কেন তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা সত্যিকার অর্থে তাদের সম্মান প্রকাশ করেন বা প্রতিষ্ঠিত করেন। কোনো বিপদ তাঁদের ধ্বংস করার জন্য আসে না বরং আল্লাহ্ এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে চান যে, তাঁরাই তাঁর সমর্থনপুষ্ট। তাঁরা এমন মানুষ যাদেরকে তাঁদের বন্ধু (আল্লাহ্) মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্

তা'লা কেবল তখনই কোনো জাতিকে লাঞ্ছিত করেন যখন এসব নোংরাদের হাতে তাঁদের হৃদয় কষ্ট পায়। সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ্‌র সুন্নত বা রীতি এভাবেই চলে আসছে। তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে হাত উঠালে তিনি তাঁদের দোয়া গ্রহণ করেন। তাঁরা বিজয়ের দোয়া করলে সকল অত্যাচারী কৃপণ ব্যর্থ হয় আর তাঁরা আল্লাহ্‌র নিরাপত্তার ছায়ায় জীবন যাপন করেন। তুমি তাঁদের জীবিত চলাফেরা করতে দেখ কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা খোদার জন্য বিলীন মানুষ। তুমি কি মনে কর যে, এমন মানুষ কেবল অতীতেই ছিল? আর আল্লাহ্ তাঁদের মত জামাত আখারীনদের (শেষ যুগের লোক) মাঝে সৃষ্টি করতে চান না? খোদা তোমার মঙ্গল করুন; এটি একটি প্রকাশ্য ভ্রান্তি।

হে ভাই! আল্লাহ্ তোমায় মার্জনা করুন, তুমি বিশ্ব প্রতিপালকের অভ্যাস বা রীতিনীতি উপলব্ধি করা থেকে অনেক দূরে চলে গেছ। যদি তাদের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলে পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে সব নৈরাজ্যে ভরে যেতো। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয়। তোমাদের প্রতি কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং তোমাদের আলো গ্রহণের যোগ্য করে তোলার জন্য আমার প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না আর হিদায়াত বা সঠিক পথকে অবজ্ঞা কর? তোমরা কি মনে কর, বৃথা কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হবে? আজকের পর আগামীকাল বলতেও কিছু আছে। আমি কামনা-বাসনার বসবর্তী হয়ে তোমাদের কাছে আসিনি এবং আমি আত্মপ্রকাশে বা আত্মপ্রচারেও আগ্রহী ছিলাম না বরং, কবরবাসীদের ন্যায় নিভৃতে জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। আত্মপ্রকাশের প্রতি আমার ঘৃণা সত্ত্বেও তিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন আর যশ ও খ্যাতির প্রতি অবজ্ঞা সত্ত্বেও তিনি আমার নামকে সারা বিশ্বে সমুজ্জ্বল করেছেন। আমি গুপ্ত রহস্য, লাজুক সজারু এবং মাটিতে মিশ্রিত গলিত হাড় বা খেজুর বীজের গুরুত্বহীন ঝিল্লির ন্যায় এক দীর্ঘজীবন কাটিয়ে দিয়েছি। এরপর আমার প্রভু আমাকে তা দিয়েছেন যা শত্রুকে ক্রোধান্বিত করছে আর তিনি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল ওহীর মাধ্যমে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নির্বোধরা উত্তেজিত হয়ে অত্যাচার আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে কিছু এমনও ছিল, দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে যারা ছিল অন্যদের তুলনায় বেশী ভয়াবহ। তাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি অগ্নিকুন্ডলি ও প্রচণ্ড ঝড় বইতে থাকে।

হে বুদ্ধিমানগণ! তাদের পরিণাম কি হয়েছে তোমরা তা দেখেছ? তাদের কথা বলার পর এখন আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করি। যদি তোমরা গ্রহণ কর তাহলে আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তিনিই তোমাদের নিকট থেকে হিসাব নেবেন। অতএব তার প্রতি শান্তি, যে হিদায়াত বা সঠিক পথের অনুসরণ করে।

হে যুবকগণ! খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন। তোমরা বিশ্বে এক মহাবিপ্লব সাধিত হতে দেখছ, আর বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করছ। এ যুগের সবচেয়ে দুর্ভাগা জাতি হলো, মুসলমান। তাদের জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর তাদের অনেকেই ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। সকল বিপদাপদ তাদের ওপরই নিপতিত হয়। বিপদাপদ কেবল তাদেরকে ধ্বংস করে। যখনই কোনো বিদাত যা মাথা চাড়া দেয় তা তাদের মাঝেই অনুপ্রবেশ করে। পৃথিবী বা বস্তুজগত যখনই তাদের সামনে স্বর্ণ বা জাগতিক ধন-সম্পদ উপস্থাপন করে তখন তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় আর তারা এর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা দেখছি যে, তাদের যুবকরা ইসলামী মূল্যবোধকে জলাঞ্জলি দিয়েছে আর নবী (সা.)-এর আদর্শের ছাপ পর্যন্ত মুছে ফেলেছে। খ্রিস্টানদের পোশাক পরিধানের পাশাপাশি তারা দাড়ি কামিয়ে গোঁফ লম্বা করেছে। তারা এ যুগে আকাশের নীচে বা ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে দূর্ভাগা জাতি। আল্লাহ্‌র কৃপা বর্ষিত হলে তারা তা উপেক্ষা করে, আর তাঁর করুণা বর্ষিত হলে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে খাঞ্চা বা দস্তরখান অবতীর্ণ হলে তারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আর ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। তারা আগুনের দাহন শক্তি বা উত্তাপ ও স্ফুলিঙ্গকে ভয় করে না, কিন্তু ইহজাগতিক তিক্ততা বা কষ্ট সম্পর্কে ত্রস্ত থাকে। যে পথের অর্ধেকও শয়তান অতিক্রম করতে পারে নি, তারা এর পুরোটাই অতিক্রম করেছে; চরম বিদ্রোহী খান্নাসকেও তারা হার মানিয়েছে।

তাদের ভেতর এমন মানুষও আছে যারা আলেম হওয়ার দাবি রাখে কিন্তু তাদের আচার-আচরণ নির্বোধের ন্যায়। অজ্ঞ এবং হিদায়াত-বিচ্যুত হয়েও এরা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। তারা সে সত্যকে উপেক্ষা করে যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রদীপ্ত। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে মাটিতে দাফন করে আর ঈসাকে সুউচ্চ আকাশে আরোহন করায়; এটি অনেক বড় একটি অন্যায় এবং অসম বন্টন।

তারা দেখেও দেখে না। সত্য দেখে তারা জেনে-শুনে অন্ধ সাজে। তারা সেই সত্যকে গোপন করে যা দিবাকরের ন্যায় স্পষ্ট। খোদার সাহায্য কত মহিমার সাথে অবতীর্ণ হলো তারা কি দেখে নি? আল্লাহ্ তা'লা বছর বছর তাদের এমন সব নিদর্শন দেখান যা তারা দেখা পছন্দ করে না* কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এমনভাবে অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে যায় যেন তারা কিছুই দেখে নি। তারা তাক্বওয়ার পথ এমনভাবে এড়িয়ে চলে যেন কোনো সিংহ সে পথে শিকারের উদ্দেশ্যে বসে আছে বা অন্যান্য বিপদাপদ তাদের পিছু ধাওয়া করছে। তারা কি মনে করে যে, তারা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তাদের বিস্মৃত বস্তুর ন্যায় ছেড়ে দেয়া হবে? তারা কি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আগত নিদর্শনাবলী দেখে না? কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে কি আল্লাহ্‌র এমন ব্যবহার তারা দেখেছে যেমনটি তাঁর (এই অধম) ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে? তাদের কি হয়েছে যে, তারা কষ্ট দেয়া, গালমন্দ ও অপমান করার অভ্যাস পরিত্যাগ করে না? তারা কি তাঁর বিরোধিতার কসম খেয়েছে বা শপথ করেছে এবং বিরোধিতার অঙ্গীকার করে রেখেছে? আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তাদের জন্য আক্ষেপ। তারা তাক্বওয়ার সীমারেখা থেকে বেরিয়ে গেছে। তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। তারা নৈশভোজ ও অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা সৃষ্টিকে ভয় করে, স্রষ্টাকে (আল্লাহ্‌কে) নয়। তারা আগুনের তাপ ও লেলিহান শিখাকে ভয় করে না। তাদেরকে ধর্মশালার চাবি দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারা তাতে প্রবেশ করে নি। অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করুক তাও তারা পছন্দ করে নি, তাই যুগ ইমামকে মানবে! এটি তাদের কাছে কী-করে আশা করা যায়?

***টিকা:**

আমি একাধিকবার লিখেছি, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা যে সব নিদর্শনের সংবাদ দিয়েছেন তার ভেতর সবচেয়ে বড়টি হলো আমার অনুসারীদের সংখ্যাধিক্য, আমার কাছে দলে-দলে মানুষের আগমন এবং তাদের এই জামাতভুক্ত হওয়া। এই ওহী এমন যুগে হয়েছে, যখন আমি একজন অখ্যাত মানুষ ছিলাম আর যখন সাধারণ ও বিশেষ মানুষের কেউ আমাকে জানত না। এরপর আমার অনুসারীদের সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে যাদের সঠিক সংখ্যা দৃশ্য ও অদৃশ্যে জ্ঞাত খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। তারা এদেশ ও অন্যান্য দেশে প্রবল বৃষ্টির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে যা দেশের সকল প্রান্তকে সমানভাবে কল্যাণমন্ডিত করেছে। সুতরাং চিন্তা কর! এসব কি মহান নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়? মিশর থেকে আমার কাছে ১৯০৭ সনের জানুয়ারীর শেষ দিকে যে পত্র এসেছে তা আমার এই কথার সত্যায়ন ও সমর্থন করে। আমি সুবিচারকদের দেখানোর জন্য এর দু'টো লাইন তুলে ধরছি; তা হলো:

(চলমান টিকা)

পক্ষান্তরে তারা বলে, এ ব্যক্তি একজন মিথ্যাবাদী, যে সৃষ্টিকে পথভ্রষ্ট করে। সে মুসলমানের পোশাকে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মুস্তফা (সা.)-কে বিশ্বাস করে না। পরিতাপ! তারা আমার হৃদয় চিরেতো দেখেনি! তাই প্রশ্ন হলো তারা আমার গুপ্ত অবিশ্বাস সম্পর্কে কী-করে অবগত হলো? তারা এমন অনেক নিদর্শন দেখেছে, যা পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো দেখলে তারা ইহকাল ও পরকালে শাস্তি পেতো না।

সুতরাং এ হলো তাদের দুর্ভাগ্য। তাদের জন্য সূর্য উদিত হয়েছে এবং স্পষ্ট আলোর বিচ্ছুরণও ঘটেছে কিন্তু তারা গুহায় আত্মগোপন করে রয়েছে আর অন্ধকারকে প্রাধান্য দিয়েছে। তারা বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসঘাতকের মাঝে এবং দিন ও তিমির রাতের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করে না। তারা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে আলো অবতীর্ণ হয়েছে তা নির্বাপিত করতে চায়। তাদের ষড়যন্ত্র পর্বতকে স্থানচ্যুত করার মত ভয়াবহ হলেও আল্লাহ্ যা করতে চান, তা করার তিনি পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। তারা কি নিজেদের এমন জাতি মনে করে, যাদের পতন ঘটবে না? আল্লাহ্ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবেন, হোক না তা শিরা ও ধমনীতে সহজেই সঞ্চালনশীল সুপেয় দুধের ন্যায় বা অতি উন্নত ও সুমিষ্ট খাবার তুল্য। তারা কি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের শক্তি রাখে? আমাদের সর্বোচ্চ মহিমার অধিকারী প্রভু অতীব পবিত্র, তিনি সদা জয়যুক্ত হন, তাঁকে পরাজিত করা যায় না। তিনি আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্র স্বীয় ইচ্ছা প্রবর্তন করেন। এমন কোনো যুবা আছে কি, যে তাঁকে ভয় করবে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না? স্বাধীন বা হীন ধ্যান-ধারণার দাসত্ব হতে মুক্ত কোনো মানুষ আছে কি, যে বাধ্য হবে অবাধ্য নয়? তারা কি পিতা-পিতামহের মতামতের ওপর নির্ভর করে? অথচ তাদের মতামতের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। তুমি তাদের সে সকল মতামতের ক্ষেত্রে বহুধা বিভক্ত দেখবে; তাদের মত কখনও এক পক্ষে কখনও ভিন্ন পক্ষে। এর কোনো স্থিতি নেই বরং মুহূর্তে-মুহূর্তে এতে পরিবর্তন আসে। আল্লাহ্র কসম, আমি সত্যবাদী। আমি যা নিয়ে এসেছি, কোনো জ্ঞান

মহা সম্মানিত ও মহিমান্বিত পাঞ্জাব নিবাসী মসীহ্ মাওউদ, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রতি: আমার সালাম গ্রহণ করবেন, পরসমাচার এই যে, এ দেশে আপনার অনুসারীদের সংখ্যা অজস্র। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, বালুকণা বা কংকর কণিকার মত তারা অগণিত। তাদের সকলেই আপনার কথা অনুসারে চলে আর আপনার সাহায্যকারীদের অনুসরণ করে। আহমদ যোহরী বদরুদ্দীন, আলেকজান্দ্রিয়া, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ -লেখক

ও সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার করেছে। যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহলে আমি মৃত্যুদন্ড বা এর চেয়েও বড় যে কোনো শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি। তারা কেবল অদৃশ্য সম্পর্কে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে অদৃশ্য সম্পর্কে তারা অবহিত নয়।

তারা বলে, এ সকল হতভাগাদের কারণেই ভূমিকম্প ও প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে; তারাই হতচ্ছাড়া জাতি। দেখ, এরা কীভাবে অপলাপ করে! হে ঐশী গ্রন্থ ও রসূলের শত্রুগণ! তোমরা কেন আমাদের দোষারোপ করছ? সত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং উদাসীন জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাকে প্রেরণ করেছেন; এটিই কি শাস্তি আসার কারণ? তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা বলছ কী? এ সবের আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ্ এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সবই দেখেন। তোমরা অস্বীকারের তমসাচ্ছন্ন রাতগুলো ও এর অমানিশা প্রত্যক্ষ করছ। তোমরা একজন প্রেরিত পুরুষের প্রয়োজন এবং তার আগমনের লক্ষণাবলী অনুধাবনও কর; এরপরও অন্ধের মত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ!

যখন ইসলামের রাঙ্গা প্রভাত উদিত হলো আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মহান নিদর্শনের মাধ্যমে শিরক্‌কে বিলুপ্ত করতে চাইলেন, তোমরা তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেলে যেন মানুষ সত্যের দিকে আসতে না পারে। তোমরা সূরা নূরে স্পষ্টভাবে পড় যে, সকল খলীফা এই উম্মত থেকেই আসবেন তারপরও ইস্রাঈলী ঈসাকে পেতে চাও; আর তাঁদের (ইস্রাঈলী খলীফা) সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তোমরা ভুলে যাও। তোমরা আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর হাদীসে পড় যে, إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম আসবেন কিন্তু জেনে-শুনে তোমরা অজ্ঞ সাজো।

তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার কর, যে রহমানের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে? কাফিররা কীভাবে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকে ক্ষত-বিক্ষত করছে তা কি তোমরা লক্ষ্য করেছ? তোমরা ধর্ম ছেড়ে তাদের মত শয়তানের অনুসারী হয়ে যাও; এ হলো তাদের বাসনা। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন। জেনে রেখো! আল্লাহ্‌র আত্মাভিমানের দাবি ছিল এ যুগে স্বীয় বান্দাকে প্রেরণ করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ও সীমালংঘনকারীদের হাত

থেকে স্বীয় বাহিনীকে রক্ষা করা; আর আমি হলাম সেই প্রত্যাদিষ্ট বান্দা– যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি সে সময় যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল। সুতরাং তোমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করবে? সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে আর এর সময়ও নির্ধারিত হয়েছে; সুতরাং তোমাদের কি হয়েছে, যে তোমরা বুঝ না? পরিতাপ তোমাদের জন্য! তোমরা আমাকে সর্বপ্রথম অস্বীকার করলে; অথচ তোমরা ইতোপূর্বে অপেক্ষায় ছিলে? তোমরা কি দেখ না, কীভাবে শির্‌ক ভূ-পৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে তথা সকল প্রান্তে এবং দেশের সকল কোনে ছড়িয়ে পড়েছে? আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা কি জেনে-শুনে তা অস্বীকার করছ? হে জাতির আলেমগণ! জেনে-শুনে ঘুমের পেয়ালা পান করো না অর্থাৎ জেগেও ঘুমের ঘোরে থেকো না; অথচ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মহা দুর্বিপাকের মাধ্যমে জাগ্রত করছেন। আর তোমাদেরকে মহা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করছেন। হায়! পুণ্যবানরা যেমন ভয় করে, সেই ভীতি কোথায় গেল? অশ্রুধারা কোথায় হারিয়ে গেল যা প্রবল-পরাক্রমশালী খোদার স্মরণে প্রবাহিত হওয়া উচিত? তোমরাই ধর্মের ধারক-বাহক (পেয়ালা) ছিলে কিন্তু তোমাদের (পেয়ালারূপী) সত্তা থেকে কেবল অবিশ্বাসই উপচে পড়ছে বরং প্রবাহিত হচ্ছে। আমি আশ্চর্য হই, তোমাদের হৃদয়-পাখি ডিমও দিল না আর ছানাও ফুটল না। হে সীমালঙ্ঘনকারীরা! তোমারা কি কেবল পরিস্কার দস্তরখানে বসে বিভিন্ন প্রকার কাবাব দিয়ে নরম নরম রুটি খাওয়ার (বা রাজকীয় ভুরিভোজের) জন্য সৃষ্টি হয়েছ? অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

ما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ

(সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭)। তিনি বলেননি যে, আমি কেবল খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছি। মহান আল্লাহ্ পবিত্র! তোমরা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছ? আর কোন্ রাস্তাকে প্রাধান্য দিচ্ছ? তোমরা কি মরবে না? পৃথিবীর সমাপ্তি পর্যন্ত জীবিত থাকবে? তোমরা কি চিরঞ্জীব হয়ে এর ফল-ফলাদি উপভোগ করবে আর ধ্বংস হবে না? পৃথিবীর আয়ুষ্কাল পরিসমাপ্তির দ্বার প্রান্তে, তোমরা কেন জাগ্রত হচ্ছ না? এদেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, অন্যান্য সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়েছে; তোমরা কি দেখ না? যদি তোমরা গালি দাও বা বাজে কথা বল তাহলে এর পরিণতি তোমরা এড়াতে পারবে না আর তা তোমাদের পিছু ছাড়বে না। তোমরা কি দেখ না? তোমাদের কী রাতকানা রোগ হয়েছে, না কি

তোমরা অন্ধ জাতি? হরেক রকম সমস্যা ও বিপদাপদ তোমাদের সামনে মাথাচাড়া দিয়েছে; এমনকি তা তোমাদের ওপর তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং তোমাদের নারীগণ ও নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। প্রত্যেক বছর তোমাদের প্রিয়জন তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, হা-হুতাশ ও ক্রন্দন ব্যতীত তোমরা আর কিছুই করার শক্তি রাখ না। কিন্তু আল্লাহ্‌র রীতি হলো রসূল প্রেরণ করা ছাড়া কোনো জাতিকে তিনি শাস্তি দেন না –যেন সত্যের প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় গ্রন্থে এভাবেই বলেছেন আর পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ক্ষেত্রে তাঁর এ-রীতিই প্রকাশ পেয়েছে। তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের প্রতি যে ইমাম প্রেরিত হয়েছেন তোমরা তাঁকে কেন চিনে নিতে পারছ না? তোমাদের মাঝে যাকে খোদার দিকে আহ্বানকারী নিযুক্ত করা হয়েছে তোমরা তাঁর অনুসরণ কর না! যে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও অস্বীকার করে তার পরিণাম কি হয়, তোমরা কি জান না? তোমরা কি অজ্ঞতার মৃত্যু নিয়ে সন্তুষ্ট? পরকালে যে জিজ্ঞাসিত হবে সে ভয় কি আদৌ নেই? তোমাদের কি পবিত্র জীবনের (বাণীর) অধিকারী করা হবে? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কলুষতাকে প্রাধান্য দাও, আর যা সবচেয়ে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন তা পরিত্যাগ কর? যে তোমাদের কাছে এসেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করে এক মৃতকে আকাশ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ! তোমরা গালমন্দ কর, আর মুখে যা আসে তাই বল; আর সেদিনকে ভয় কর না যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃতকর্মের ফলাফল দেখার জন্য উপস্থিত করা হবে। নবী কেবল স্বদেশেই অপমানিত হয়; এই চিরাচরিত রীতি অনুসারে তারা গালমন্দ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

হে আমার জাতি! তোমরা চোখ থাকতে কেন অন্ধ সাজ আর জেনে-শুনে কেন অজ্ঞ হওয়ার ভান কর? যারা হাসি ঠাট্টা করত তাদের পরিণাম সম্পর্কে কি তোমরা অবগত নও? তোমরা বোলতার ন্যায় তাঁকে হুল ফোটাও যে স্বীয় আলোর আশীর্বাদে সূর্যের ন্যায় সর্বত্র ছেয়ে গেছে। পূর্ণ চন্দ্র তোমাদের চোখের সামনে, কিন্তু তোমরা একে ঘৃণা কর। পুণ্যবানরা সেই চাঁদের দিকে ভালোবাসার সাথে ছুটে গেল, কিন্তু তোমরা অন্যায় ও অত্যাচারের পথ বেছে নিলে। মানুষ (আগ্রহভরে) আসলো আর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেলে। অনেক পরিহাসকারী এমনভাবে আমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছে যেন

সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি ইলহাম করা হয়েছে। তারা এটি বারবার বলে বেড়িয়েছে আর মানুষের মাঝে তা প্রচার করেছে। কিন্তু বিষয় যখন উল্টো প্রমাণিত হলো, আর আল্লাহ্ তাদের হাসি-ঠাট্টার যথোচিত জবাব দিলেন; (পরিণতিতে) তারা ইলহাম প্রাপ্তির দাবির পর স্বল্প সময়ের ভেতর ধ্বংস হয়ে গেল। তারা তাদের পশুতুল্য অনুসারীদের জন্য অনুশোচনা ও লাঞ্ছনার শুকনো কিছু খড়কুটোই রেখে গেল।

উৎপীড়নকারী যখনই আমাকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'লা এর ফলশ্রুতিতে অবশ্যই আমার জন্য কতক নিদর্শন প্রকাশ করেন। আমি তাদের (উৎপীড়নকারী) ঘটনাবলী হাকীকাতুল ওহীতে বর্ণনা করেছি যেন তা সন্ধানী নর-নারীর দৃষ্টিশক্তি লাভের কারণ হয়। সাম্প্রতিক ঘটনা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে, যে যিল্কদ মাসে মারা গেছে। তার নাম হলো সাদুল্লাহ্। আমাকে অভিসম্পাত করা ও গালি দেয়া ছিল তার প্রধান কাজ। তার গালি ক্রমশ বেড়েই চলছিল। আর তার গালি ও গালমন্দ যখন চরমে পৌঁছে যায় আর কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে যখন সে ছাড়িয়ে যায়, তখন আমার প্রভু স্বীয় তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার প্রতি তার মৃত্যু, লাঞ্ছনা ও নির্বংশ হওয়ার সংবাদ সম্বলিত ওহী নাযিল করেন। তিনি বলেন, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (সূরা আল্ কাওসার: ৪)। আমার মর্যাদাবান প্রভু আমার প্রতি যে ওহী করেন তা আমি মানুষের মাঝে প্রচার করি। এরপর আল্লাহ্ আমার ইলহামের সত্যায়ন করেন। দয়ালু খোদার বান্দাদের এই শত্রু এবং এই নৈরাজ্যবাদীর সাথে আল্লাহ্ কী ব্যবহার করেছেন আমি আমার লেখায় তা তুলে ধরার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমার জামা'তের একজন উকিল আমাকে তা করতে বারণ করেন আর তা প্রচারের বিষয়ে আমাকে ভয় দেখান এবং বলেন, যদি আপনি তা করেন তাহলে সরকারের বিরাগভাজন হবেন। আইন আপনাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করবে। পরিত্রাণের কোনো উপায় থাকবে না আর উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হবে না। وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যেভাবে সমস্যায় জর্জরিত থাকে ঠিক সেভাবে বিপদাপদ আপনার ওপর জুড়ে বসবে। শত চেষ্টা করলেও এর পরিণতি যে কী হবে তা সবার জানা; সরকার অপরাধীদের ছাড়ার পাত্র নয়। সাবধান লোকদের ন্যায় এই ওহী গোপন রাখার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আমি বললাম, ইলহামকে সম্মান করা আমি সমীচীন মনে করি; আমার মতে তা গোপন করা পাপ আর এটি ছোটলোকের বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টা না চাইলে কেউ

কাউকে কষ্ট দিতে পারে না আর তিনি থাকতে আমি সরকারের ভয়-ভীতির তোয়াক্কা করি না। আমরা আমাদের প্রভুকে ডাকি, যিনি কৃপারাজির উৎসস্থল। যদি তিনি উত্তর না দেন তাহলে আমরা কষ্টদায়ক জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব। আর আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এই দুস্কৃতকারীকে আমার ওপর প্রভুত্ব করতে দেবেন না। তিনি তার ওপর বিপদ নিপতিত করবেন আর তাঁর আশ্রয় প্রত্যাশী বান্দাকে পরিত্রাণ দেবেন। আমার এই কথা ধর্মীয় জ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহত্ম্যের অধিকারী নিষ্ঠাবানদের এক শিরোমণি শুনেন; অর্থাৎ আমাদের প্রিয় মৌলভী হাকীম নূর উদ্দীনের কথা বলছি। আমার কথা শুনতেই তাঁর মুখ থেকে এই হাদীস رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ নিঃসৃত হয়, [কতক বাহ্যত অগোছালো লোক দেখবে যাদের চেহারাও মলিন (তাযকিরা) অনুবাদক]। আমার ও তাঁর কথায় হৃদয় স্বস্তি পায়। তারা সতর্ককারীকে ভ্রান্ত এবং তার ভয়কে অমূলক আখ্যায়িত করেন। এরপর আমি সাদুল্লাহ্‌র মৃত্যু কামনা করে সর্বজ্ঞানী খোদার কাছে তার বিরুদ্ধে তিন দিন দোয়া করি। তখন আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী করেন,

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّه

[অর্থাৎ, কতক বাহ্যত অগোছালো লোক দেখবে যাদের চেহারাও মলিন কিন্তু আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যখন তারা কিছু বলেন তিনি তা পূর্ণ করেন (তাযকিরা) অনুবাদক] অর্থাৎ, তিনি তোমাকে তার দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লাহ্‌র কসম! এই দোয়ার পর মাত্র কয়েকটি রাতই হয়তো কেটে থাকবে, আমার কাছে তার মৃত্যুর সংবাদ আসে। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র, কেননা, তিনি শত্রুকে চাবুক মেরেছেন।

হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের খাওয়ানোর জন্য খাদ্যভর্তি খাঞ্চা নিয়ে এসেছি; কেউ তা গ্রহণ করে ধ্বংসাত্মক ক্ষুধা থেকে নিরাপদ থাকতে চায় কি? এই খাদ্য যার সয় না সে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের দুর্ভাগা বলা হয়। যে তা খাবে তার জন্য এতে মহা পুরস্কার রয়েছে আর এরপর রয়েছে অশেষ কৃপাবারি। আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে তোমাদের বোঝা লাঘব এবং তোমাদের শিকল ও বেড়ী অপসারণ করতে চান এবং মরু-ভূমি থেকে তোমাদের নিয়ামত ও কল্যাণময়

ভূমিতে নিয়ে যেতে চান। তোমাদের সেই সকল অন্ধকাররাশি থেকে মুক্তি দিতে চান যার সাথে বইছে প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু। তোমাদের আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে পৌঁছাতে চান, আর তোমাদের পাপ ও মিথ্যা থেকে মুক্তি দিতে চান যেন তোমরা সে ব্যক্তির ন্যায় হতে পার যে গ্রহণীয় হজ্জ্ব করে ঘরে ফিরে । কিন্তু তোমরা নিজেদের দেহকে পাপে কলুষিত করা আর প্রেমাস্পদ থেকে স্থায়ীভাবে দূরে থাকা নিয়েই সন্তুষ্ট। আমি তোমাদের সামনে জীবন সুধা উপস্থাপন করেছি কিন্তু তোমরা মৃত্যুর পেয়ালাকে প্রাধান্য দিয়েছ। আমি তোমাদের আদি গৃহের (খানা কা'বা) দিকে আহ্বান করেছি কিন্তু তোমরা প্রতিমার প্রতি ধাবিত হয়েছ। তোমরা আমাদের গালি দাও আর আমরা তোমাদের জন্য গভীর কষ্ট ও উৎকণ্ঠায় ভুগছি, আর নিদারুণ মর্মযাতনার মাঝে তোমাদের জন্য এমনভাবে দোয়া করছি যেন আমরা অন্ধকারের নামায অর্থাৎ, ইশার নামায পড়ছি। সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যা চান তাই করেন। সবকিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁরই হাতে। এই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আর কতদিন? এমন দিন অবশ্যই আসবে যখন এই পাথর গলবে ।

হে মানব মন্ডলী! সাধারণের কথার প্রতি কর্ণপাত করো না, কেননা তারা শান্তি ও নিরাপত্তার পথকে অবজ্ঞা করেছে। যদি তোমরা আশ্চর্য হও তাহলে তাদের এই কথার তুলনায় বেশি আশ্চর্যের বিষয় আর কি হবে যে, ঈসা সশরীরে আকাশে জীবিত? অথচ তিনি মৃতদের দলে যোগ দিয়েছেন আর তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তারা বলে, তিনি শেষযুগে মৃতদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন, আর কোনো দেশে অবতরণ করে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। এরপর সেখান থেকে চলে যাবেন আর স্থায়ীভাবে মৃতদের সাথে মিলিত হবেন। এ হলো তাদের বিশ্বাসের সারাংশ আর তাদের উদ্ভট বিশ্বাসের মর্মকথা। সুতরাং আমরা তাদের এমন প্রলাপ শুনে কেবল আশ্চর্যই হই। আমি বুঝি না, কামনা-বাসনা তাদের এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে নাকি তাদের ওপর উম্মাদনা ছেয়ে গেছে। তাদের কি হয়েছে, যে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা এবং কুরআন পাঠ করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তারা সত্য পথের সন্ধান পায় নি?

সুতরাং, আমি জানিনা এটি কেমন উম্মাদনা! অথচ এরপর শত শত বছর কেটে গেছে! আল্লাহ্‌র কসম! তাদের কুরআন বিরোধী ও ঈমান বিধ্বংসী

হঠকারিতা আমাকে বিস্মিত করে। তাদের কাছে সকল প্রকার বি'দাত ও অবিশ্বাসের দৌরাত্ম্যের যুগে একজন ন্যায়বিচারক সত্য ও প্রজ্ঞাসহ শতাব্দীর শিরোভাগে এসেছেন; কিন্তু আমি আশ্চর্য হই, তারা কেন তাকে অস্বীকার করল? যুগ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর তিনি যুগকে ডাকছেন। খোদার কসম! আমিই মসীহ্ মাওউদ। আমার প্রভু আমাকে স্পষ্টত প্রাধান্য দান করেছেন। আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে অন্তর্দৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যদি পর্দা অপসারণও করা হয় তাহলেও আমার বিশ্বাসে কিছু যোগ হবে না অর্থাৎ পূর্ব হতেই আমি বিশ্বাসে সমৃদ্ধ।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে অবাধ্য আর যুগকে তমশাচ্ছন্ন রাতের ন্যায় দেখতে পেয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তারা তওবা করতে পারে। (কিন্তু হায়)! আমরা কীভাবে তাদের হিতোপদেশ দিতে পারি? কেননা তারা এমন এক জাতি যারা শুনতে চায় না এবং এরা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত। তারা ঐশী দস্তরখান ও সুস্বাদু রুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে যে কারণে খাদ্যভর্তী পাত্র সেখানেই পড়ে আছে।

তারা দুনিয়ার ভোগবিলাসকে প্রাধান্য দিয়েছে, এর জন্য তাদের জিহ্বায় পানি আসে বরং তারা ঠোঁট চাটে। আমার সত্যতার ন্যূনতম প্রমাণ হলো, আমি শাস্তির যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করি তা পূর্ণতা লাভ করবে। সুতরাং, তাদের কি হয়েছে যে, তারা অপেক্ষা করে না? তারা বলে, ঈসা (আ.) জীবিত; এর কারণ হলো তারা সত্যিকার অর্থে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান রাখে না। হযরত ঈসার মৃত্যুর কথা তারা ঘোরতরভাবে অস্বীকার করে আর তাঁর জীবিত থাকা সম্পর্কে হঠকারিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করে আর এই ধারণা নিয়েই তারা মরবে। যদি কুরআনে বিশ্বাস কর আর অবিশ্বাসী না হতে চাও তাহলে তুমি এমন কথা থেকে বিরত থাক আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্র কথাকে অবজ্ঞা করেছে এবং ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করে নি। তারা বলে তাঁর জীবিত থাকা সম্পর্কে মুসলমানদের ইজমা (সর্বসম্মত মত) রয়েছে; মোটেই নয়, তারা মিথ্যা বলে। ইজমা (মতৈক্য) কীভাবে হতে পারে? কেননা এদের মধ্যেই ভিন্নমতাবলম্বী মুতাযেলিরাও রয়েছে। যখন তাদের বলা হয়, তোমরা কি তোমাদের প্রভুর উক্তি فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي সম্পর্কে চিন্তা কর না? বা তোমরা কি এতে ঈমান রাখ না? তারা যে উত্তর দেয় তা খোদার আয়াতে প্রক্ষেপণের

নামান্তর। এ ছাড়া তারা বলে যে اَلتَّوَفِّي অর্থ স্বশরীরে আত্মার রা'ফা বা উর্ধ্বারোহন। দেখ, তারা কীভাবে সত্যপথ ছেড়ে দিচ্ছে! তাদের জানা আছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ঈসার উম্মতের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে, এহলো সেই উক্তি যার ভিত্তিতে তিনি তাঁর সামনে উত্তর দেবেন। এমন কথাই তোমরা কুরআনে পড়ে থাক।

আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের অবস্থা, তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা দেখে যারপরনাই বিস্মিত। তারা কি জানে না, আত্মা কবয হওয়া ও কবরবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া কোনো মানুষের জন্য (স্বশরীরে) পুনরুত্থানদিবসে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়? তাদের কি হয়েছে যে, তারা চিন্তা পর্যন্ত করে না? সাহাবারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে (মহানবী) মাটিতে কবরস্থ করেছেন এবং আজও মদিনায় তাঁর কবর বিদ্যমান। অতএব, ঈসা মারা যান নি এমন কথা বলা শিষ্টাচার বহির্ভূত বিষয়, আর এটি অনেক বড় শির্ক যা পুণ্যকে সমূলে বিনাশ করে, অধিকন্তু এটি কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত ধারণা। সত্যকথা হলো তাঁকে তাঁর ভাইদের ন্যায় মৃত্যু দেয়া হয়েছে আর সমসাময়িক লোকদের ন্যায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর জীবিত থাকার বিশ্বাস খ্রিস্টানদের মধ্য হতে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। কেবল এই বিশেষত্বের কারণেই তারা তাঁকে উপাস্য হিসেবে অবলম্বন করেছে, আর এরপর খ্রিস্টানরা টাকা খরচ করে একে সকল শহর ও গ্রামবাসীর মাঝে প্রচার করেছে, কেননা তাদের মাঝে কোনো চিন্তাশীল ও চক্ষুষ্মান লোক ছিল না। অতীতের মুসলমানদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, এটি ছিল তাদের ভ্রান্তি বা তারা হোঁচট খেয়েছে। তারা খোদার দৃষ্টিতে অপারগ, যারা না জেনে ভুল করেছে, তারা কেবল প্রকৃতিগত সরলতার কারণে ও অভিজ্ঞতার অভাবে এমন ভুল করেছেন।

আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক এমন মুজতাহেদকে (ব্যাখ্যাকারী) মার্জনা করে থাকেন, যে পবিত্র চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা করে, আর অসদুপায় অবলম্বন না করে সাধ্যানুসারে গবেষণার দায়িত্ব পালন করে (তা সত্ত্বেও ভুল হয়ে যায়)। কেবল তারা ব্যাতিরেকে যাদের কাছে ন্যায়বিচারক ইমাম স্পষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন, আর ভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতকে পৃথক করে দেখিয়েছেন এবং অপ্রকাশ্য বিষয়কে প্রকাশ করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে নি; এরাই সত্যের পথ পর্যন্ত পৌঁছুতে

পারে নি। বরং যে সত্যের পথ অবলম্বন করে তাকে তারা বাধা দেয়। তারা তাঁর বিরোধিতা করেছে আর শত্রুদের ন্যায় শত্রুতা ও নৈরাজ্যবাদিতার মাঝেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি করেই তারা আনন্দিত আর আগত দিনকে ভুলে গেছে। এরা কি তা ভুলে গেছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ সতর্ক করেছেন। তকদীর বা সিদ্ধান্ত যখন প্রকাশ পাবে, তারা তাদের ধরাশায়ী হওয়ার স্থানকে কখনও অতিক্রম করতে পারবে না। কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি যা-যা করেছে, তা তিনি দেখেছেন। যে সুস্থ মন নিয়ে আসবে, সে প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে মুক্তি পাবে। অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী পাপাচারীর যতটুকু সম্পর্ক আছে, তার অবতরণস্থল হলো অগ্নি, সে সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না। আমাদের সকাল-সন্ধ্যা এ অপেক্ষায় কাটে। আমরা প্রতিটি মুহূর্ত তকদীর বা সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকি। নিশ্চয় আল্লাহ্র আযাব বা শাস্তি তোমাদের দ্বারের কড়া নেড়েছে আর তোমাদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে; তবুও কি তোমরা দেখ না?

তোমাদের জীবন জঙ্গলের প্রাণ সংহারী সিংহের থাবায়? সুতরাং এর হাত থেকে নিস্কৃতির জন্য মুক্তির দুর্গ প্রস্তুত কর। হে উদাসীনগণ! তোমরা নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস করো না। তোমাদের জীবন, ঈমান, ধর্মের মাঝে নিহিত, রুটি ও ঝর্ণার পানিতে নয়। ধর্ম যদি না থাকে তাহলে আর কোনো জীবন নেই।

ধর্ম ছাড়া কোনো জীবন নেই। তোমরা জান কুফর বা অবিশ্বাস ইসলামের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে। মানুষের মুখে কেবল এর নাম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্র কসম! এই বিশেষ সিংহ (ইসলাম) কুকুরদের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত, শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করার পরিবর্তে পিছু হটাকেই পছন্দ করেছে আর নৌকায় এমন স্থানে আসন গ্রহণ করেছে যেখানে অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে *[ইসলামের শোচনীয় অবস্থা রূপক ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে- অনুবাদক]*। এ কারণেই তোমাদের জীবন সকল দিক থেকে ক্ষয়ক্ষতি ও তিক্ততায় জর্জরিত আর বিপদাপদ তোমাদের নিত্য সাথী।

সে তোমাদের আঙ্গিনাকে সুপ্রশস্ত পেয়েছে। তোমরা নিত্যদিন এর পদতলে পিষ্ট হচ্ছ। তোমরা দেখছ যে, তোমাদের ওপর উপর্যুপরি বিপদাপদ পতিত হচ্ছে অথচ তোমরা লাগাতার অহংকার করে চলেছ? তোমাদের ওপর

নিপতিত প্রতিটি শাস্তি পূর্বের আযাবের চেয়ে ভয়াবহ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা ভয় কর না। যেসব বিপদাপদ ইতোমধ্যে নিপতিত হয়েছে, তা তোমরা দেখেছ আর কতক অচিরেই আপতিত হবে। সুতরাং, তোমরা স্রষ্টার সমীপে অনুশোচনার সাথে অবনত হও যেন সফলকাম হতে পার। তোমাদের কাছে তওবা করার আশা কীভাবে করা যেতে পারে, কেননা যে নিদর্শনই আসে তোমরা অবজ্ঞা প্রদর্শন কর। তোমরা যে হাসিঠাট্টা করতে, অচিরেই এর প্রতিফল দেখতে পাবে।

আর তোমাদের ওপর নিপতিত বিপদাবলীর একটি হলো, এক জাতি তোমাদের স্বর্ণ-রৌপ্যের লোভ দেখিয়ে কুফুরী বা অবিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানায়। প্রত্যেক ব্যক্তি যে তাদের কাছে যায়, তারা তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য স্বর্ণের লোভ দেখায়। তারা সম্পদশালী আর তোমরা কপর্দকহীন। তাদের জন্য বস্তুজগতের উন্নতির দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে আর তোমাদের দিনের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটে কষ্টের মাঝে। এটি এমন একটি পরীক্ষা– যা সকল পরীক্ষা থেকে বড় আর এমন একটি বিপদ যা সকল বিপদ থেকে ভয়াবহ। তোমরা তাদের রুটির মুখাপেক্ষী কিন্তু তারা নয়। তারা তোমাদের দেশে এসেছে এবং তাদের বাদশাহরা এর মালিক সেজে বসেছে। সুতরাং, এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এক অবশ্যম্ভাবী বিষয় যা তোমরা দেখছ। আর একটি বড় বিপদ হলো, তোমাদের ধনাঢ্যরা ধর্ম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে আর দরিদ্ররা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। সুতরাং, আমরা তোমাদের ও তাদের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত হতে পারছি না এবং আমরা সবার পক্ষ থেকে নিরাশ। আমরা উভয় পক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি, মৃত্যুর লক্ষণ দেখে রুগীর অবস্থা যেমন হয় আমাদের অবস্থাও তখন তাই হলো। কোনো কাফিরের পক্ষে তোমাদের পরাজিত করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তোমাদের পাপই তোমাদের পরাস্ত করেছে। সম্মানিত খোদাকে যেভাবে তোমরা পরিত্যাগ করেছ একইভাবে তোমরাও পরিত্যক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে কোনো তাক্বওয়া দেখেন নি তাই তোমাদের ওপর এক অবাধ্য জাতিকে চাপিয়েছেন আর তোমাদের শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি তাদেরকে একটি লাঠি দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা কি বিরত হবে?

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

[আল্লাহ ততক্ষণ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজের মাঝে পরিবর্তন না আনে (সূরা আর রাদঃ ১২)] সুতরাং তোমরা কি নিজেদের পরিবর্তন করবে?

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ

[আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও আর ঈমান আন, তাহলে তোমাদের শাস্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র কি লাভ? (সূরা আন্ নিসাঃ ১৪৮)] সুতরাং তোমরা কি ঈমান আনবে?

এই স্থায়ী পাপ করেও তোমরা কি নিজেদের জীবিত মনে কর? একজন বিচক্ষণ মানুষের জন্য পশুর মত জীবন যাপন করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সতর্ক হও না? অগ্নি যেভাবে ইন্ধনকে নিঃশেষ করে সেভাবে খ্রিস্টধর্ম তোমাদের প্রতিনিয়ত নিঃশেষ করে চলেছে যেন আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন ও লিখে রেখেছেন তা পূর্ণতা লাভ করে। কসম! এই বিপদ সকল বিপদ থেকে ভয়াবহ। এই ভূমিকম্প সকল ভূমিকম্প থেকে বিপজ্জনক। হে বিদ্রোহীরা! তোমাদের ওপর যা বর্ষিত হয়েছে তা কেবল তোমাদের পাপেরই শাস্তি। দৈহিক ব্যাধি কেবল দেহকে ধ্বংস করতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক বিপদাবলী দেহ, ঈমান ও আত্মা সবকিছুকে একই সাথে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। যদি তোমাদের বিবেক থাকে তাহলে শত্রুদের গালমন্দ না করে বরং নিজেদের গালি দাও। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আকাশের দিকে বা আধ্যাত্মিক জগতের পানে তাকাও না, কেবল বস্তুবাদী জগতের দাসত্ব করে চলেছ। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ধর্মের সতেজ দুধ উপহার দিয়েছেন কিন্তু তোমরা তা এড়িয়ে চল কিন্তু এক জাতি তোমাদের সামনে শূকরের মাংস পরিবেশন করেছে আর তোমরা গভীর আগ্রহভরে তা ভক্ষণ কর। তাদের মধ্য হতে যে তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করে সে কেবল মুনাফিক হিসেবেই প্রবেশ করে । লোভ-লালসা নিয়ে বাজারে ঘুরে বেড়ায় আর পয়সার জন্য হাত পাতে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তোমরা সংখ্যালঘু। সুতরাং, হে অজ্ঞের দল! এই জীবন কয় দিনের? তোমরা জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হও অথচ দেখ না যে, কোথা থেকে তোমরা সে সম্পদ একত্রিত করছ।

অন্ধজাতির ন্যায় তোমরা কেবল খাবার বা দস্তরখান দেখ, কিন্তু বিভ্রান্তকারী

বিশ্বাসঘাতককে দেখ না। তোমরা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদের আশরে এশার নামায নষ্ট কর আর অলসদের ন্যায় জীবন কাটিয়ে দাও। তোমরা ধর্মকে আন্তরিকভাবে বিবেচনা কর না। আর ধর্মের শোচনীয় অবস্থা দেখে তোমাদের কোনো দুঃখও হয় না। আবার বল যে, আমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছি। সুতরাং, হে পরিপক্ক চিন্তাধারার মানুষ! চিন্তা কর; এ পৃথিবীতে আল্লাহ্ কর্তৃক একজন ইমাম প্রেরণের সময় কী আসেনি? তোমরা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ কর এবং আল্লাহ্ তা'লা যা জোড়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন কর, একই সাথে পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়িয়ে বেড়াও। আল্লাহ্র কসম! এটিই সময়; তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা গ্রহণ করছ না? আল্লাহ্র কসম! যেভাবে মক্কাতে হাজীদের কাবা রয়েছে, ঠিক সেভাবে আমিও অভাবীদের কাবা। আমিই হজরে আস্ওয়াদ, যার এ পৃথিবীতে এবং মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে আর তারা এর স্পর্শে কল্যাণমন্ডিত হয়।* আল্লাহ্ সে জাতিকে অভিশপ্ত করুন যারা বলে, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য হলো জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা অথচ আমরা বস্তু-স্বার্থ থেকে দূরে। আমি বিভিন্ন ধরণের উপহার-উপঢৌকন বিতরণের জন্য আসি নি বরং মানুষকে একত্ববাদ ও নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছি। আমার হৃদয়ে কী আছে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন এবং তিনি স্বীয় নিদর্শনের মাধ্যমে এই সাক্ষ্যও দিয়েছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। আমার দাবি মনগড়া কোনো কথা নয় বরং আমি সত্য সহকারে এসেছি আর সত্য সহকারে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমাকে চিন না? হে মুসলমানগণ! আমি বিভ্রান্তকারী নই বরং আমি তোমাদের হারানো সম্পদ। তোমাদের কেউ আছে কি যে, আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে আর আমার উক্তির প্রতি সুনজর দেবে? অহংকারীগণ তোমাদের মাঝে কি একজনও সঠিক চিন্তা-চেতনার মানুষ নেই হে? যদি আমি প্রেরিত না হতাম তা হলে ক্রুশ-পূজারীরা ধর্মকে পিষ্ট করতো। নিশ্চয় বন্যার পানি মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর তা মানুষকে ধ্বংস করেছে। তোমরা কি জান না পাদ্রীরা কীভাবে পথভ্রষ্ট করে?

***টিকা**

আল্লাহ্ আমার প্রতি যা ওহী করেছেন এটি তার সার কথা। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি রূপক ভাষা। তা'বীরবেত্তাগণ বলেছেন, স্বপ্ন বিদ্যায় হজরে আসওয়াদ বলতে জ্ঞানী ও সুচিন্তাশীল ব্যক্তিকে বুঝায়- লেখক।

আমি এমন ভ্রষ্টতার সময় প্রেরিত হয়েছি যা পৃথিবীকে কলুষিত আর পৃথিবীবাসীদের ধ্বংস করেছে। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা বুঝ না? খোদার কসম! এ যুগে তোমাদের অবস্থার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কারো নেই।

আমার প্রতি তোমাদের বিমুখতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা নিদর্শনাবলী দেখেছ এবং তোমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও তোমরা তা পাথরের ন্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। তোমাদের জন্য পুণ্যের দ্বার খোলা হয়েছে কিন্তু তোমরা দ্বার বন্ধ করে রেখেছ যেন তা তোমাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে না পারে।

তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয়াদি সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন কর না আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য উম্মুখ হয়ে থাক? আল্লাহ্ তা'লা তরবারী পরিচালনায় সবচেয়ে দক্ষ; যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তরবারী খাপ থেকে বের করেন।

নিশ্চয় আমিই মসীহ্ মাওউদ অথচ তোমরা আমাকে গালি দাও ও মিথ্যা প্রতিপন্ন কর আর বল যে, এই দাবি মিথ্যা এবং এটি এমন এক উক্তি পূর্ববর্তীরা যার বিরোধিতা করেছে! জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি থাকা সত্ত্বেও তোমাদের এমন কথা আমাকে হতবাক করে। তোমরা কি জেনে-শুনে কুরআন বিরোধী কথা বল? সাহাবীদের যুগের পর ইজমার (সর্বসম্মত বিশ্বাস) দাবি একটি অলীক দাবি এবং একটি ঘৃণ্য মিথ্যা কথা। ন্যায়নীতি বিসর্জনকারী ছাড়া অন্য কেউ এটি নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতে পারে না। আর ইজমা কি করে হতে পারে? মুতাজেলিরা কী বলে তা কি তোমরা ভুলে গেছ? তোমরা কি মনে কর যে, কেবল তোমরাই মুসলমান আর তারা মুসলমান নয়? সুতরাং প্রমাণিত হলো, তোমাদের কথা সুনির্দিষ্ট বা নিশ্চিত কোনো কথা নয় বরং এ বিষয়ে তোমরা সন্দেহে লিপ্ত। এখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মতভেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন।

আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য ও অনেক নিদর্শন রয়েছে যা তোমরা দেখেও অস্বীকার করছ? যারা আমার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন তাদের কোনো পাপ হবে না আর তাদের ওপর কোনো দোষও বর্তাবে না। যাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছেছে আর যারা আমার নিদর্শন দেখেছে, তারা

আমাকে চিনতে পেরেছে বরং আমি স্বয়ং তাদের অবহিত করেছি। তাদের সামনে আমার সত্যতার প্রমাণ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু তারপরও তারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে কষ্ট দিয়েছে। এরা এমন জাতি যাদের জন্য আল্লাহ্র শাস্তি অবধারিত, কেননা তারা খোদাকে ভয় করে না। তারা খোদার আয়াত ও রসূলদের হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে। আমি তাদের কাছে নিদর্শন ছাড়া আসি নি, বরং আমার প্রভু তাদের নিদর্শনের পর নিদর্শন এবং মো'জেযার পর মো'জেযা দেখিয়েছেন। সত্যের প্রমাণ সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিদিত। বিতর্কিত বিষয়েরও সুরাহা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও অস্বীকারের ক্ষেত্রে এদের মনোবৃত্তি কঠোর। আল্লাহ্ আমাকে মসীহ্ ও প্রতিশ্রুত মাহদী মনোনীত করেছেন–এ কারণে কি তারা আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করবে? ইচ্ছা ও শাসন তাঁরই চলবে। তিনি স্বীয় কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হন না বরং তারা জিজ্ঞাসিত হবে। তাদের কতক এই বিতর্কে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মুখে বিরত হয়ে অনুশোচনার সাথে আমার কাছে ফিরে এসেছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই ছিল অন্যায়কারী।

তারা কি ঈসার জীবিত থাকার ওপর জোর দেয় আর সেই ইজমাকে (সর্বসম্মত মত) গোপন করে যাতে সব সাহাবীর মতৈক্য ছিল? যে জাতি আল্লাহ্র রসূলের সাহচর্য লাভ করেছে এরা তাঁদের পথ অবজ্ঞা করে ভিন্ন পথ ও ভিন্ন রীতি-নীতির অনুসরণ করে। তাঁদের সবাই মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন এবং তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। হযরত ঈসার মৃত্যু বিষয়ে তাদের মাঝে ইজমা (মতৈক্য) রয়েছে। মহানবীর ইন্তেকালের পর এটি প্রথম ইজমা ছিল, যে বিষয়ে আলেমরা অবহিত। তোমরা কি আল্লাহ্র উক্তি **قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) ভুলে গেছ, না কি জেনে-বুঝে অস্বীকার করছ? সাহাবীরা এই ইজমা বা সর্বসম্মত বিশ্বাস নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন; তা সত্ত্বেও তোমরা মতপার্থক্যে লিপ্ত। তোমাদের মাঝে দলাদলি ও হানাহানি আরম্ভ হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে তাঁর জীবিত থাকা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই, বরং তোমরা কেবল অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছ। আল্লাহ্ তা'লা ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেছেন **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي** কিন্তু তোমরা আল্লাহ্র উক্তি নিয়ে চিন্তাও কর না আর এদিকে মনোযোগও দাও না। আল্লাহ্ বেশী জানেন নাকি তোমরা? নাকি তোমরা এমন কথা বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই?

স্মরণ রেখো, কোনো শব্দ যখন কোনো অর্থে ব্যবহার করা হয় কোনো বিশেষত্ব বা ব্যতিক্রম ছাড়াই তা সকল ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত; কিন্তু তোমাদের মাথায় তাওয়াফ্ফীর যে অর্থ বসে আছে তা কেবল ঈসারই বিশেষত্ব মনে কর! আর তোমরা বল যে, এই অর্থে সারা বিশ্বে তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই। যেন এই অর্থ তাঁর জন্মের সাথেই জন্ম নিয়েছে; এর অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল না আর এরপরেও কিয়ামত পর্যন্ত হবে না!

হে যুবক! যুক্তির খাতিরে ধরে নাও যে, ঈসার জন্মই হয় নি আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর অস্তিত্বই সৃষ্টি করা হয় নি! এমন পরিস্থিতিতে তো তাওয়াফ্ফী শব্দটি অলংকারবিহীন নারীর ন্যায় থেকে যাওয়ার কথা। সুতরাং চিন্তা কর, আমাদেরকে তোমার বিষদাঁত দেখাবে না। তওবা গ্রহণকারী আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা কি মনে কর এই অর্থটি সেই গালিচা যাতে ঈসা ছাড়া অন্য কেউ পা রাখেন নি বা এমন জামাত যার ইমাম হওয়ার সম্মান এই সম্মানিত বাদশাহ ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটে নি?

যদি আমরা এই আয়াতে ব্যবহৃত তাওয়াফ্ফার একমাত্র অর্থ সশরীরে আকাশে যাওয়া করি তাহলেও এই আয়াত হযরত ঈসার পৃথিবীতে আসার বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অধিকন্তু এতে শত্রুদের উদ্দেশ্য হাসিল হয় না, বরং ঈসার সশরীরে অবতরণ না করার বিষয়টিই স্বস্থানে বলবৎ থাকবে– যা বিবেকবানদের জন্য অস্পষ্ট নয়। হে বুদ্ধিমানগণ! কুরআনে তোমরা পাঠ কর যে, হিসাব-নিকাশ দিবসে, যে দিন সৃষ্টি উত্থিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে উপস্থাপিত হবে, সেদিন ঈসা এই উত্তরই দেবেন; তিনি বলবেন, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ। তিনি বলবেন, আমি আমার উম্মতকে একত্ববাদ ও আত্মাভিমানী আল্লাহ্র সত্তায় বিশ্বাসী হিসেবে রেখে এসেছি। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, আর উত্থান দিবস পর্যন্ত আমি আর পৃথিবীতে আসি নি। সে কারণে আমার পর তারা শির্ক ও কোনো কদাচারে লিপ্ত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আমাকে এর জন্য দোষারোপ করা যায় না। এটিই তাঁর উত্তরের সার কথা। কিয়ামতের পূর্বে তাঁর পৃথিবীতে আসার কথাটি যদি সত্য হয় তাহলে মহাসম্মানিত আল্লাহ্র প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে ঘৃণ্য মিথ্যা বলতে হবে; এটি স্পষ্টতই মিথ্যা ধারণা। তাই নিঃসন্দেহে নযূল বা ঈসার আকাশ থেকে অবতরণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা কথা।

সুতরাং হে বিচক্ষণগণ! জাগ্রত হও। কুরআনের শিক্ষার বিপরীতে তোমরা কোথায় অবস্থান করছ? সত্য কথা হলো, ঈসা তাঁর অন্যান্য নবী ভাইয়ের মতই মৃত্যুবরণ করেছেন, আর সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল-প্রদত্ত সংবাদে তোমরা তা সেভাবেই পড়ে থাক। তোমরা কি মহানবীর হাদীসে এটি পড়েছ যে, তিনি আকাশে মৃতদের সাথে নন বরং পৃথক এক কক্ষে বসে আছেন? না, মোটেই নয় বরং তিনি মৃত; কিয়ামত পর্যন্ত আর পৃথিবীতে তিনি ফিরে আসবেন না। যে ব্যক্তি জেনে-শুনে এর বিপরীত কথা বলে, সে সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা কুরআনকে অস্বীকার করে। হ্যাঁ, যারা আমার পূর্বে চলে গেছেন তাদের কথা ভিন্ন, কেননা তাঁরা তাঁদের প্রভুর দৃষ্টিতে অপারগ।

কুরআন সাক্ষ্য দেয় যে, ঈসা কিয়ামত দিবসে বলবেন, জাতির মুরতাদ হওয়া সম্পর্কে আমি অনবহিত। আমি জানতাম না যে, তারা সৃষ্টির প্রভুকে ছেড়ে আমাকে মা'বুদ বা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এভাবে তিনি খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সম্পর্কে কিছু জানার কথা অস্বীকার করবেন। যদি কিয়ামতের পূর্বে তাঁর আসার কথা থাকতো পুণ্যবানদের রীতি অনুসারে আল্লাহ্‌র দরবারে এর সত্যায়ন করাই তাঁর মর্যাদাসম্মত কাজ হতো, বরং বলা উচিত, সেটিই রসূল ও ইমামদের ভূষণ। তাই তিনি মিথ্যা অবলম্বন করবেন আর সাক্ষ্য গোপনের মত অপরাধ করবেন, আর বলবেন, হে প্রভু! আমি দুনিয়াতে যাই নি আর আমার উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নই, কাজেই আমার অবর্তমানে তারা কী করেছে তা আমি জানি না! এটি চরম ঘৃণ্য একটি মিথ্যা যা শুনে লোম শিউরে ওঠে আর শরীর কম্পিত হয়;* তাই এটি কীভাবে

*** টিকা**

হযরত মুগিরা বিন নো'মানের বরাতে হযরত ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে বাঁ দিক হতে ধরে কিয়ামত দিবসে হাযির করা হবে। তখন আমি বলব, হে আমার প্রভু! এরা আমার প্রিয় সাথী। উত্তর দেয়া হবে, তুমি জান না তোমার পর তারা কি করেছে। তখন আমি পুণ্যবান বান্দা (ঈসা)'র মত বলব,

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

(সূরা আল মায়েদা:১১৮) একইভাবে ইমাম বুখারী তাওয়াফ্‌ফীর অর্থ সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের বরাতে বর্ণনা করেন, مُتَوَفِّيْكَ: مُمِيْتُكَ *–অর্থাৎ মুতাওয়াফ্‌ফীকার অর্থ হলো, মুমিতুকা– অর্থাৎ, আমি তোমাকে মৃত্যু দেব- লেখক।*

ভাবা যেতে পারে? যদি আমরা ধরেও নিই যে, তিনি এ ধরনের কথা বলবেন, আর তাঁর পৃথিবীতে আসার সময়কে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র প্রশ্নের মুখে জেনে-শুনে গোপন করবেন এবং উম্মতের অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার মুখে তাদের হটকারিতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে অবহিত থাকার কথা গোপন করবেন! তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই বলবেন, হে ঈসা! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি আমার সম্মান ও প্রতাপকে ভয় কর না, আর আমার প্রশ্নের উত্তরে আমার সামনে মিথ্যা বলছ? তুমি কি ফিরে আসার পর আবার পৃথিবীতে যাও নি ?

আর স্বীয় উম্মতের শির্ক সম্পর্কে অবহিত হও নি? যারা তোমাকে উপাস্য বানিয়েছে এবং যারা পৃথিবীময় বিস্তৃত; তুমি কি তাদের দেখ নি? তারা সকল উঁচু স্থান হতে চৌকস ঘোড়ার ন্যায় ছুটে এসেছে। আর তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করেছ এবং তোমার প্রচেষ্টায় ও শক্তিবলে তাদের ক্রুশ ভঙ্গ করেছ অথচ তুমি এখনও তোমার নযূল বা অবতরণের কথা অস্বীকার করছ! তোমার মিথ্যা ও প্রতারণা সত্যিই আমাকে অবাক করেছে।

সুতরাং সার কথা হলো, ঈসার আকাশে যাওয়া সম্পর্কে তোমাদের বিশ্বাস মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আর ধর্মের জন্য হানিকর, এটি হন্তারকের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়।

তোমরা বল, কুরআনে 'রাফা' শব্দও রয়েছে! হ্যাঁ তা আছে! কিন্তু মুতাওয়াফ্‌ফিকা শব্দের মাধ্যমে এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেছে বরং আয়াতের প্রতিটি শব্দ আধ্যাত্মিক রাফা'র প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করে। তোমরা কিতাবের কিছু কথার ওপর ঈমান আন আর কতক কথা অস্বীকার কর; এটিই কি তোমাদের ইসলাম, নাকি কুফরী ও সীমালঙ্ঘন? তোমরা কি ইহুদীদের ন্যায় আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিবর্তন করতে চাও? তোমরা কি দেখ না মুতাওয়াফ্‌ফিকা শব্দ কুরআনে রাফা'র পূর্বে রয়েছে? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কুরআনের আয়াতের ধারা-বিন্যাসের গুরুত্বকে অবজ্ঞা করছ? তোমরা তোমাদের জন্য হানিকর রীতি অনুসরণ করে থাকে।

আর যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তা উপেক্ষা কর এবং সীমালঙ্ঘন কর। আল্লাহ্ কী কুরআনের অর্থ পরিবর্তন ও শয়তানের পথ অনুসরণ করতে তোমাদের বারণ করেন নি? আল্লাহ্‌র কসম! আমি পুনরায় আল্লাহ্‌র নামে

শপথ করে বলছি, বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছাড়া আর কোনো কিছু তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যুত করে নি। তোমরা ধরে নিয়েছ, এই বড় নৈরাজ্যের মাঝেই নৈরাজ্যের অবসান নিহিত।

তোমরা আমাকে এ মর্মে অভিযুক্ত কর যে, আমি কিব্লার অনুসারীদের কাফির আখ্যা দেই আর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উক্তির বিরুদ্ধাচরণ করি। আল্লাহ্ পবিত্র! তোমরা এত তাড়াতাড়ি কীভাবে নিজেদের ফত্ওয়া প্রদানের কথা ভুলে গেলে।

অথচ আমরা তড়িঘড়ি কাউকে কাফির বলি নি এবং প্রথমে হেয় প্রতিপন্ন করি নি। তোমরা কী এদেশের অলিতে গলিতে, বাজারে বন্দরে বরং সর্বত্র আমাদের বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া প্রচার করে বেড়াও নি? তোমরা লজ্জাবোধ বিসর্জন দিয়ে যে ফতওয়াবাজী করেছ তা কি বেমালুম ভুলে গেলে? আমাদের বিশ্বাস খণ্ডন এবং আমরা যা করতে চেয়েছি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার তোমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছ। এভাবে তোমরা বিশটি বছর বরং আরো অধিককাল ষড়যন্ত্র করেছ। তোমরা সকল প্রকার অশান্তিকে উস্কে দিয়েছ। আমাকে ইচ্ছামত গালমন্দ করেছ এবং এরপর তা আপন পর সবার মাঝে প্রচার করেছ, যেন তোমাদের ধরা পড়ার কোনো ভয় নেই এবং তোমরা জিজ্ঞাসিতও হবে না।

কিন্তু তোমরা যে জ্যোতি নির্বাপিত করতে চেয়েছ আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন আর সেই সমুদ্র ভরে দিয়েছেন তোমরা যার পানি শুকিয়ে যাওয়ার হৃদয়ে দুরাশা লালন করতে। আমাদের ভাগে একটি বিরাণভূমি আসুক এটিই তোমরা চাইতে কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় দিয়েছেন যা হলো, একটি সবুজ-শ্যামল ও বাগানবহুল উপত্যকা।* আর আমাদের এমন সব নিয়ামতরাজি ও কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেছেন যা

*** টিকা:**

আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বলেছেন, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (সূরা আল্ মু'মিনূন:৫১)। আল্লাহ্ যখন আমাকে ঈসার মসীল বা সদৃশ বানিয়েছেন তখন ইংরেজ রাজত্বকে আমার জন্য নিরাপদ ও আরামদায়ক রাবওয়া (উঁচুস্থান) এবং সুন্দর আবাসস্থলে পরিণত করেছেন। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি নির্যাতিতদের আশ্রয়স্থল। প্রজ্ঞা ও হিকমত আল্লাহ্রই অনন্য বৈশিষ্ট্য। রাখে আল্লাহ্ মারে কে? আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকর্তা-লেখক।

তোমরা ও তোমাদের পিতা-মাতা কেউ দেখে নি। এটি কি প্রতারণা ও মিথ্যার ফসল? তোমরা কি কোনো যুগে এর দৃষ্টান্ত দেখেছ?

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন! জেনে রাখ, আমার দাবির সত্যতা ও ঈসার মৃত্যুর বিষয়টি অনুধাবন করা কঠিন কিছু ছিল না, কিন্তু তোমাদের (অবাধ্য) প্রবৃত্তি, স্বীয় ইমামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্ররোচিত করেছে। এর ফলে তোমাদের হৃদয় বক্র হয়ে গেছে আর তোমরা যেভাবে ভাবা উচিত ছিল সেভাবে ভাবনি। আমি তোমাদের কাছে নিদর্শন ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণসহ এসেছি। আল্লাহ্ আমার কাছে ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে একটি বিষয় প্রকাশ করেছেন যা তোমাদের জন্য তিনি গোপন রেখেছেন। এটি তাঁর কৃপা যে, তিনি আমাকে সে কথা বুঝিয়েছেন যা তিনি তোমাদের সামনে প্রকাশও করেন নি এবং বুঝানও নি।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

(সূরা আল্ কাহ্‌ফ: ১০) আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দীর্ঘকাল তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন আর অপর দিকে তোমাদের চোখকে রেখেছেন পর্দাবৃত।* তোমরা ঈসার আকাশ থেকে অবতরণের জন্য অপেক্ষা করতে। আল্লাহ্ তা'লা সমুজ্জ্বল সত্য থেকে তোমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন যেন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিগুঢ় রহস্যাবলী সম্পর্কে তোমাদের দুর্বলতা তোমাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। মতামত ব্যক্ত করার সময় তোমাদের শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শেখানোই হলো তাঁর উদ্দেশ্যে। তিনি তোমাদের একটি পরীক্ষায় ফেলতে চান যে কারণে বিষয়টি তোমাদের সামনে ঘোলাটে হয়ে গেছে। তিনি গোপনীয়তার পর এটি প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঈসার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করে বলেন, ঈসা

*** টিকা**

আমার প্রতি কুরআনের ভাষায় এই ওহী করা হয়েছে। আর যেভাবে গুহাবাসীদের তিনি লুক্কায়িত রেখেছেন, আমাকেও আমার প্রভু একইভাবে গোপন রেখেছেন। এটি আল্লাহ্‌র রীতি যে, তিনি স্বীয় কতক রহস্য মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রাখেন যেন তারা বুঝতে পারে যে, তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, আর যেন আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের পরীক্ষা করতে পারেন। অধিকন্তু এর উদ্দেশ্য হলো, তাদের মাঝে কে মু'মিন আর কে অপরাধী তা স্পষ্ট করে দেয়া।

কিয়ামত দিবসে তার উম্মতের কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নিজ মৃত্যুর কথা এবং জাতির কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা স্বীকার করবেন; আর মহানবী (সা.) বলেন, আমি তাঁকে মে'রাজের রাতে মৃতদের মাঝে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখেছি, কিন্তু তোমরা তাকে স্বশরীরে আকাশে উঠাও; সুতরাং এর চেয়ে বড় পাপ আর কি হবে? আমরা এর তুলনায় বড় আশ্চর্যের আর কিছু দেখি না। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বুঝ না? আমার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট, সুতরাং তোমরা পলায়নের কোনো পথ খুঁজে পাবে না। তোমরা তাঁর জীবিত থাকার বিষয়ে হটকারিতা প্রদর্শন কর কিন্তু প্রমাণস্বরূপ কিছুই উপস্থাপন কর না; وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا *[আর কথায় আল্লাহ্‌র চেয়ে কে বেশি সত্যবাদী হতে পারে? (সূরা আন্ নিসা: ১২৩)- অনুবাদক]*

তোমাদের কাছে এছাড়া আর কোনো উত্তর নেই যে, আমাদের বাপ-দাদারা এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; অথচ তোমাদের পূর্বপুরুষ সোজা-সরলপথ থেকে বিচ্যুত ছিল। মানুষের এমন ধারণার মূল্যই বা কি– যা সাহাবীদের যুগাবসানে বরং তৃতীয় শতাব্দীর পর সামনে এসেছে? আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তা পরিবর্তন করার কোনো অধিকার তাদের ছিল না।

বরং শিষ্টাচার ও শালীনতার দাবি ছিল এই ঝর্ণাধারার বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেয়া। এ ছিল উম্মতের জ্যেষ্ঠদের রীতি। অদৃশ্যের সংবাদ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নিয়ে নাছোড় বান্দারমত আচরণ প্রদর্শন করতেন না। তাঁরা এতে ঈমান রাখতেন আর খুঁটিনাটি তত্ত্বজ্ঞানের আধার খোদার হাতে ছেড়ে দিতেন। মুত্তাকী ও বিচক্ষণদের দৃষ্টিতে এ হলো সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা।

কিন্তু এরপর এমন একটি প্রজন্ম এসেছে যারা স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিসীমা লঙ্ঘন করেছে আর তাদের যে বলা হয়েছিল, لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭) তা তারা ভুলে গেছে। তারা ছারপোকার মত বংশ বিস্তার করে বেড়ায়। তারা এমন বিষয়ে হঠকারিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করে যা তারা প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ব করতে পারেনি। তাদের জন্য এবং তাদের ধৃষ্টতার জন্য আক্ষেপ! তাদের হাতে মুসলমানদের সেই ক্ষতি হয়েছে যেমনটি খ্রিস্টানরা করেছিল আর উম্মতের দুর্ভিক্ষের যুগে তারা হলো বিরানভূমি তুল্য।

তারা ঈসাকে স্বশরীরে আকাশে উঠায় কিন্তু তাঁর উক্তি قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭)* নিয়ে চিন্তা করে না বরং হিংসা-বিদ্বেষে ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

হে যুবারা! এই আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তোমাদের কী মতামত? কেন তোমরা দ্ব্যর্থবোধক কথার অনুসরণ কর আর স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতকে উপেক্ষা কর? তোমরা কি জান না এ আয়াত অনুসারে কাফিররা আমাদের নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, মনোনীতদের শিরোমণির কাছে আকাশে আরোহনের নিদর্শন চেয়েছিল? আল্লাহ্ তা'লা তাদের উত্তর দিয়েছেন যে, স্বশরীরে মানুষের আকাশে আরোহন তাঁর রীতির পরিপন্থী। এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি ও নিয়ম বিরোধী। কথার কথা, যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ঈসা স্বশরীরে দ্বিতীয় আকাশে উত্থিত হয়েছেন তাহলে এই আয়াতে যে কথা অস্বীকার করা হয়েছে, তা কী বা এর অর্থই বা কী? মহা সম্মানিত প্রভুর দৃষ্টিতে হযরত ঈসা কি মানুষ ছিলেন না? তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার এমন কি অপরিহার্যতা দেখা দিল? পৃথিবী কি স্বীয় সংকীর্ণতার কারণে তাঁকে যেতে বাধ্য করল, নাকি ইহুদীদের হাত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় ছিল না বলে তাঁকে লুকিয়ে রাখার জন্য আকশের দিকে উঠিয়ে নেয়া হলো?

হে মানুষ! সোজা ও সত্য পথের সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করো না। আর সঠিক পাল্লায় সবকিছুর পরিমাপ কর বা ন্যায়ের দৃষ্টিতে সবকিছু দেখ। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয় ঈসার মৃত্যু ইসলামের জন্য উত্তম আর তাঁর মৃত্যুতেই ধর্মের সকল প্রকার বিজয় নিহিত। তোমরা কি কল্যাণের বিনিময়ে অকল্যাণ চাও? তোমরা কি লাভ লোকসানের মাঝে পার্থক্য করবে না? খোদার কসম! হযরত ঈসার জীবিত থাকা আর এই ধর্মের অর্থাৎ ইসলামের বেঁচে থাকা

***টিকা**

অর্থাৎ, قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا *(সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭) মানুষ যে জড় দেহের সাথে আকাশে যেতে পারে না এই আয়াতটি তার একটি সন্দেহাতীত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। অজ্ঞ ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। তাঁর উক্তি* سُبْحَانَ رَبِّي *-তে আয়াত* فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ *(সূরা আল্ আ'রাফ:২৬) এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষের আকাশে উত্থিত হওয়া এমন একটি বিষয় যা এই অঙ্গীকারের পরিপন্থী। সুতরাং সেই পবিত্র সত্তা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মত ত্রুটির উর্ধ্বে। হে বিবেকবানগণ, চিন্তা কর- লেখক।*

কখনই সহাবস্থান করতে পারে না। তোমরা দেখেছ, ঈসার জীবিত থাকার বিশ্বাস কতটা ফলদায়ক হয়েছে আর কতটা বরবাদ বা ধ্বংসের কারণ হয়েছে। তাঁর জীবিত থাকার ধারণা কীভাবে খ্রিস্টানদের মদদ জুগিয়েছে এবং কীরূপে তাদের উপস্থাপন করেছে আর কীভাবে তা সুদৃঢ় (ইসলাম) ধর্মকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে তা তোমরা জান।

অতএব যেখানে উপস্থিত বা চলমান ঘটনাপ্রবাহের ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর দিকগুলো স্পষ্ট, সেখানে যা আমাদের সামনে নেই সেই ক্ষেত্রে এটি কী-করে কল্যাণকর হতে পারে? যেহেতু তাঁর জীবিত থাকা সংক্রান্ত বিশ্বাসের ক্ষতিকর দিকগুলোর অভিজ্ঞতা আমাদের দীর্ঘদিনের তাই তা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার পর এ বিশ্বাসের কাছে আর কি মঙ্গল আশা করা যেতে পারে? বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীয় পরীক্ষিত বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করে না। আল্লাহ্ তাদের প্রজ্ঞার পথে পরিচালিত করে থাকেন। তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি করুণাশীল আর ভ্রষ্টতার মাঝে পদচারণা থেকে তাদের রক্ষা করেন। এতে সন্দেহ নেই যে, ঈসার জীবিত থাকার ধারণা ও তাঁর অবতরণের বিশ্বাস ভ্রষ্টতার জগতে পদার্পনের একটি সোপান। এর কাছে হরেক প্রকার বিপদাপদ ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না।

আল্লাহ্র কাজে কোনো না কোনো প্রজ্ঞা থাকে যা তোমরা উড়িয়ে দিতে পার না, বরং এমন প্রজ্ঞা থাকে, যার ধারে কাছেও তোমরা ভিড়তে পারবে না। তাই চিন্তা কর, খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন। নিশ্চয় ঈসার জীবিত থাকা ও শেষ যুগে তাঁর অবতরণের বিশ্বাস, যে সম্পর্কে তোমরা আজ পর্যন্ত হঠকারিতামূলক মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে আসছ, এমন এক বিশ্বাস যা তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকার করে নি, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মকেও সমর্থন করে নি বরং তা খ্রিস্টধর্মের মদদ জুগিয়েছে এবং দলে-দলে মুসলমানদের ক্রুশীয় মতবাদে দীক্ষিত করেছে। তাই হে মুসলমানগণ! আমি বুঝি না তোমরা তাঁর অবতরণের এমন কি প্রয়োজন অনুভব করেছ? তাঁর জীবিত থাকার ধারণা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর বৈ উপকারী নয়। এর ক্ষতি কত ভয়াবহ তা কি বিগত বছরগুলোতে লক্ষ্য করনি? বিগত সময়গুলিতে এ বিশ্বাস তোমাদের কোন্ কল্যাণ সাধন করেছে? সত্য কথা হলো তা তোমাদের ধ্বংসের নিকটতর করেছে ও নর-নারীদের ধর্মচ্যুতিতেই ইন্ধন যুগিয়েছে। সুতরাং হে বিচক্ষণরা!

এরপর এর কাছে আর কী কল্যাণ আশা করা যেতে পারে? যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, তোমরা দেখে থাকবে তারা পাদ্রিদের হাতে এ জালেই আটকা পড়ে। এটি সেই তস্কর যে তাদের ধ্বংসের কূপে নিক্ষেপ করেছে। তারা মুসলমানদেরই বংশ ছিল কিন্তু এরপর সাপ বা বনের হিংস্র প্রাণী হয়ে গেছে। তারা ইসলামের শত্রুতা করে আর অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নোংরা ভাষায় একে গালমন্দ করে। তারা তাদের নিকটাত্মীয় ও পিতামাতাকে বুকফাটা আর্তনাদ ও ফোঁপানো কান্নার মাঝে ছেড়ে দেয়; আর নিজেরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে গালমন্দ করা এবং অতীতের সকল গ্রন্থের চেয়ে উৎকর্ষ গ্রন্থের অবমাননায় ব্রতী হয়। তারা বলে যে, এটি কবির কবিতা। কে এর দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হতে পারে? তারা আমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশার লক্ষ্যে পরিণত করেছে। তারা একে কেবল সমালোচনার ছলেই স্মরণ করে। তারা বলে, যদি এ ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরণ কর তাহলে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সঠিক পথ চেনার তৌফিক দিন; তোমাকে শাস্তির পথে পা দেয়া থেকে রক্ষা করুন। জেনে রাখ! তোমরা এ পরীক্ষাকে অতি সামান্য বিষয় ভাবছ, কিন্তু আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা অত্যন্ত জঘন্য বিশ্বাস। এটি তোমাদের মাঝে অনেককে ধ্বংস করেছে আর অনেক দলকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করিয়েছে; সে কারণেই আল্লাহ তা'লা তাঁর মহান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তা উল্লেখ করেছেন। আর এর প্রতি আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, পাহাড় ধ্বসে পড়া এবং ভয়াবহ শাস্তির লক্ষণাবলী প্রকাশিত হওয়ার মত বিষয় আরোপিত হয়েছে। খোদার কসম! মুসলমানরা, মহান আল্লাহ্র উক্তির পরিপন্থী কথা বলে খ্রিস্টানদের হাতকে যেভাবে শক্তিশালী করে তা দেখে আমি যারপরনাই আশ্চর্য হই। তারা বলে, ঈসা সশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছেন, আবার কোনো যুগে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন! এটি খ্রিস্টানদের কাছে তাঁকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর মাধ্যমে তারা বহু অজ্ঞকে বিভ্রান্ত করে। সত্য কথা হলো, তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং মৃতদের সাথে মিলিত হয়েছেন, আর এই মর্মে ঐশীগ্রন্থ ও রসূলের সুন্নতে অনেক প্রমাণ রয়েছে। কুরআন বিভিন্ন স্থানে তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছে। আমাদের নবীও (সা.) মে'রাজের রাতে তাঁকে দ্বিতীয় আকাশে ইয়াহিয়ার সাথে মৃতদের মাঝে দেখেছেন। এর চেয়ে বড় এবং মহান সাক্ষ্য আর কী হতে পারে? তা সত্ত্বেও অজ্ঞরা একথা শুনে আমার ওপর হামলা করে আর বলে, তরবারী

পেলে আমরা তোমাকে হত্যা করতাম। অথচ খোদার তরবারী এদের তরবারীর চেয়ে বেশি ধারালো। মুবাহিলার সময় তাদের কেউ-কেউ কি খোদার তরবারীর আঘাত প্রত্যক্ষ করে নি? তিনি কুরআনে তাঁর মৃত্যু আর তাঁকে উঁচু ও ঝর্ণাবহুল স্থানে আশ্রয় দেয়ার কথা বার-বার উল্লেখ করেছেন। আর অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়েছে যে, নিশ্চিতভাবে সে স্থান হলো কাশ্মীর। সেখানে ঈসার কবর আবিস্কৃত হয়েছে। এই ঘটনার উল্লেখ পুরনো গ্রন্থেও দেখা যায়; যা না মেনে গত্যন্তর নেই। সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে, অতএব সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র। এ দেশের অধিবাসীরা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এটি একজন ইস্রাঈলী নবীর কবর। তিনি প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে জাতির হাতে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার পর এ দেশে হিজরত করেছেন।

অতএব, সার কথা হলো, যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে হযরত ঈসার মৃত্যু প্রমাণিত। কুরআনের আয়াত ও হাদীসকে অস্বীকারকারী ব্যতীত অন্য কেউ এ কথা অস্বীকার করবে না। যে অস্বীকার করে আল্লাহ্ চাইলে তাকে তা বুঝিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি যাকে চান পথভ্রষ্ট হতে দেন আর যাকে চান হিদায়াত দেন এবং তাঁর দিকেই তারা ফিরে যাবে। তারা কেবল সন্দেহের অনুসরণ করে। তারা কোনো প্রমাণ আঁকড়ে ধরে রেখেছে বলে আমাদের চোখে পড়ে না। আর কুরআনের সুনিশ্চিত প্রমাণের বিপরিতে নিছক ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখা বিশ্বাস ঘাতকতা এবং তাক্বওয়ার পথ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বৈ কিছু নয়।

অতএব, তাদের জন্য ধ্বংস যারা বিরত হয় না। চিন্তাশক্তিকে যারা কাজে লাগায় না তারা বলে যে, ঈসা কিয়ামতের পূর্বে আসবেন বা কিয়ামতের লক্ষণ হিসেবে আসবেন وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (সূরা আন্ নিসা:১৬০) এটি এমন একটি কথা যা তারা পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছে। আর এ সম্পর্কে তারা বিবেকবানদের ন্যায় চিন্তা করে নি। তাদের কী হয়েছে? তারা কেন বুঝে না যে, এখানে 'ইলম' শব্দের অর্থ হলো, পৃথিবীতে নিদর্শনমূলক ভাবে বিনা পিতায় তাঁর জন্ম গ্রহণ; যেভাবে পূর্ববর্তী গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। কোনো জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তা অস্বীকার করে না। সাকুল্য আহলে কিতাবের ঈমান আনার যতটুকু সম্পর্ক আছে, যাকে উল্লিখিত আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়ও মনে করা হয়; এর স্বরূপ তুমি জান, যা এখানে

উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তুমি জান ইহুদীদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ঈমান না এনেই মারা গিয়েছে। সুতরাং, একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্‌র বাণীকে পরিবর্তন করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(সূরা আল্ মায়েদা:৬৫) প্রশ্ন হলো, ঈসার প্রতি ঈমান আনার পর শত্রুতা কিসের? তোমাদের মস্তিষ্কে বুদ্ধি বলতে কি কিছু নেই? যারা দাবি করে যে, সব ইহুদী ঈসার ওপর ঈমান আনবে, এই আয়াতে কি তাদের খন্ডন নেই? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা প্রকাশ্য ও সুবিদিত আয়াতের বিরোধিতা করছ? তোমাদের হাতে কী প্রমাণ আছে? তোমাদের অবস্থা আমাকে বিস্মিত করে, তোমরা কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে বিতন্ডা করছ?

আল্লাহ্ তা'লা ঈসার মৃত্যুর কথা কুরআনে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা সদুপদেশ গ্রহণ কর না? বিশ্ব-প্রতিপালকের কথায় কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা যুক্তিপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রদর্শন কর, আর প্রতিষ্ঠিত পরম্পরাকে অস্বীকার কর? আমরা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র উক্তি উপস্থাপন করি তবুও তোমরা অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে চল। তোমরা জান, (বিশেষত্বহীন অবস্থায়) মসীহ্ মাওউদ এর অবতরণের বিষয়টি এমন, যে বিষয়ে ঈমানের ক্ষেত্রে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। সত্য কথা হলো তোমাদের ও আমাদের মাঝে মূল বিতর্ক আকাশ থেকে ঈসা (আ.)-এর অবতরণ সংক্রান্ত। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সমুজ্জ্বল গ্রন্থে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন। সুতরাং খোদা তা'লা যাকে হিদায়াত দিতে চান তার বক্ষ কুরআনে বর্ণিত কথা গ্রহণের জন্য উম্মুক্ত করে দেন। কুরআনকে বাদ দিয়ে তোমাদের ও আমাদের কাছে আর কোন্ গ্রন্থ আছে যা অনুসরণ করা যেতে পারে?

তোমাদের জন্য আক্ষেপ! তোমরা ধর্মীয় বিতর্ক অর্থাৎ মুনাযিরা এবং দোয়ার প্রতিযোগিতা বা মুবাহিলার ময়দানে আস না। তোমরা দূরে বসে আক্রমণ কর অথচ আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও তাঁর রসূলের সুন্নতের বহু দলিল প্রমাণ রয়েছে। তাই সেই জাতির কাছে আমরা কীভাবে সত্য উপস্থাপন করতে পারি যারা অবজ্ঞার সাথে প্রত্যাখ্যান করে।

এরা কি জানে না যে, বিদাতের উদ্ভাবক (নব্যতন্ত্রবাদী) ও কাফিরদের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সমর্থন ও সাহায্য করা হয় না। আর আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং পুণ্যবানদের ন্যায় তাদের গুরুত্বও দেয়া হয় না। ঈসার মৃত্যু সংবাদ দেয়া ছাড়া এমন কি অপরাধ আমার আছে যা তারা আমার প্রতি আরোপ করতে পারে? অথচ তাঁর পূর্বের নবীরাও ইন্তেকাল করেছেন! তারা কি স্পষ্ট আয়াত ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য ইজমা বা সর্ববাদীসম্মত মতকে অস্বীকার করে অথবা তারা কি সুবিচার করবে না? খোদার কসম! ঈসা ইন্তেকাল করেছেন। তারা প্রকাশ্য সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আর কুরআন বিরোধী কথা বলে এবং আদৌ ভয় করে না। ঈসার মৃত্যুতে তাদের সমস্যাটা কি? সত্য কথা হলো, এরা সীমালংঘনকারী জাতি। তারা তাঁকে এমন বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক আখ্যা দেয় যা অন্য কারো মাঝে দেখা যায় না। তারা জেনে শুনে খ্রিস্টানদের সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র আত্মাভিমান কীভাবে মানতে পারে যে, কাউকে সেই বিশেষত্ব দেয়া হবে যে ক্ষেত্রে পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এর অংশীদার হয় নি? এর তুলনায় কুফরের নিকটতর বিশ্বাস আর কী হতে পারে? হায় যদি তারা চিন্তা করত! এমন বিশেষত্ব প্রদান শির্‌কের ভিত্তি বৈ কিছু নয়। হে অজ্ঞরা! শির্‌ক থেকে বড় পাপ আর কি হতে পারে?

সে কথাকে স্মরণ কর যখন খ্রিস্টানরা বলল, ঈসা খোদার পুত্র, কেননা তিনি বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছেন; আর সে বিশ্বাসকেই তারা আঁকড়ে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'লা, স্বীয় উক্তি,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(সূরা আলে ইমরান:৬০)-এর মাধ্যমে তাদের কথা খন্ডন করেছেন। কিন্তু আমরা কুরআনে ঈসার রাফা ও নযূল সংক্রান্ত বিশেষত্বের উত্তর দেখি না, অথচ এটি ক্রুশ পূজারীদের কাছে ঈসার খোদা হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যদি রহমান খোদার দৃষ্টিতে ঈসার আকাশে গমন ও অবতরণের ধারণা সঠিক হতো তাহলে যেভাবে ক্রুশীয় মতবাদে বিশ্বাসীদের যুক্তি খন্ডনের জন্য তিনি আদমের কথা উল্লেখ করেছেন, ঠিক সেভাবে কুরআনে ঈসার মসীলের বা প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল। সুতরাং, এই কাহিনী যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আর এটি যে প্রলাপ বৈ কিছু নয়, তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। (আল্লাহ্‌র) উত্তর না দেয়ার মাঝে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে বা উত্তর না দেয়ার এটিই কারণ। তোমরা কি জান, কোন্ প্রজ্ঞা আল্লাহ্ তা'লাকে এই উত্তর প্রদান থেকে বিরত রেখেছে? অথচ আল্লাহ্‌র জন্য একই সাথে খ্রিস্টানদের দাবির উত্তর প্রদান ও পূর্ণ অপনোদন আবশ্যক ছিল!

নিশ্চয় খ্রিস্টান আলেমরা এমন এক জাতি যারা প্রতিনিয়ত বাড়াবাড়ি বা অতিশয়োক্তির ক্ষেত্রে সীমালংঘন করছে। তারা অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে সত্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। আমি ইসলামের সমর্থনে তাদের সামনে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রমাণাদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছি। আমি এ সম্পর্কে কয়েকটি বই লিখে সৃষ্টির কল্যাণার্থে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশে প্রচার করেছি। যখন আমাদের মাঝে বিবাদ দীর্ঘ হয়ে গেল আর কারো মাঝে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ দেখলাম না, আমি বুঝলাম বিষয়টির জন্য অনুগ্রহশীল খোদার অনুগ্রহের প্রয়োজন। যতক্ষণ রহমানের সাহায্য না আসবে আমি কিছুই করতে পারব না। তখন আমি খোদার সন্নিধানে সাহায্য চাওয়ার জন্য অবনত হলাম। আমি মৃতবৎ ছিলাম, আমার প্রভু আমাকে দু'টো কথার মাধ্যমে জীবিত করেছেন এবং আমার দু'চোখকে আলোকিত করেছেন।

তিনি বলেন,

يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللهُ فِيْكَ. الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ، وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ. قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

*[অর্থাৎ হে আহমদ! আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করেছেন। রহমান খোদা কুরআন শিখিয়েছেন যেন তুমি সে জাতিকে সতর্ক করতে পার যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয় নি, আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। তুমি বল! আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী–অনুবাদক]** । আর আমার প্রভু আমাকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন, ধর্ম জয়যুক্ত

***টিকা:**

কিবলার অনুসারী শত্রুরা (মুসলমান) আমাকে সবচেয়ে বড় কাফির আখ্যা দেয়। তাদের কথার খন্ডনে পূর্বেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার কিতাব বারাহীনে (আহমদীয়ায়) উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন, বল! إِنِّيْ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ *[আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর আমি*

(চলমান টিকা)

হবে ও প্রসার লাভ করবে। তোমার মত মানুষ মণি-মুক্তা তুল্য, যাদের নষ্ট করা হয় না বা ব্যর্থ করা হয় না। এই অধমের প্রতি, সাহায্যকারী সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম এটিই ওহী করা হয়েছে। আমার প্রভু আমাকে শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আমার জন্য সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রকাশ করবেন এবং সত্যের সত্যতা ও মিথ্যার অসারতা প্রমাণের জন্য শাস্তিমূলক প্রমাণাদি ও প্রদীপ্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আমাকে ক্রমাগত সাহায্য-সমর্থনে ধন্য করবেন। এরপর আমি পাদ্রী, জন্মসূত্রে খ্রিস্টান, দীক্ষিত খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম এবং মুশরিকদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তাদের বলেছি তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও সাহায্যের মাধ্যমে সত্যকে পরীক্ষা করে দেখ যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কাকে খোদার পক্ষ থেকে সাহায্য করা হয় আর কার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। তারা এই প্রতিযোগিতায় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধার বেশে বের হলো না,বরং তারা গর্তে আত্মগোপন করেছে। খোদার কসম! যদি তারা বের হতো, তাহলে আমার প্রভু তাদের ওপর অব্যর্থ আঘাত হানতেন আর তাদের সকলেই ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতো।

সর্ব প্রথম ঈমান আনয়নকারী-অনুবাদক]। আর তারা বলেছে, এ ব্যক্তি যেন মুসলমানদের কবরে দাফন না হয়। কিন্তু তাদের কথার খন্ডনে পূর্ব হতেই মহানবী (সা.)-এর উক্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন, মসীহ্ মওউদ আমার কবরে দাফন হবেন। তিনি কিয়ামত দিবসে আমার সাথে উত্থিত হবেন। এটি সে সকল কাফের আখ্যা দানকারীর কথার খন্ডন যারা আমাকে জাহান্নামী মনে করে। যদি তোমার সন্দেহ থাকে তাহলে ফত্ওয়াবাজদের জিজ্ঞেস কর। বরযখের বিস্ময়কর বিষয়াদির একটি হলো, কোনো-কোনো মানুষকে মৃত্যুর পর নবী (সা.)-এর কবরের নৈকট্য দেয়া হয় যার অভ্যন্তরে রয়েছে জান্নাত; আর কতককে তা থেকে দূরে রাখা হয়। আমার রসূল (সা.) আমাকে জানিয়েছেন, আমি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। আমাকে যে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত আখ্যা দেয় এটি তার কথার খন্ডন। আর এই দাফন, যার কথা আল্লাহ্ তা'লা আধ্যাত্মিক অর্থে বলেন, তা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্‌র কিতাব, তাঁর রসূলের উক্তি ও আসরে বা সাহাবীদের উক্তিতেও বিদ্যমান। এ বিষয়ে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জামাতের মতৈক্য রয়েছে। একইভাবে তারা বলে, এ ব্যক্তির জামাত কাফির, মু'মিন নয়; তাই মুসলমানদের কবরে তাদের মরদেহ কবরস্থ করবে না; কেননা তারা সবচেয়ে ঘৃণ্য কাফির। আমার প্রভু তখন আমার প্রতি ওহী করলেন এবং একটি ভূখন্ডের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটি সে ভূমি যাতে জান্নাত রয়েছে। সেখানে যে দাফন হবে সে জান্নাতে যাবে এবং সে নিরাপদ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। শত্রুরা এত বাড়াবাড়ি না করলে এত নিয়ামত কখনও লাভ হতো না। সুতরাং, তাদের ক্রোধ আল্লাহ্‌র রহমতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অতএব, সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র-লেখক

আর আল্লাহ্‌র কসম! যদি তুমি সন্ধান করতে তাহলে ইসলামকে নিদর্শনের ভান্ডার ও নিদর্শনের শহর হিসেবে পেতে আর এতে এমন জ্যোতি পেতে যা সবার প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। সুতরাং আক্ষেপ সেই জাতির জন্য যারা এতে লুক্কায়িত গুপ্তধনের জন্য কৃতজ্ঞ নয় আর এর ভান্ডারের প্রতি মনোযোগ দেয় না। তারা ইসলামকে মহান নিয়ামতে সমৃদ্ধ নয় বরং বিচূর্ণ হাড় সদৃশ মনে করে। তারাই এমন জাতি যারা বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর কারো সাথে বাক্যালাপ করেন। তারা বলে, মহানবী (সা.)-এর পর বাক্যালাপ বা কথোপকথনের সমাপ্তি ঘটেছে; যেন খোদা এ যুগে বাকশক্তি হারিয়ে বসেছেন আর শুধুমাত্র শ্রবণশক্তি অবশিষ্ট আছে। এ যুগের পরে হয়ত তাঁর শ্রবণশক্তিও হারিয়ে যাবে! যদি কথা বলা ও দোয়া গ্রহণের শক্তিই বিলুপ্ত হয়, তাহলে অন্যান্য বৈশিষ্টাবলী কার্যকর থাকারও আশা করা যায় না, সকল ঐশী গুণাবলীর কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না বা বিশ্বাস উঠে যাবে। যে ব্যক্তি মহা সম্মানিত খোদার কোনো বৈশিষ্ট্যের স্থায়িত্বে অস্বীকার করে, সে যেন কার্যত সব গুণকেই অস্বীকার করল আর সে নাস্তিকতার পথে পা বাড়াল। হে বিচক্ষণগণ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? সে কি মুসলমান না-কি মিল্লাতের আলোর উৎস বা মিনার থেকে বিচ্যুত? তোমরা কি মনে কর, ইসলাম বলতে কেবল কিছু কাহিনীকে বুঝায় আর এর এমন কোনো নিদর্শন নেই যা চোখে পড়ার মত? সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ইন্তেকালের পর আমাদের প্রভু কি আমাদের উপেক্ষা করলেন? তাহলে এ উম্মতের সত্যতার প্রমাণ কি? প্রশ্ন হলো সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ যে পুরস্কারের কথা বলেছেন অর্থাৎ এই উম্মতকে অতীত উম্মতের নবীদের সদৃস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা-কি তিনি ভুলে গেছেন? আমরা কি কুরআনে উল্লেখিত শ্রেষ্ঠ উম্মত নই? কুরআনের কথার বিরুদ্ধে কী আমাদের নিকৃষ্ট উম্মতে পরিণত করেছেন? একথা কি বিবেক সম্মত যে, আমরা আল্লাহ্‌কে চেনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবো তবুও তত্ত্বজ্ঞানের পথ খুঁজে পাব না?

আমরা খোদার করুণার প্রতীক– ভোরের মৃদুমন্দ বাতাসের জন্য হা-হুতাস করছি, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ঝঞ্জাবায়ুও আমাদের ভাগ্যে জোটে না। এটিই কি এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব? অথচ পৃথিবীর আয়ু শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। জেনে রাখ! এ ধারণা বিচক্ষণের দৃষ্টিতে যেমন ভ্রান্ত একইভাবে পবিত্র ঐশী গ্রন্থের মতেও মিথ্যা। অন্ধ অবস্থায় যে মৃত্যু আসে তার চেয়ে ভয়াবহ মৃত্যু আর হতে

পারে কি? আর মহা দানশীল খোদার চেহারা না দেখে যে মৃত্যু হয়, তার তুলনায় আর কোন্ অন্ধত্ব অধিক কষ্টদায়ক হতে পারে? এই উম্মত যদি বোবা ও বধির হতো তাহলে এ দুঃখে প্রেমিকরা মরেই যেতো, যারা প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টায় নিজেদের বিলুপ্ত করছে। এ পৃথিবীতে তারা মৃত্যুকে সাদরে বরণ করে কেবল সেই অভীষ্ট সত্তাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই বাস্তবতা সত্ত্বেও তাদের বন্ধু কীভাবে তাদের ব্যাকুলতার লেলিহান শিখা ও অপেক্ষার অগ্নিতে পরিত্যাগ করতে পারেন? সত্যিই যদি বিষয় এমন হতো তাহলে এ জাতি সবচেয়ে দুর্ভাগা জাতি সাব্যস্ত হতো। তাদের প্রভাতও আলোকোজ্জ্বল হতো না, আর তাদের চিৎকারও শোনা যেতো না। রোদন ও হেঁচকির মাঝেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ হতো।

আসলে বিষয়টি এমন নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা হলেন পরম করুণাময়। তিনি ক্ষুধা সৃষ্টি করে তা নিবারনের জন্য খাবারেরও ব্যবস্থা করেছেন। তেষ্টা জাগিয়ে তা নিবারণের জন্য পানিও সৃষ্টি করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানীদের জন্য এটিই চলমান রীতি। আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি, তাই কীভাবে একে অস্বীকার করতে পারি? আমি তা পরীক্ষা করেছি; তাই অভিজ্ঞতা লাভের পর সে বিষয়ে কীভাবে সন্দিহান হতে পারি?

অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে আমরা যা পেয়েছি তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা আমাদের জন্য আবশ্যক। সুতরাং যে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্তে বিশ্বাসী আর তৌহীদের বাণীকে ঘৃণা করে না, তার উচিত পুরনো ছেঁড়া কাপড়ে সন্তুষ্ট না হয়ে ধর্মের উত্তম পোশাক সন্ধান করা। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পোশাকে পূর্ণমাত্রায় সজ্জিত হওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট থাকা; অধিকন্তু পুরো নিষ্ঠা ও আকুলতার সাথে সম্মানিত খোদার দ্বারের কড়া নাড়া, কেননা তিনি পরম দানশীল সত্তা। মানুষের প্রশ্নে তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তাঁর ধনভান্ডার সীমাহীন ও কল্পনাতীত। যে যত আকুতি-মিনতির সাথে যাচনা করে সে তত বেশি পায়। তাই তাঁর দান সম্পর্কে নিরাশ না হওয়াই বান্দার উন্নত ঈমানের পরিচয়। এটি ভাবাই যায় না যে, স্বীয় প্রেমিকদের জন্য তাঁর দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে এটি কল্পনাতীত। হে মানব মন্ডলী! তোমরা খোদার দান ও তাঁর নিয়ামতের ভিখারী। সুতরাং তাঁর দান করা সত্ত্বেও তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা চরম দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। এমন ক্ষুধার্তের তুলনায় বড় দুর্ভাগা আর কে

হবে! যে, তার সামনে সুস্বাদু খাবার ও নরম নরম রুটি পরিবেশন করা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করে না, প্রত্যাখ্যান করে, বরং এর প্রতি ফিরেও তাকায় না, অথচ সে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর ও জর্জরিত। ভাইয়েরা! খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন, নিশ্চিত জেনো, আমি তোমাদের কাছে একটি স্বর্গীয় খাদ্য নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা এ শতাব্দীর শিরোভাগে তোমাদের সে আশা পূরণ করেছেন, যার জন্য তোমরা দোয়া করতে। তিনি তোমাদের জন্য নিয়ামতের দ্বার উম্মোচন করেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর নি? আমি জানি, যতক্ষণ না আমি তোমাদের বিশ্বাসের অনুসরণ করি তোমরা আমার প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট হবে না। আমি আমার প্রভুর ওহী প্রত্যাখ্যান করে কীভাবে তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করতে পারি? অথচ তিনি নিজ বান্দাদের ওপর প্রবল এবং পূর্ণ ক্ষমতাবান আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

আমি বহু নিদর্শন ও কল্যাণরাজি এবং বিভিন্ন প্রকার সাহায্য-সমর্থন প্রদত্ত হয়েছি। বৃথা চেষ্টা করতে করতে (সব হারিয়ে) কেবল স্নায়ুও যদি মিথ্যাবাদীদের রয়ে যায় তবু এ দ্বার তাদের জন্য খোলা হয় না। তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তা'লা এমন এক বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসবেন যে চরম পাপাচারী? আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে এমন এক সিংহের মত এসেছি যে জঙ্গল থেকে চকিতে বের হয় আর বীরবিক্রমে হামলা করে। সুতরাং পাদ্রি, নাস্তিক ও মুশরিকদের মধ্য থেকে এমন একজন মানুষ আমাকে দেখাও যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠে নামবে আর প্রবল পরাক্রমশালী খোদার নিদর্শনের মাধ্যমে আমার মোকাবিলা করবে? আল্লাহ্‌র কসম! তাদের সবাই আমার শিকার। আল্লাহ্ তাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কোনো জঙ্গল বা সমুদ্র তাদের আশ্রয় দেবে না। তীব্র গতিসম্পন্ন ঘোড়ার ন্যায় পথ (ভূমি) অতিক্রম করে আমরা তাদের দিকে ছুটে চলেছি। আমরা ইনশাআল্লাহ্ বিজয়ী ও সফলকাম হিসেবে তাদের করতলগত বা পরাস্থ করবো।*

তারা তোমাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার শক্তি রাখত না কিন্তু তোমরা নিজেরাই

*** টিকা**

আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী করেছেন, এই রাতে তুমি যত দোয়া করেছ আমি এর সবক'টি গ্রহণ করব। এর মধ্যে একটি ছিল ইসলামের মহিমা ও সম্মান বৃদ্ধির দোয়া। ১৬ই মার্চ, ১৯০৭- লেখক।

রক্ষণাবেক্ষণকারীদের ছেড়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেছ, আর আশ্রয় দাতার সুরক্ষা বেষ্টনীকে অবজ্ঞা করে বিরান ভূমিকে বেছে নিয়েছে। তোমরা জ্ঞানের পাথেয়কে হেলায় নষ্ট করেছ আর দুর্দশাগ্রস্ত ও বঞ্চিত মানুষের মত হয়ে গেছ। তোমরা নিজেদের এমন এক উন্মাদ বৃদ্ধের মত বানিয়েছ যার কোনো সুচিন্তিত মতামত বা বিবেক নেই অথবা সেই পশুর মত হয়ে গেছ যে তৃণলতা ছাড়া আর কিছুই চেনে না। তোমরা মহা সম্মানিত খোদার পক্ষ থেকে তথা আকাশ থেকে যে অস্ত্র অবতীর্ণ হয়েছে তা গ্রহণ কর না, কিন্তু জাগতিক অস্ত্রের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা এসব শত্রুর মোকাবিলায় কিছুই নয়। আজকে তোমাদের নিবাস হলো অরক্ষিত জঙ্গল ও মরু, যেখানে কোনো পানি নেই। তোমরা জেনে-শুনে পরিষ্কার প্রবহমান প্রস্রবণ পরিত্যাগ কর যা তৃষিতদের পিপাসা নিবারণ করে এবং শুস্ক ভূমিকে বেছে নাও আর অশুভ লক্ষণ বা প্রাণহারী (রূপক) দানব বা পিশাচকে ভয় কর না। দ্বি-প্রহরের প্রচণ্ড দাবদাহ দেহকে ঝলসে দিয়েছে, তবুও তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা এই মনোরম ছায়ায় আশ্রয় নাও না, যা তোমাদের রোদের তীব্রতা থেকে রক্ষা করবে, সুপেয় পানির সংবাদ দেবে এবং কবরের গর্ত থেকে তোমাদের নিরাপদ রাখবে।

যে রসূল হওয়ার দাবি করেছে তার সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, সেই যুগ, যখন ভ্রষ্টতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বা ভ্রষ্টতাকে যখন চরমে পৌঁছানো হয়েছে। যদি আমার বিষয়ে তুমি সন্দেহে থাক তাহলে যতক্ষণ খোদা আমাদের মাঝে মীমাংসা না করেন ততক্ষণ অপেক্ষা কর, কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তোমাদের জন্য এ কথা কি যথেষ্ট নয় যে, শত্রুর মুবাহিলা গ্রহণের পর তিনি আমাদের পক্ষে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যসূচক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন অথচ তারা দাবি করেছিল, খোদার পক্ষ থেকে বিজয় তাদেরই জন্য নির্ধারিত। সুতরাং যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যার ধ্বংস অনিবার্য ছিল খোদা তাকে ধ্বংস করেছেন। তোমরা ষড়যন্ত্র করেছ আর তিনি পরিকল্পনা করেছেন, আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

শত্রু কীভাবে তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে তাঁবু গেড়ে বসেছে, আর কীভাবে তোমাদের ওপর বিপদাপদ নেমে এসেছে তা তোমরা জান এবং দেখছ। তোমরা দুর্বলতার কারণে তাদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছ আর কামনা-বাসনা তাদের প্রতি তোমাদের আকৃষ্ট করেছে। তারা ষড়যন্ত্রের এমন জাল বুনেছে যা

অন্তর্দৃষ্টি ও বাহ্যদৃষ্টি উভয়কে বিস্মিত করেছে। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা প্রচণ্ড তুফান সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীন যা বৃক্ষরাজিকে মূল থেকে উৎপাটন করেছে। তারা এমন জাতি যারা তোমাদের জন্য ধর্মচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা-ই কামনা করে। তারা তোমাদের ক্ষতির কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবে না। তারা পৃথিবীবাসীদের পরাভূত করে তাদের দাসদাসী বানিয়ে রেখেছে। তারা আকাশ অভিমুখে তীর নিক্ষেপের দ্বারপ্রান্তে। কসম! তাদের সামনে দাঁড়ানোর মত তোমাদের কোনো সামর্থ নেই। তাদের সামনে তোমরা খড়কুটো বৈ কিছু নও। সুতরাং বল, আমি কি তোমাদের প্রতি রাগান্বিত হবো, নাকি হবো না? এ সময় তোমরা কেন নিদ্রাচ্ছন্ন? তোমরা কি পরকালের মোকাবিলায় পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট, যে কারণে নেশাগ্রস্ত মানুষের ন্যায় বস্তুজগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ? কোন্ মোহ তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে? তোমরা ক্ষয়-ক্ষতির লক্ষ্যে পরিণত হয়েছ। হে যুবাগণ! কোনো শক্তি তোমাদের অবশিষ্ট আছে? আল্লাহ্র কসম! আমাদের অনুগ্রহশীল প্রভু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আমি জানি না আজ পর্যন্ত তোমরা কী করেছ আর ভবিষ্যতে উপকরণ দিয়ে কী করবে? সেই বুদ্ধি তোমাদের কোন্ কাজের যা কেবল তুচ্ছ মাছিতুল্য, আর এ পোশাক পরিধান করে তোমরা কোন্ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে চাও?

যখন আমি তোমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি মহাসম্মানিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছি, তোমরা ক্রোধ ও রাগে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলে। তোমাদের উত্তর ছিল, এ এক প্রতারক। আর তোমরা আমাকে বিতাড়িত শয়তানতুল্য জ্ঞান করেছ। হায়! তোমরা যুগের প্রতিও তাকালে না। যুগ কি ভ্রষ্টতার প্রসারের জন্য এক দাজ্জালের দাবি রাখে, নাকি একজন সংস্কারকের মুখাপেক্ষী যে ধর্ম পুনর্জীবিত করবে আর তোমাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবে? আমার হৃদয়ে যা আছে আল্লাহ্ তা'লাকে আমি এর সাক্ষী রাখছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি। মিথ্যার বশবর্তী হয়ে আমি কোনো কিছু করিনি। আমাকে কাফির আখ্যা দেয়া ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার সিদ্ধান্ত করে তোমরা অনেক বড় অন্যায় করেছ। আজকাল ইসলামের ওপর কী বিপদ নিপতিত হচ্ছে সে দিকে কি তোমাদের কোনো দৃষ্টি নেই? সুতরাং যেখানে তোমরা আমাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা কর সেখানে আমরা তোমাদের জন্য প্রবহমান অশ্রু ও অবিরাম চোখের জল বিসর্জন দিচ্ছি। তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কেন ভাব না আর ইসলামের দুর্বলতার

প্রতি কেন দৃষ্টিপাত কর না? দাজ্জালদের ব্যবহারে কি এখনও তোমাদের পেট ভরে নি যে এই ভীতিপ্রদ ও ভয়াবহ সময়ে আর একজন দাজ্জালের অপেক্ষা করছ? অথচ আমি শতাব্দীর শিরোভাগে একান্ত প্রয়োজনের সময় এসেছি। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, ভূমিকম্প ও প্লেগ আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি একথা ভেবে আশ্চর্য হই, তোমরা নিদর্শন দেখ কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাদের সন্দেহ দূরীভূত হয় না। হে আলেমগণ! এটিই কি তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি? সত্যকথা হলো, তোমাদের ও তোমাদের তাক্বওয়ার মাঝে বাধ সেধেছে তোমাদের সেই অহংকার যা তোমরা গোপন করতে। তোমাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, যে কারণে তা শত্রুদের সৃষ্ট নৈরাজ্য দেখে না। আমার নাম তোমরা দাজ্জাল রাখ, কিন্তু বাস্তবতার প্রতি তোমাদের কোনো দৃষ্টি নেই। তোমরা আমাকে কাফির আখ্যা দাও বরং প্রত্যেক সে ব্যক্তির চেয়ে বড় কাফির আখ্যায়িত কর যে নবীদের অস্বীকার করেছে; এই ফতওয়ার জন্য তোমাদের বাহবা!

অতি আশ্চর্যের বিষয় হলো, ক্রুশ-পূজারী ও মুশরিকদের, যারা তোমাদের ধর্মকে নির্মূল করতে চায়, তারা তোমাদের দৃষ্টিতে দাজ্জাল নয় বরং আমিই দাজ্জাল বরং সবচেয়ে বড় নৈরাজ্যবাদী। আমরা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে অভিযোগ করি না। তোমাদের দৃষ্টিতে যেহেতু আমি কাফির, তাই কীভাবে কাফিরের হিতোপদেশ তোমাদের কাজে আসতে পারে? কিন্তু আল্লাহ্র পথে আমাকে যে কষ্ট দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করার ইচ্ছা হলো, আর সেসব কথার ধারাবাহিকতাই আমাদের এ পর্যন্ত নিয়ে এলো।

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন। তোমাদের কি হয়েছে যে, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন পরিত্যাগ কর না, আর কর্মের প্রতিফলদাতা সর্বজ্ঞানীকে ভয় কর না? হে মানব সকল! আমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যথাসময়ে এসেছি, তিনি কথা বলিয়েছেন তাই আমরা মুখ খুলেছি। আমরা তোমাদের সত্যের বাণী পৌঁছাই আর তোমাদের পক্ষ থেকে পাই অভিসম্পাত! আমি বুঝি না এটি কেমন হীন ব্যবহার? তোমরা ইহুদীদের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখ, জুতার সাথে জুতা আর কথার সাথে কথার সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা তাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহ্র নবী ঈসাকে দাজ্জাল আখ্যা দিয়ে থাকে, অনুরূপভাবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমিও একই নাম পেয়েছি। তোমরা কথা

ও কাজে তাদের মত হয়ে গেছ। কাফিরদের পক্ষ থেকে ঈসা (আ.) যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছেন, এদের যদি সরকারের ভয় না থাকতো তাহলে আমার পরিণতিও তদ্রুপই হতো। তাই আমরা এ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তা কপটতাবশতঃ নয় বরং অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। খোদার কসম! আমরা এর ছায়ায় এমন নিরাপত্তা লাভ করেছি যা আজকের যুগে মুসলমান সরকারের পক্ষ থেকে লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে তরবারী হাতে নেয়া আমাদের জন্য কোনো ভাবে বৈধ নয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মূলত বিদ্রোহ করা। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, বিদ্রোহ ও নৈরাজ্যের আশ্রয় নেয়া সকল মুসলমানের জন্য অবৈধ, কেননা, তাঁরা আমাদের প্রতি বিভিন্নভাবে অনুগ্রহ করেছেন। অনুগ্রহের প্রতিদান কি অনুগ্রহ হওয়া উচিত নয়?

এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের সরকার আমাদের জন্য নিরাপদ দোলনা। এর কল্যাণে আমরা যুগের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছি। তদুপরি আমরা এই বিষয়ে ভীত নই যে, আমরা পাদ্রিদের বিরোধী, বরং আমরা তাদের বিরোধীতায় সর্বাগ্রে। কেননা তারা একজন দুর্বল বান্দাকে বিশ্ব-প্রতিপালক মনে করে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী ও প্রতারক দাজ্জাল এবং প্রক্ষেপণকারী। আমরা জানি, সরকার এ বিষয়ে তাদের সাথে নেই আর তাদের এবিষয়ে উৎসাহিতও করে না আর সহযোগীও নয়। বরং সত্যকথা হলো, তারা কেবল নামেমাত্র খ্রিস্টান। ইঞ্জিলকে অবজ্ঞা করে তারা নিজেরাই আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং আমরা কীভাবে তাদের খ্রিস্টান বলতে পারি? সত্যিকার অর্থে তারা ভিন্ন জাতি। তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। তারা ইঞ্জিল পড়ে না এবং এর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কেও অনবহিত; আর এদিকে দৃষ্টিও দেয় না। ঝগড়া-বিবাদের সময় আমরা তাদের ইনসাফ বা সুবিচার করতে দেখি।

আমি তাদের কয়েকজনকে বিতন্ডার সময় পরীক্ষা করেছি। আমি দেখেছি, তারা আমাদের প্রতি একান্ত স্নেহপ্রবণ। তারা অন্যায় করা পছন্দ করে না আর এর অভিসন্ধিও রাখে না। মুশরিকদের অধীনে দিনাতিপাতের যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, তার তুলনায় এদের ছায়ায় রাত অনেক উত্তম। সুতরাং, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের জন্য আবশ্যক। যদি আমরা কৃতজ্ঞ না

হই তাহলে আমরা গুনাহ্গার সাব্যস্ত হবো।

সুতরাং সার কথা হলো, আমরা এ সরকারকে অনুগ্রহশীল পেয়েছি। তাই, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা খোদার কিতাব আমাদের জন্য আবশ্যক করেছে। সে কারণেই আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আর আমরা কেবল তাদের কল্যাণই কামনা করি। আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাদের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দেন। এক বান্দার উপাসনা করা থেকে তিনি তাদের মুক্ত করুন, যিনি সমস্যা ও দুঃখ-বেদনায় তাদের মতই জর্জরিত হতেন। তিনি স্বীয় ধর্মের জন্য তাদের চোখ খুলুন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করুন। একই সাথে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে তাদের ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করুন।

এই হলো আমাদের দোয়া। অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই হওয়া উচিত? যার হৃদয় পাপাচারী এবং যে শয়তান-সদৃশ সে ছাড়া অন্য কেউ সদাচারের প্রতিদান কদাচারের মাধ্যমে প্রদান করে না। সুতরাং, আমরা অন্যায়কারীদের রীতি অনুসরণ করি না। এই পুস্তিকায় আমরা কেবল সেসব খ্রিস্টান আলেম ও পাদ্রিদের কথা বলছি যারা ইসলামকে গালি দেয়া, আর আমাদের নেতা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অবমাননা করাকে আবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করে। সুতরাং আমরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের বাধা দেয়া ও প্রতিহত করার জন্য দন্ডায়মান হয়েছি। তিনি স্বীয় ধর্মের সহায় এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর ধর্মের সাহায্যের জন্য এমন শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করেছেন যাতে আমি অনেক বড় প্রতিশ্রুতি দেখতে পাই। তিনি বলেন, **بَشِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ وَذَكِّرْهُمْ تَذْكِيْرًا** *[তাদেরকে আল্লাহ্র (প্রতিশ্রুত) দিন সম্পর্কে সুসংবাদ ও হিতোপদেশ দাও (তাযকিরা)-অনুবাদক]*। আমরা প্রশান্ত ও নিশ্চিত চিত্তে, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি আল্লাহ্ স্বীয় ধর্মকে সাহায্য করবেন আর একে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন, একে স্বর্গীয় সাহায্যের মাধ্যমে সকল ধর্মের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করবেন। কিন্তু তা কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ বা (তথাকথিত) জিহাদের মাধ্যমে নয় বরং শাস্তিমূলক নিদর্শনের মাধ্যমে হবে আর এমন হাত দ্বারা হবে যা শত্রুর ঘাড় মটকাবে– আমরা তাঁর কিতাবে এভাবেই প্রতিশ্রুতি দেখি। আমার প্রভু আমার প্রতি অনুরূপ আরো ওহী করেছেন; এ হলো সেসকল ওহীর সার কথা আর আল্লাহ্ কখনও স্বীয়

প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় করবেন না। অন্যায়কারীরা তাদের অন্যায়ের পরিণাম ভোগ করবে।

এ যুগে লক্ষণাবলী এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে আর পৃথিবীবাসীর সামনে আমাদের প্রভু শাস্তিমূলক নিদর্শনের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি সকল দেশে তাঁর কোপের লক্ষণাবলী দেখতে পাচ্ছি। অনেককে প্লেগ নিশ্চিহ্ন করেছে, অনেককে ভূমিকম্প ধ্বংস করেছে আর মৃত্যু গ্রাস করেছে। রাত যারা রাজপ্রাসাদে অতিবাহিত করতো তাদেরকে তুমি আজ কবরে মৃত পতিত দেখছ। তাদের বৈঠকখানা জনমানবশূন্য হয়ে গেছে আর রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত পড়ে আছে। তারা এমন আবাসে উঠেছে যা তাদেরকে তাদের ভাইদের কাছে ফিরতে দেবে না বা প্রতিবেশিদের কাছ থেকে তাদের নিজেদের গৃহগুলোও জোর পূর্বক উদ্ধার করতে পারবে না।

তুমি মানুষকে দেখবে তারা এই মহামারী হতে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না, আর আকাশের নীচে তাদের পলায়নের কোনো জায়গাও থাকবে না। এই বিপদকে সেভাবে অদৃষ্টের লিখন বা দৈবদুর্বিপাক বলা যাবে না যেভাবে কতক দুর্ভাগা দাবি করে, বরং প্রকৃত সৌভাগ্যবান সে যে এই সকল নিদর্শনকে শনাক্ত করে আর পাথুরে (দৃঢ়) উপত্যকায় প্রবেশ করে।

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন। নিশ্চিত জেনো, এ সকল বিপদাপদ এমন যা তোমরা বা তোমাদের পূর্বপুরুষ ইতোপূর্বে দেখে নি। এগুলো এমন এক ব্যক্তির সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে যিনি অনুগ্রহশীল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মের সংস্কার ও এর সত্যতার প্রমাণ তুলে ধরতে চান। অধিকন্তু এর বাগানকে সতেজ করতে এর বৃক্ষরাজিকে উপাদেয় ফলফলাদিতে ভরে দিতে এবং এর শুষ্ক শাখাকে সবুজ ও সতেজ শাখায় পরিবর্তন করতে চান। এছাড়া মানুষ আল্লাহ্র সত্য ও সঠিক ধর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে পরম দয়ালু প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হবে আর সম্মানিত ব্যক্তির ন্যায় বস্তুজগতের প্রতি অনীহা ও ঘৃণা প্রদর্শন করবে, এটিই উদ্দেশ্য। সুতরাং যখন তিনি ধর্মের রাঙ্গা প্রভাত আনলেন আর যুক্তি-প্রমাণের কিরণ প্রকাশ করলেন, তখন তাদের অধিকাংশ তা না দেখার প্রচেষ্টায় চোখ ঢেকে ফেলল আর জেনে-শুনে আল্লাহ্র আমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করল।

পরিতাপ তাদের জন্য, তারা কল্যাণকে অবজ্ঞা করে অকল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দ্বার খোলার সময় এসে গেছে, সুতরাং কে এমন আছে যে বারবার কড়া নাড়বে? যার চোখ আছে তার জন্য (তত্ত্বজ্ঞানের) ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল। যে ব্যক্তি সঠিক মনমানসিকতা নিয়ে তাঁর দ্বারে আসে তিনি তাকে নিরাশ করেন না। যে বারবার চায় তিনি তাকে বর্ধিত দানে ভূষিত করেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আধ্যাত্মিক দৈন্যের পাশাপাশি মানুষের ওপর দৈহিক দৈন্যদশাও প্রকট রূপ ধারণ করেছে। তা সত্ত্বেও তারা মনে করে, সম্মানিত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের কোনো সংশোধনকারীর প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য সকল দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা মনে করে যে, তারা সকল প্রকার নিয়ামত প্রদত্ত হয়েছে। তারা আল্লাহ্র নিয়ামতরাজি সম্পর্কে উদাসীন আর পশুর মত জীবন যাপনেই সন্তুষ্ট। আমরা তাদের হীনমনোবল ও শোচনীয় অবস্থা দেখে আশ্চর্য হই, আর যতক্ষণ তাদের সফলতা দেয়া না হয় আল্লাহ্র কাছে আমরা তাদের সংশোধনের জন্য দোয়া করে যাবো। রাতের শেষ প্রহরসহ আমরা বেশির ভাগ সময় তাদের জন্য দোয়ার মাঝেই অতিবাহিত করছি। এ চোখ তাদের পানে চেয়ে আছে আর তাদের চিন্তায় আমাদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে।

আল্লাহ্র কসম! আমি প্লেগের প্রাদুর্ভাবের পূর্বেই প্লেগ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেছি। যতক্ষণ আমার প্রভু ইঙ্গিত দেন নি এবং যতক্ষণ তিনি আমাকে গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত করেন নি, আমি মুখ খুলিনি। এরপর প্লেগ তাদের ওপর হামলা করেছে এবং তারা মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছে।

এই খবর এমন সময় দেয়া হয়েছে যখন এ সম্পর্কে চিকিৎসকদেরও কোনো সঠিক ধারণা ছিল না, আর কোনো বিবেকবান বা জ্ঞানী মানুষও এ সম্পর্কে কিছু বলেনি। এরপর আমার প্রভু আমাকে যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে ঘটনা ঘটেছে। স্বর্গের প্রভুর পক্ষ থেকে এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন, কিন্তু মানুষ সে দিকে দৃকপাত পর্যন্ত করে নি। কোনো ব্যক্তি অশ্রুও বিসর্জন দেয় নি আর তওবা এবং সৎকর্মের প্রতিও কোনো মনোযোগ দেয় নি বরং পাপ ও অবাধ্যতায় তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে। তারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং কাফির আখ্যা দিয়ে বলেছে, এ-তো ঘৃণ্য দাজ্জাল।

আমার একাকীত্বের যুগে আমার প্রভু ছাড়া আর কেউ আমার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে নি। আমাকে গালমন্দ করার বিষয়ে তারা সবাই একমত ছিল, আর সেভাবে আমার পিছু ধাওয়া করেছে যেভাবে কেউ ঋণগ্রস্ত মানুষের পিছু লেগে থাকে। চিরাচরিত বিদ্বেষের কারণে তারা আমাকে চেনে নি। আমরা গুহাবাসী ও শিলালিপির লেখকদের মত তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাই। তারা অন্যায় ও ঔদ্ধত্যবশত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে অথচ

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

অর্থাৎ তাদের হৃদয় তাতে বিশ্বাস রাখত। কট্টর আচরণ ও বাড়াবাড়ির কারণে তাদের জন্য প্রত্যাবর্তন সম্ভব ছিল না। খোদার কসম! আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টিধারার ন্যায় নিদর্শন অবতীর্ণ হয়েছে আর প্রদীপও প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, কিন্তু তাদের অন্ধকার দূরীভূত হয় নি। অগণিত সাবধানবাণী ও সতর্কবাণী সত্ত্বেও তাদের পাপ হ্রাস পায় নি। গগণচুম্বী সতেজ বৃক্ষ, পাকা ফলফলাদি ও দৃষ্টিনন্দন ফুলকে প্রত্যাখ্যান করে তারা শুষ্ক ডাল নিয়েই সন্তুষ্ট। খোদার কসম! আমি জানিনা, কেন তারা এসব স্পষ্ট নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও আমাকে অবজ্ঞা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছে এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তির কাছে যে অন্ধকারে রয়েছে সত্যের অনুকূলে স্বীয় উৎকর্ষ প্রমাণ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে যখন আমার সেই ভয় হলো যা একা-নিঃসঙ্গ মানুষকে ভীত করে, তখন আমার অনুকূলে আমার প্রভুর সাহায্য আসলো যা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বর্ধিত হতে থাকে। আর যত দিন সত্যের প্রমাণ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয় নি ততদিন আমাকে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান অব্যাহত থাকে। সাহায্যের ধারা থাকে নিরবচ্ছিন্ন আর নিদর্শন এমন এক পর্যায়ে পোঁছে যা গুণে শেষ করা ছিল অসম্ভব। তবুও আমি ভাবলাম, এই পুস্তিকার শেষের দিকে তার মধ্য থেকে একটি নিদর্শনের কথা লিখব; হয়তো আল্লাহ্ এর মাধ্যমে কোনো ভাল প্রকৃতির মানুষকে উপকৃত করবেন আর মানুষ জানতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিমকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে আর পুণ্যবান ও কুচক্রী সবার মাঝে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি এসব নিদর্শনের আলোকছটা সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত পোঁছেছে।

সমুজ্জ্বল নিদর্শন ও বড়-বড় প্রমাণাদির মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি যেসব ওহী করেছেন তা আমার জন্য নয়, বরং ইসলামের সত্যায়নের জন্য।

আমি একজন সেবক বৈ কিছু নই। কিন্তু অস্বীকারকারীদের অবস্থা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করে। তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাতেই অনড়। তারা প্রথমসারির বিরোধীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যায় আর স্বর্গ থেকে যে আলো অবতীর্ণ হয়েছে সকলেই তা নির্বাপনের প্রচেষ্টায় নিজ নিজ ভূমিকা রেখেছে, যার কাছে যা কিছু ছিল এ লক্ষ্যে সর্বস্ব ব্যয় করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা স্বীয় আলো বৃদ্ধি করেছেন, আর তাদের অপচেষ্টা ধূলাবালির চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আমরা তাদের নৈরাজ্যকে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত এবং ফুঁসে ওঠা বন্যার ন্যায় দেখেছি; কিন্তু এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো আমাদের বিজয় এবং তাদের পরাজয়, আমাদের সম্মান আর তাদের লাঞ্ছনা। যদি এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না হতো তাহলে তারা আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলতো আর জীবিতদের মধ্য থেকে আমার নাম-নিশানা নিচিহ্ন করে দিত। কিন্তু আল্লাহ তা'লার হাত আমাকে শত্রুর দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করেছে; এক পর্যায়ে আমার নিদর্শন সুদূরের দেশে পৌঁছে যায়, এটি বিশ্ব প্রতিপালকের কাজ বৈ কিছু নয়।

এখন আমরা আমেরিকায় প্রকাশিত একটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করব। আমাদের (সত্যতার) সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়েছে আর তা পশ্চিমাদের সামনে স্বীয় দীপ্তি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে। সুতরাং, এটি আল্লাহ্‌র কৃপা ও করুণা, আল্লাহ্‌র অপার দান ও অনুগ্রহ। আর সে জাতির জন্য শুভসংবাদ যারা তাঁকে চেনে আর সে সব বান্দার মহাসৌভাগ্য যারা তাঁকে গ্রহণ করে।

ডুইকে প্রদত্ত আমাদের মুবাহিলার চ্যালেঞ্জ, তার বিরুদ্ধে কৃত দোয়া ও মানুষের মাঝে তা প্রচারের পর আল্লাহ্ তা'লা কী ব্যবহার করেছেন তার বিবরণ :

শোন! আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা করুন; আল্লাহর সাহায্যের বহু দৃষ্টান্ত এবং আমার সত্যতার সাক্ষ্যগুলোর মাঝে একটি হলো, সেই নিদর্শন যা আল্লাহ্ তা'লা ডুই নামে এক ব্যক্তিকে ধ্বংসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এই অসাধারণ নিদর্শন ও মহান মু'জেযার বিস্তারিত বিবরণ হলো, আমেরিকায় সম্পদশালী খ্রিস্টান ও অহংকারী পাদ্রিদের মাঝে এক ব্যক্তির নাম ছিল ডুই।

তার প্রায় একলক্ষ মুরীদ বা ভক্ত ছিল যারা খ্রিস্টানদের রীতি অনুসারে দাস-দাসীর ন্যায় তার আনুগত্য করত। স্বজাতি ও বিজাতির মাঝে তার এত যশ ও খ্যাতি ছিল যে তার নাম পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তার সম্মোহনী শক্তি খ্রিস্টানদের এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে সেবাদাসে পরিণত করে রেখেছিল। সে নবী ও রসূল হওয়ার দাবি করত, আর একই সাথে হযরত ঈসার ঈশ্বরত্বেও বিশ্বাসী ছিল। সে আমাদের মহাসম্মানিত রসূল (সা.)-কে গালমন্দ করত এবং বড় পদাধিকারী ও উচ্চ মর্যাদাশালী হওয়ার দাবি রাখত, একইসাথে সবচেয়ে অভিজাত ও সর্বমহান হওয়ার আত্মপ্রসাদ নিত। সম্পদ, খ্যাতি ও অনুসারীদের সংখ্যার দিক থেকে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত সে উন্নতি করছিল। ভিখারী হওয়া সত্ত্বেও রাজার হালে জীবন কাটাত। তার প্রতারণা ও মিথ্যাচার সত্ত্বেও দুর্বল মুসলমানরা (তার ভেল্কির শিকার হয়ে) পথ হারিয়ে বসত আর বিস্ময়াভিভূত হতো, জ্ঞানী হলেও তারা পথভ্রষ্টতা এড়াতে পারতো না। সত্যিকার অর্থে সে ইসলামের শত্রু ছিল আর আমাদের মহানবী (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে গালি দিত। অবশ্য যশ, খ্যাতি এবং সম্পদশালী হওয়ার ক্ষেত্রে সে অনেক বড় মর্যাদা রাখত। সে বলতো, আমি সব মুসলমানকে হত্যা করব, আর কোনো একত্ববাদী-মু'মিন অবশিষ্ট রাখব না। সে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদের কথা ও কাজে মিল থাকে না। পৃথিবীতে সে ফিরআউনের মত ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে আর মৃত্যুকে ভুলে যায়। দিন কাটাতো সে মানুষের সম্পদ হরণের মাঝে আর রাত কাটাতো মদের আসরে। তার চতুর্পাশ্বে সমবেত হয়েছিল অজ্ঞ ও নির্বোধ খ্রিস্টানরা, যারা অহোরাত্র অজ্ঞতার পানীয় পান করা অব্যাহত রাখে, আর অজ্ঞতাবশতঃ তার রসূল হওয়ার দাবির সত্যায়ন করে। সে স্বাধীন ছিল না বরং দুনিয়ার দাসত্ব করত আর ছিল মুক্তোবিহীন ঝিনুকের মত; অধিকন্তু সে ছিল স্বীয় যুগের শয়তান এবং শয়তানের সাথী। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে মুবাহিলার আহ্বানের পূর্ব পর্যন্ত মহা সম্মানিত আল্লাহ্ তাকে অবকাশ দেন। আমি মহা সম্মানিত আল্লাহ্র দরবারে তার বিরুদ্ধে দোয়া করি।

আমি তার মাঝে শয়তানের দুর্গন্ধ পেতাম। আমি তাকে শয়তানের বশীভূত (ধরাশায়ী) ও রহমান খোদার দাসদের শত্রু হিসেবে পেয়েছি। সে পৃথিবীকে এবং পৃথিবীবাসীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বা অধ্যাত্মিক জীবনকে বিভিন্ন ধরনের ঘৃণ্য অপকর্মের মাধ্যমে কলুষিত করেছে। আমি এ যুগে তার মত কোনো ধৃষ্ট, অজ্ঞ

বরং জ্বিন আর দেখিনি। সে ত্রিত্ববাদ-সৃষ্ট এক উম্মাদ ছিল। সে ছিল একত্ববাদের শত্রু এবং নোংরা ধর্মের পক্ষে রাখত নাছোড় মনোবৃত্তি। সে এর অনিষ্টকর দিকগুলোকে পুণ্য জ্ঞান করতো আর এর নগ্ন দিকগুলোকে প্রশান্তির উপকরণ হিসেবে দেখতো। ধনী ও সম্পদশালীদের মধ্য থেকে অজ্ঞরা তার দলে যোগ দিয়েছে। তারা তাকে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করেছে যা বাদশাহ্ বা সরকারের হর্তাকর্তাদের ভান্ডার ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। রাজ্যের ধন-সম্পদ তার কাছে নিয়ে আসা হতো, যে কারণে তাকে বাদশাহ্ আখ্যা দেয়া হয়। ভাবসাবে সে রাজা-বাদশাহ্দের মতই জীবন যাপন করা আরম্ভ করে। ক্ষমতার তুঙ্গে থাকাকালে সে স্বীয় অবাধ্য প্রবৃত্তিকে পবিত্র না করে এর পূর্ণ দাসত্ব বরণ করে। শয়তানের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে সে নবী ও রসূল হওয়ার দাবি করে বসে। মিথ্যা দাবি, মিথ্যাচার ও অপবাদ আরোপ থেকে সে বিরত হয় নি। সে ধরে নিয়েছিল যে, এটি এমন বিষয় যা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে না আর স্বীয় জীবন সে বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের মাঝে কাটিয়ে দেবে এবং তার মাহত্ম্য ও আভিজাত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সত্য বলতে কী, সে এ কারণে গর্ব ও অহংকারের পথ বেছে নেয়, আর মহা সম্মানিত খোদার শাস্তিকে ভয় করে নি। এতে সন্দেহ নেই যে, মিথ্যা আরোপকারী একদিন ধরা পড়ে আর তার ঊর্ধ্বারোহণ বা উন্নতি বন্ধ করে দেয়া হয়। খোদার আত্মাভিমান তাকে সিংহের ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন করে। সে পরাক্রমশালী ও স্নেহশীল খোদার গ্রন্থে প্রতিশ্রুত ধ্বংসের দিন প্রত্যক্ষ করে। নিশ্চয় যারা খোদার নামে প্রতারণার আশ্রয় নেয় আর মিথ্যা বলে, তারা স্বল্পকালই জীবিত থাকে, এরপর ধরা পড়ে। খোদার অভিশাপ এ পৃথিবীতেও তাদের পিছু ধাওয়া করে আর পরকালেও। তাদের সম্মানিত করা হয় না বরং তারা লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার স্বাদ পায়। পূর্ববর্তী মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে সে সংবাদ কি তোমার কাছে এখনো পৌঁছে নি? আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যা দাবিকারদের পরিণাম সম্পর্কে ভীত নন। তিনি তাদের মাথার ওপর স্বীয় তরবারী ঝুলন্ত রাখেন আর তাদের টুকরো-টুকরো করেন।

তার ধ্বংস হওয়ার কিছুকাল পূর্বে আমি তাকে মুবাহিলার চ্যালেঞ্জ দিই আর তাকে লিখি যে, তোমার দাবি মিথ্যা, তুমি এক চরম মিথ্যাচারী ও প্রতারক বৈ কিছু নও– যে এই তুচ্ছ জগতের হীন স্বার্থে মিথ্যা বলছে। ঈসা (আ.) নবীর ঊর্ধ্বে আর কিছুই ছিলেন না। তুমি কেবল একজন মিথ্যা দাবিকারক চুনোপুঁটি

–যে নিজেও ভ্রষ্ট আর অন্যদেরও ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দেয়। সুতরাং তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমার মিথ্যাচার লক্ষ্য করছেন। আমি আহ্বান করছি যে, তুমি ইসলাম তথা সত্যধর্ম এবং প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তুমি যদি মুখ ফিরিয়ে নাও আর এই আমন্ত্রণকে অবজ্ঞা কর, তাহলে আস আমরা মুবাহিলা করি। যে সত্য পরিত্যাগ করে আর প্রতারণামূলকভাবে রসূল ও নবী হওয়ার দাবি করেছে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত যাচনা করি। আল্লাহ্ তা'লা তোমার এবং আমার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট করবেন আর সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করবেন; যেন কে সত্য বলছে আর কে মিথ্যা বলছে তা মানুষ বুঝতে পারে আর যেন এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চিরতরে বিবাদের নিরসন হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র কসম! শেষ যুগে ভ্রষ্টতার প্রসারের সময় যার আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্। নিশ্চয় ঈসা ইন্তেকাল করেছেন এবং নিঃসন্দেহে ত্রিত্ববাদ মিথ্যা। তুমি নবী হওয়ার দাবি করে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যাচার করছ অথচ আমাদের নবী (সা.)-এর পর নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। কুরআন হলো অতীতের সকল গ্রন্থের মাঝে শ্রেষ্ঠ, এর পর শরিয়তবাহী আর কোনো গ্রন্থ নাযেল হবে না। মুহাম্মদী শরীয়তের পর আর কোনো শরীয়ত নেই। অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের ভাষায় আমাকে যে নবী উপাধি দেয়া হয়েছে তা আনুগত্যের কল্যাণে একটি ছায়ার মত বিষয়। আমি নিজের মাঝে কোনো যোগ্যতা দেখি না। আমি যা কিছু লাভ করেছি তা এই পবিত্র মহামানবের কল্যাণে।

আমার নবুয়ত বলতে আল্লাহ্ তা'লা শুধু প্রভূত বাক্যালাপ ও কথোপকথন বুঝিয়েছেন। তার ওপর খোদার অভিশাপ, যে এ গন্ডির বাইরে কোনো উচ্চাভিলাস রাখে আর নিজেকে কিছু একটা মনে করে এবং মহানবীর আনুগত্যের জোয়াল খুলে ফেলে কিংবা আনুগত্যের শৃংঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসে। আমাদের রসূল (সা.) হলেন খাতামান্ নবীঈন। তাঁর সত্তায় রিসালতের (রসূলদের আগমন) ধারা সমাপ্ত হয়েছে। আমাদের রসূল মুস্তফার পর কেউ স্বাধীন নবী হিসেবে দাবি করার কোনো অধিকার রাখে না। তাঁর পর কেবল অজস্রধারায় বাক্যালাপ (খোদার সাথে কথোপকথন) অবশিষ্ট আছে, আবার তা-ও আনুগত্যের শর্তে, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আনুগত্যের বাইরে গিয়ে নয়। খোদার

কসম! মুস্তফা (সা.)-এর আধ্যাত্মিক জ্যোতি বা কিরণকে অনুসরণের কল্যাণেই কেবল আমার এই জ্যোতি লাভ হয়েছে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে রূপক অর্থে নবী আখ্যা দেয়া হয়েছে, আক্ষরিক অর্থে নয়। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করো না। আমি নবী (সা.)-এর ছায়ায় লালিত পালিত হচ্ছি। আমি মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করি। নিজের পক্ষ থেকে আমি কিছুই বলি নি, বরং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তারই অনুসরণ করেছি। তাই আমি আর তুচ্ছ সৃষ্টির হম্বি-তম্বিকে ভয় করি না। প্রত্যেককে কিয়ামত দিবসে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আর কোনো গোপন কথা আল্লাহ্‌র অজানা নয়।

আমি সেই প্রতারককে বলেছি, এই আমন্ত্রণের পর যদি তুমি মোবাহিলায় অংশগ্রহণ না কর আর একই সাথে নবুয়তের দাবির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নামে যে মিথ্যাচার করছ, তা হতেও তওবা না কর তাহলে ভেবো না যে এই ধূর্ততা দেখিয়ে তুমি পার পেয়ে যাবে বরং আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে লাঞ্ছনাদায়ক কঠোর শাস্তির মাধ্যমে ধ্বংস করবেন।

তিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করবেন এবং প্রতারণার স্বাদ গ্রহণ করাবেন। আমরা পরস্পরের মৃত্যুর প্রতিক্ষা করতাম। আমি আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করতাম, যিনি সত্যের সহায় এবং এই মিল্লাত বা ইসলামের নিরাপত্তা বিধানকারী।

এরপর তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা আমার রচনাবলী, আমেরিকাতে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছি। আমেরিকার বেশিরভাগ পত্রিকা ও সাময়িকীতে আমি যা লিখেছি তা ছাপা হয়েছে। আমি মনে করি সহস্র-সহস্র পত্রিকা আমার বক্তব্য প্রচার করেছে আর তা এত ব্যাপক হারে হয়েছে যে, আমি গুণে শেষ করতে পারব না আর (উল্লেখের জন্য) বইয়ের পাতায় তা সংকুলানের জন্য পর্যাপ্ত স্থানও নেই। অবশ্য আমেরিকার যে সব পত্র-পত্রিকা আমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে আর যাতে আমার প্রচার, মোবাহিলা এবং সিদ্ধান্ত যাচনা করে ডুইয়ের বিরুদ্ধে আমার দোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; ভেবেছি টিকাতে সেসব পত্র-পত্রিকার কয়েকটির নাম উল্লেখ করব যেন মানুষ জানতে পারে যে, এটি গোপন কোনো বিষয় নয়। বরং তা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে তথা পৃথিবীর সকল অঞ্চল ও প্রান্তে তা প্রচারিত হয়েছে। এই প্রচারের কারণ হলো, ডুই বড়-বড় বাদশাহ্‌দের ন্যায় খ্যাতি রাখত। আমেরিকা এবং ইউরোপের

ছোট-বড় সকলেই তাকে খুব ভালভাবে জানত। এসকল দেশের লোকদের দৃষ্টিতে তার মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য ছিল বাদশাহ্দের ন্যায়। এছাড়া সে অনেক বেশি পরিভ্রমণে অভ্যস্ত ছিল, আর বাকপটুতার জোরে মানুষকে দক্ষ শিকারীর ন্যায় শিকার করত। সে কারণে কোনো পত্রিকার মালিক মুবাহিলা সম্পর্কে তাদের কাছে যা পাঠানো হয়েছে তা ছাপতে অস্বীকার করে নি। সত্য কথা হলো, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল দেখার লোভ তাদেরকে তা ছাপতে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমেরিকার যেসব পত্র-পত্রিকায় ডুই-সংক্রান্ত আমার মুবাহিলা ও দোয়ার বিষয়টি ছেপেছে তার সংখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক।

কিন্তু আমরা আমাদের এই টিকায় দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি।*

টিকাঃ

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম ও তারিখ	প্রবন্ধের সারাংশ
১.	*দি শিকাগো ইন্টারপ্রেটর্স, ৮ই জুন, ১৯০৩*	*মীর্যা গোলাম আহমদ পাঞ্জাবের অধিবাসী। তিনি ডুইকে মুবাহিলার ডাক দিয়েছেন। আশা করা যায় কি যে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে? মীর্যা সাহেব লিখেন, ডুই নবুয়তের দাবির ক্ষেত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাকে ধ্বংস ও নির্মূল করেন। তিনি আরও বলেন, আমি সত্যের ওপর রয়েছি আর ডুই মিথ্যার ওপর। আল্লাহ আমাদের মাঝে সিদ্ধান্ত করবেন, তিনি মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করবেন আর সত্যবাদীর জীবনেই অন্যজনকে নিশ্চিহ্ন করবেন। মীর্যা গোলাম আহমদ আরও বলেন, আমিই মসীহ মাওউদ, আর সত্য কেবল ইসলাম ধর্মেই নিহিত।*
২.	*দি টেলিগ্রাফ, ৫ই জুলাই, ১৯০৩*	*শব্দের সামান্য তারতম্যের সাথে উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
৩.	*আগ্রুনট, সানফ্রানসিসকো ১লা ডিসেম্বর, ১৯০২*	*দু-একটি শব্দ পরিবর্তন করে হুবহু উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে; সম্পাদক আরও লিখেছেন যে, সিদ্ধান্তের এ রীতি যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত। এতে সন্দেহ নেই, যার দোয়া গৃহীত হবে সে-ই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।*

(চলমান টিকা)

সারকথা হলো, ডুই ছিল নিকৃষ্টতম একজন মানুষ, অভিশপ্ত-হৃদয় ও খান্নাস বা শয়তানের ভাই। সে ইসলামের শত্রু ছিল, বরং বলতে হবে শত্রুদের মাঝে

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম ও তারিখ	প্রবন্ধের সারাংশ
৪.	*দি লিটারেরি ডাইজেস্ট, নিউইয়র্ক, ২০শে জুন, ১৯০৩*	**ডুইয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার মুবাহিলার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে একই সাথে তার ও আমার ছবি ছেপেছে। এছাড়া হুবহু উল্লেখিত খবরই ছেপেছে।*
৫.	*নিউইয়র্ক মেইল এন্ড এক্সপ্রেস, ২৮শে জুন, ১৯০৩*	*যে শিরোনাম ছেপেছে তা হলো "দুই দাবি কারকের মাঝে মুবাহিলা। ডুইয়ের বিরুদ্ধে আমার দোয়ার কথা উল্লেখ করেছে। আরও লিখেছে চুড়ান্ত কথা হলো সত্যবাদীর জীবনে মিথ্যাবাদীর ধ্বংস হওয়া। এছাড়া বাকী প্রবন্ধে উপরোল্লেখিত খবরই ছেপেছে।*
৬.	*রচেস্টার হেরাল্ড, ২৫শে জুন, ১৯০৩*	*পত্রিকা লিখেছে, ডুইকে মুবাহিলার ডাক দেয়া হয়েছে। এছাড়া পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।*
৭.	*রেকর্ড বোস্টন, ২৭শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
৮.	*এ্যাডভারটাইজার, ২৫শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
৯.	*দি বোস্টন পাইলট, ২৭শে জুন, ১৯০৩*	*আমার ও ডুইয়ের উল্লেখ করেছে; এরপর মুবাহিলার দোয়ার কথা লিখেছে।*
১০.	*পাথ ফাইন্ডার, ওয়াশিংটন, ২৭শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
১১.	*দি ডেইলি ইন্টার ওশন, শিকাগো, ২৭শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
১২.	*ডেমোক্র্যাট ক্রনিক্যাল, রচেস্টার, ২৫শে জুন, ১৯০৩*	*মুবাহিলার উল্লেখ রয়েছে এছাড়া উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
১৩.	*শিকাগো ডেইলি নিউজ*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
১৪.	*বার্লিংটন ফ্রি প্রেস, ২৭শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
১৫.	*উস্টার স্পাই, ২৮শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*

(চলমান টিকা)

নিকৃষ্টতম। সে চাইতো যে, ইসলামের নাম পর্যন্ত মুছে যাক। সে তার অভিশপ্ত পত্র-পত্রিকায় বরাবর ইসলাম এবং একত্ববাদী (হানীফ) গোষ্ঠীকে অভিশপ্ত আখ্যা দিয়েছে আর দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! মুসলমানদের ধ্বংস করে

ক্রমিক নং	পত্রিকার নাম ও তারিখ	প্রবন্ধের সারাংশ
১৬.	*শিকাগো, ইন্টার ওশেন, ২৮শে জুন, ১৯০৩**	*মুবাহিলার দোয়ার কথা উল্লেখ করেছে।*
১৭.	*এ্যালব্যনী প্রেস, ২৫শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
১৮.	*জ্যাকসোন্যাল টাইমস, ২৮শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
১৯.	*বাল্টিমোর আমেরিকান, ২৫শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২০.	*বাফেলো টাইমস, ২৫শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২১.	*নিউইয়র্ক মেইল, ২৫শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২২.	*বোস্টন রেকর্ড, ২৭শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২৩.	*ডেট্রয়েট ইংলিশ নিউজ, ২৭শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২৪.	*হিলিনা রেকর্ড, ১লা জুলাই, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২৫.	*জেরম শায়ের গেজেট, ১৭ই জুলাই, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২৬.	*নিউ নেশন ক্রনিক্যাল, ১৭ই জুলাই, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২৭.	*হিউস্টন ক্রনিক্যাল, ৩রা জুলাই, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২৮.	*সোনা নিউজ, ২৯শে জুন, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
২৯.	*ট্রিচমন্ড নিউজ, ১লা জুলাই, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
৩০.	*গ্লাসগো হেরাল্ড, ২৭শে অক্টোবর, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
৩১.	*নিউইয়র্ক কমার্শিয়াল এ্যাডভার্টাইজার, ২৬শে অক্টোবর, ১৯০৩*	*উপরোল্লেখিত খবরই এতে ছেপেছে।*
৩২.	*দি মর্নিং টেলিগ্রাফ, ২৮শে অক্টোবর, ১৯০৩*	*মুবাহিলার আমন্ত্রণ ও ডুইয়ের উল্লেখ রয়েছে।*

দাও। পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না। তুমি আমাকে তাদের পতন এবং ধ্বংস দেখাও আর সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে ত্রিত্ববাদ তথা তিন খোদা-সংক্রান্ত বিশ্বাস ছড়িয়ে দাও। সে বলেছে, আমি সকল মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের ধ্বংস দেখতে চাই, এটিই আমার জীবনের পরম লক্ষ্য। এর চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য আমার নেই। আমাদের কাছে ইংরেজী যে পত্রিকা আছে তাতে এ কথাগুলোর সবক'টি লেখা রয়েছে। যে পড়বে সে নিঃসন্দেহে তাতে তা দেখতে পাবে। হে পাঠক! এই প্রতারকের নোংরামির ধারণা পাওয়ার জন্য এ ক'টি কথা তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। এ কারণেই মহানবী (সা.) তাকে শূকর আখ্যা দিয়েছেন, কেননা পবিত্র বস্তু এই অপবিত্রের কাছে ছিল অত্যন্ত অপছন্দনীয় আর শির্কের নোংরামী ও প্রতারণা ছিল তার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

পাঠকগণ! তার কথায় ইসলামের যে চরম অবমাননা রয়েছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। সে যে শয়তানের তুলনায় বেশি অভিশপ্ত, প্রত্যক্ষকারীরা তা অবলোকন করেছেন। এক পর্যায়ে সে মানুষের মাঝে গালমন্দের মূর্ত প্রতীক হয়ে যায়। নিষেধ ও বারণ করা সত্ত্বেও সে বিরত হওয়ার ছিল না। মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর মাধ্যমে সত্যবাদীর সত্যতা প্রকাশের মানসে খোদার পক্ষ থেকে যখন আমি তার সাথে মুবাহিলা করলাম ও তাকে মুবাহিলার ডাক দিলাম তখন এক আমেরিকাবাসী বলে আর স্বীয় পত্রিকায় ডুই ও তার চরিত্র সম্পর্কে সূক্ষ্ম রসিকতার ছলে লেখে, ডুই কখনও মুবাহিলার শর্ত পরিবর্তন করা ছাড়া মুবাহিলা গ্রহণ করবে না। সে বলবে, আমি মুবাহিলা গ্রহণ করব না কিন্তু অভিশম্পাত ও গালমন্দে আমার মুকাবিলা করে দেখ! যে পক্ষ গালমন্দের পরিমাণ ও মাত্রায় প্রতিপক্ষ থেকে এগিয়ে থাকবে সে সত্যবাদী, আর তার প্রতিপক্ষ নিঃসন্দেহে মিথ্যুক। এটি এক পত্রিকার মালিকের উক্তি, যে ডুই-এর চরিত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান করে বের করেছিল। সে তার (ডুই) মুখ থেকে যা বের হয় সে সম্পর্কে ধারণা রাখত এবং এর স্বাদও নিয়েছিল। অন্যান্য বহু পত্রিকার মালিক বা সম্পাদকরাও একই ধরণের কথা ছেপেছে। তারা আমেরিকার সম্মানিত অধিবাসী ও গুরুত্বপূর্ণ লোক। এ ছাড়া আমিও মুবাহিলার বিষয়ে তার চরিত্র যাচাই করেছি। আমার পত্র যখন তার কাছে পৌঁছে সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় আর অহংকারবশত তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, আর জঙ্গলের নেকড়ের মত নখ ও দাঁত বের করে। সে বলে,

আমি এই ব্যক্তিকে একটি মাছিতুল্য বরং তার চেয়েও তুচ্ছ মনে করি। এ মাছি আমাকে নয় বরং স্বীয় মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আর সে একথা নিজ পত্রিকায় প্রচার করেছে। এই অহংকার ও দম্ভ সম্পর্কে যদি ধারণা পেতে চাও তাহলে তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট। সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র ভরসায় আমি তার অহংকারের কারণেই দোয়া ও মুবাহিলার প্রেরণা পেয়েছি। আমার পক্ষ থেকে মুবাহিলার আহ্বানের পূর্বে এ ব্যক্তি বিশাল ধনভান্ডারের মালিক ছিল। আমি তার বিরুদ্ধে এই দোয়া করতাম যে, আল্লাহ্ তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও আক্ষেপের মাঝে ধ্বংস করুন । আমার দোয়ার পূর্বে সে রাজা-বাদশাহ্র মত প্রভাবশালী ছিল আর তার শক্তি, প্রতাপ খ্যাতি ছিল বৃত্তের ন্যায় সর্বব্যাপি। সে সুন্দর-সুসজ্জিত ও সুউচ্চ গৃহরাজি এবং সুদৃঢ় প্রাসাদের মালিক ছিল। জীবনে সে কোনো বিপদাপদ দেখেনি। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত সে তার দল বড় হতে দেখেছে। এ পৃথিবীর সম্ভাব্য সকল নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য তার আয়ত্তে ছিল। অভাব-অনটন ও দুঃখ-ক্লেশ কাকে বলে তা সে জানত না। সে রেশমী বস্ত্র পরিধান করত আর উন্নতমানের দ্রুতগামী বাহনে চলাফেরা করতো। মৃত্যু যে একদিন আঘাত হানবে সে সম্পর্কে সে ছিল উদাসীন, আর সে ভাবতো যে, তাকে সুদীর্ঘ জীবন দেয়া হবে।

সে সেই সকল লোকদের মত দিনাতিপাত করত যারা মানুষের সিজদা, ইবাদত ও মাহত্ম্যের বাহবা কুড়িয়ে অভ্যস্ত আর রাত্রি যাপন করত অতি কোমল ও মোলায়েম বিছানায়। কিন্তু তার অদৃষ্ট সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার সত্যতা প্রমাণের জন্য খোদা তা'লা যখন স্বীয় তকদীর প্রকাশ করেন তখন তার বিলাসবহুল ও আনন্দঘন জীবনের যবনিকাপাত ঘটে। আল্লাহ্ তা'লা তাকে অশুভ চক্রে আবদ্ধ করেন। সে নিজ জীবনের সর্প দ্বারা অর্থাৎ–স্বীয় অপকর্ম ও পাপরূপী সাপের ছোঁবলে মারাত্মকভাবে দংশিত হয়। দ্রুতগ্রামী ও আরামদায়ক বাহন তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে যায় এবং তা গতি হারিয়ে বসে। তার সূক্ষ্ম রেশম মোটা রেশমে বদলে যায়। এভাবে অন্যান্য বিষয়ও এমনভাবে পাল্টে যায় যে, প্রভূত সম্পদ খরচ করে সে যে শহর গড়েছিল এক পর্যায়ে সেখান থেকে সে বহিস্কৃত হয়। গুপ্ত সম্পদ খরচ করে সে যে সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল তা তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা এতেই ক্ষান্ত হননি বরং তার বিরুদ্ধে স্বীয় সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। তার মহিমা ও সম্মানের সকল উৎসকে দুমড়ে-মুচড়ে দেন, আর যা কিছু তার

নিয়ন্ত্রণে ছিল সবকিছু তার হাত থেকে অন্য ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তার অহংকার তার জন্য ভয়াবহ অন্ধকার ডেকে আনে, এমনকি সে তার পূর্বোক্ত সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায় আর যুগে তাকে বন্ধ্যার দুধ পান করতে হয় অর্থাৎ সে ব্যর্থতার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থাকে। দারিদ্রের কষাঘাতে তাকে নিম্নমানের বাহন (পশু) ব্যবহার করতে হয়। এরপর কতক উত্তরাধিকারী তাকে ঋণগ্রস্তের ন্যায় পাকড়াও করে এবং সে স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেখতে পায়।

এমনকি তার পিতা আমেরিকার কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করেছে যে, সে জারজ সন্তান, ব্যভিচারের ফসল; সে তার ঔরসজাত সন্তান নয়। এভাবে অধঃপতন ও অস্বাভাবিক ঝড়ো বায়ু তাকে যত্রতত্র বয়ে নিয়ে যায় আর যুগ তাকে সকল প্রকার লাঞ্ছনার সবচেয়ে ঘৃণ্য কষাঘাতে ক্লিষ্ট করে। সে অবহেলা-অনাদরে ***মাটিতে*** পড়ে থাকা পঁচা-গলা হাড় বা সর্পদংশিত ব্যক্তির ন্যায় মৃতবৎ হয়ে যায়। এক সময় সকল প্রকার সম্মান তাকে দেয়া হতো, কিন্তু এক পর্যায়ে এমন সময়ও আসে যখন কেউ তাকে চিনতো না। তার সাথী ও অনুসারীদের সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি ও জায়গীরের কিছুই তার হাতে অবশিষ্ট থাকে নি। সে দুর্গত, অভাবক্লিষ্ট ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কলঙ্ক বয়ে বেড়াতে থাকে। তার চৌবাচ্চার পানি শুষে নেয়া হয় (রূপক অর্থে) এবং তার বাগান শুকিয়ে যায়, আর তার টবের পানিও উবে যায়। তার ঘর হয়ে যায় লক্ষ্মীছাড়া আর তার প্রদীপ নিভে যায়। তার হা-হুতাস হয়ে ওঠে গগণবিদারী। বাগান ও এর ঝর্ণা, ঘোড়া ও বাহন তার কাছ থেকে ছিনে নেয়া হয়। সমতল ও বন্ধুর ভূমি তার জন্য হয়ে ওঠে সংকীর্ণ। উপত্যকা এবং এতে যা কিছু ছিল সব তার শত্রু হয়ে যায়। যে সম্পদের চাবি তার হাতে ছিল তা খোয়া যায় বা কেড়ে নেয়া হয়, সে শত্রুদের পক্ষ থেকে ঝগড়া-বিবাদ এবং এর কষ্টদায়ক দিকগুলোই প্রত্যক্ষ করেছে। সকল লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দেখার পর আপাদমস্তক সে পক্ষাঘাতক্লিষ্ট হয় যেন তা তাকে নোংরা

***টিকা:**

اَلْهِمْلَاجُ : *এমন প্রাণী বা বাহন যাতে ভ্রমণ অত্যন্ত আরামদায়ক এবং যা দ্রুতগতি সম্পন্ন-লেখক।*

اَلْقُطُوْفُ : *এমন প্রাণী বা বাহন যাতে ভ্রমণ কষ্টদায়ক এবং যার গতি অত্যন্ত শ্লথ- লেখক।*

জীবন থেকে বিলুপ্তির পরপারে ঠেলে দিতে পারে। মানুষের কাঁধে তাকে একস্থান থেকে অন্যত্র বহন করা হতো। প্রস্রাব-পায়খানার বেগ পেলে অন্যের হাতে ডুস লাগানোর মুখাপেক্ষী হতো। এর পর সে পাগল হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তার কথাবার্তায় আজে বাজে শব্দ বা প্রলাপের আধিক্য দেখা দেয় এবং তার চাল-চলন ও ওঠা-বসায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেতে থাকে। এটি তার চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ছিল। আর এরপর বিভিন্ন প্রকার আক্ষেপের মাঝে সে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়। ১৯০৭ সনের মার্চে সে মারা যায় কিন্তু তার পুণ্যের স্মৃতিচারণ করে তার জন্য দু'ফোটা চোখের জল ফেলার মত কেউ ছিল না বা তার কথা স্মরণ করে কোনো বিলাপকারিণীও ছিল না। তার মৃত্যুর সংবাদ আমার কানে আসার পূর্বেই আমার প্রভু আমার প্রতি ওহী করেন এবং বলেন, إِنِّيْ نَعَيتُ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّادِقِيْنَ *[নিশ্চয় আমি এক মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছি; নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্যবাদীদের সাথে আছেন (তাযকিরা)-অনুবাদক]* আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমার এবং আমার ধর্মের শত্রুদের মধ্য থেকে আমার সাথে কোনো মুবাহিলাকারীর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন। আমি এই স্পষ্ট ওহীর পর অপেক্ষায় ছিলাম আর ঘটনা ঘটার পূর্বেই তা বদর ও আল-হাকাম পত্রিকায় ছেপেও দিয়েছি যেন তা পূর্ণ হতে দেখে বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ় হয়। আমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় হতেই ডুই হঠাৎ মারা যায়। এভাবে মিথ্যা লেজ গুটিয়ে পালায় এবং সত্য জয়যুক্ত হয়।

সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে যদি স্বর্ণ, মণি-মুক্তা ও হীরার একটি পাহাড়ও দেয়া হতো আমি তত আনন্দ পেতাম না যতটা এই মিথ্যুক ও নৈরাজ্যবাদীর মৃত্যু সংবাদে আনন্দিত হয়েছি। এমন কোনো ন্যায়পরায়ণ আছে কি যে মহাদানশীল আল্লাহ্-প্রদত্ত এই মহান বিজয় লক্ষ্য করবে?

এটি হলো সেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যা হীন শত্রুর ওপর বর্ষিত হয়েছে। আমার যতটুকু সম্পর্ক আছে মুবাহিলার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার সকল লক্ষ্য পূর্ণ করেছেন। সত্য স্পষ্ট করার জন্য বহু নিদর্শন প্রকাশ করেছেন আর পুণ্যবানদের একটি বড় বাহিনীকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। স্বর্ণ রৌপ্যের স্তুপীকৃত ভান্ডার তিনি আমার দিকে হেঁকে নিয়ে আসেন আর আমাকে সকল মুবাহিলাকারী, বিদাতের সূচনাকারী, (নতুন কথা উদ্ভাবনকারী) মুরতাদ ও

কাফিরের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন এবং আমার পক্ষে সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছেন* ।

*** টিকা**

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বারবার ডুইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেছেন আর যে সকল সুসংবাদ দিয়েছেন তা সংখ্যায় অজস্র। এর সবক'টি তার মৃত্যু ও শাস্তি আসার পূর্বেই বদর ও আল্ হাকাম পত্রিকায় ছেপে দেয়া হয়েছে; দর্শক বা পাঠকরা তা খুলে দেখতে পারেন। ১৯০২ সনের ২৫শে ডিসেম্বর আমার নিজের সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে আমার প্রতি ইলহাম করা হয়েছে, তা হলো, إِنِّيْ صَادِقٌ صَادِقٌ، وَسَيَشْهَدُ اللهُ لِيْ *[আমি, সত্যবাদী, সত্যবাদী, অচিরেই আল্লাহ্ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন- (তাযকিরা)-অনুবাদক]।*

সেই ইলহামগুলোর আরেকটি আমার প্রতি ওহী করা হয় ১৯০৩ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি; তাহলো,

سَنُعْلِيْكَ سَأُكْرِمُكَ إِكْرَامًا عَجَبًا. سُمِعَ الدُّعَاءُ. إِنِّيْ مَعَ الْأَفْوَاجِ آتِيْكَ بَغْتَةً. دُعَاؤُكَ مُسْتَجَابٌ

[আমরা তোমাকে অচিরেই বিজয় দান করব আর তোমাকে বিস্ময়কর সম্মান দেবো। তোমার দোয়া গৃহীত হলো। আমি সৈন্য-সামন্তসহ অকস্মাৎ তোমার সাহায্যার্থে আসব। তোমার দোয়া গৃহীত হওয়ার যোগ্য (তাযকিরা)-অনুবাদক]।

১৯০৩ সনের ২৬শে নভেম্বর আমার প্রতি ওহী করা হয়, لَكَ الْفَتْحُ، وَلَكَ الْغَلَبَةُ *[বিজয় তোমারই, তুমিই জয়যুক্ত হবে (তাযকিরা) অনুবাদক]।*

পুনরায় ১৯০৩ সনের ১৭ই ডিসেম্বর আমার প্রতি ওহী করা হয়, تَرى نَصْرًا مِنْ عِنْدَ اللهِ. إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ *[তুমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করবে। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্মশীল –আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন (তাযকিরা)-অনুবাদক]।*

১৯০৪ সনের ১২ই জুন আমার প্রতি ওহী করা হয়, كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ كَمِثْلِكَ دُرٌّ لَا يُضَاعُ. لَا يَأْتِيْ عَلَيْكَ يَوْمُ الْخُسْرَانِ. *[আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হবো। তোমার মত মানুষ (মোতি-মুক্তা) কখনও নষ্ট বা ধ্বংস হবে না আর তোমার জীবনে কখনও এমন দিন আসবে না যেদিন তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পার (তাযকিরা)-অনুবাদক]।*

আবার ১৯০৫ সনের ১৭ই ডিসেম্বর আমার প্রতি ওহী করা হয়, قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ نَازِلٌ مِنَ السَّمَآءِ مَا يُرْضِيْكَ، رَحْمَةً مِنَّا، وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. *[তোমার প্রভু বলেন, তিনি আকাশ থেকে এমন কিছু অবতীর্ণ করতে যাচ্ছেন যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এবং তা আমাদের পক্ষ থেকে করুণার নিদর্শনস্বরূপ হবে। এটি এমন একটি বিষয় যার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে (তাযকিরা)-অনুবাদক]।*

১৯০৬ সনের ২০শে মার্চ আমার প্রতি ওহী করা হয়, اَلْمُرَادُ حَاصِلٌ *[তোমার লক্ষ্য অর্জিত হতে যাচ্ছে (তাযকিরা)-অনুবাদক]। পুনরায় ১৯০৬ সনের ৯ই এপ্রিল আমার প্রতি ওহী করা হয়,* نَصْرٌ مِنْ اللهِ وَفَتْحٌ مُّبِيْنٌ. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنْ قَوْمٍ يُّعْرِضُوْنَ *[আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সাহায্য ও বিজয় সন্নিকটে, সত্যকে অবজ্ঞাকারী জাতি তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না (তাযকিরা)-অনুবাদক]।*

(চলমান টিকা)

যা আমি গুণে শেষ করতে পারব না আর তা লেখার শক্তিও আমার নেই। আমার দোয়ার পর আল্লাহ্ ডুইয়ের সাথে কী ব্যবহার করেছেন তা আমেরিকাবাসীদের জিজ্ঞেস কর। আমার কাছে আস, আমি তোমাদেরকে

১৯০৬ সনের ১২ই এপ্রিল আমার প্রতি ওহী করা হয়, أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَعْنِيْ مَقَامُ عِزَّةٍ وَفَتْحٍ تُحْمَدُ فِيْهِ. [আল্লাহ্ তোমাকে প্রশংসনীয় মর্যাদায় উপনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– অর্থাৎ সম্মান ও বিজয়ের এমন এক পর্যায়ে, যেখানে তোমার প্রশংসা করা হবে (তাযকিরা)-অনুবাদক]।

হিন্দী ভাষায় ওহী করা হয়, (অনুবাদ) আমি এমন বিষয় প্রকাশ করবো যা গীর্জার প্রভাব ও শক্তিকে নিঃশেষ করবে অর্থাৎ আমি এমন নিদর্শন প্রকাশ করবো যা খ্রিস্টানদের গীর্জার– অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব-প্রতাপকে মিটিয়ে দেবে।

১৯০৬ সনের ৭ই জুন আমার প্রতি হিন্দী ভাষায় ওহী করা হয়, (অনুবাদ) দু'টো নিদর্শন প্রকাশ পাবে। আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাবো যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে।

১৯০৬ সনের ২০শে জানুয়ারী আমার প্রতি ওহী করা হয়, وَقَالُوْا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. [তারা বলবে তুমি প্রেরিত নও, তুমি বল, তোমাদের এবং আমার মাঝে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ এবং যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে তারাই যথেষ্ট (তাযকিরা)-অনুবাদক]।

১৯০৬ সনের ১০ই জুলাই আমার প্রতি ওহী করা হয়, (অনুবাদ) দেখ, আমি আকাশ থেকে তোমার জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করব আর ভূমি থেকেও উৎপন্ন করবো। তোমার শত্রুদের যতটুকু সম্পর্ক আছে তারা ধরা পড়বে।

১৯০৬ সনের ২৩শে আগস্ট আমার প্রতি ওহী (হিন্দী) করা হয় (অনুবাদ): আল্লাহ্ আমাদের মাঝে মীমাংসা চান, তাই অদূর ভবিষ্যতে একটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে।

১৯০৬ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর আমার প্রতি ওহী (হিন্দী) করা হয়: 'হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। তোমার দোয়া গৃহীত হলো। بَلَجَتْ آيَاتِيْ [আমার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য বিজয় অবধারিত (তাযকিরা)-অনুবাদক]।

১৯০৬ সনের ২০শে অক্টোবর আমার প্রতি ওহী করা হয় (হিন্দী) (অনুবাদ): আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীর শত্রু, তিনি তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছাবেন। নীচ ব্যক্তির ভরাডুবি হয়েছে (নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে)। তোমার প্রভু বড় কঠোর হস্তে পাকড়াও করেন।

১৯০৭ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী আমার প্রতি ওহী (হিন্দী) করা হয় (অনুবাদ): সমুজ্জ্বল নিদর্শন, আমাদের বিজয় ।

(চলমান টিকা)

আমার প্রভু ও মনিবের নিদর্শন দেখাবো। আর আমাদের সর্বশেষ নিবেদন হলো, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি বিশ্ব প্রতিপালক।

প্রকাশক

মির্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্

পাঞ্জাব, গুরুদাসপুর, কাদিয়ান

১৫ই এপ্রিল ১৯০৭

১৯০৭ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি আমার প্রতি ওহী করা হয়,

اَلْعِيْدُ الْآخَرَ، تَـنَالُ مِنْهُ فَتْحًا عَظِيْمًا. دَعْنِيْ أَقْتُلْ مَنْ آذَاكَ. إِنَّ الْعَذَابَ
مَرَبَّعٌ وَمُدَوَّرٌ. وَإِنْ يَّرَوَا آيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

[আরও একটি ঈদ আসছে যখন তুমি মহান বিজয় লাভ করবে। আমায় ছেড়ে দাও, যে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে তাকে আমি হত্যা করবো। চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টনকারী বিভিন্ন প্রকার শাস্তি অবতীর্ণ হবে। তারা কোনো নিদর্শন দেখলে অবজ্ঞা করে আর বলে, এটি এমন জাদু যা যুগে-যুগে চলে আসছে (তাযকিরা) অনুবাদক]

১৯০৭ সনের ৭ই মার্চ আমার প্রতি ওহী করা হয় يَأْتُوْنَ بِنَعْشِهِ مَلْفُوْفًا. نَعَيْتُ مِنْ سَابِعِ مَارْجَ إِلٰى آخِرِهِ *[তারা তার লাশ কাফন-আবৃত করে নিয়ে আসবে। আমি ৭ই মার্চ থেকে মার্চের শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছি অর্থাৎ– এ সময়ের ভেতর এ ব্যক্তির মত্যুর সংবাদ প্রকাশ পেয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্যবাদীদের সাথে আছেন-(তাযকিরা)-অনুবাদক]।*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে আলেকজান্ডার ডুই-এর পক্ষাঘাত-কবলিত হওয়ার পূর্বের ও পরের দুটো ছবি এভাবে ছাপা হয়েছে

সমাপ্তিঃ

আমার হৃদয়ে এ ধারণার উন্মেষ ঘটেছে যে, সাধারণের অবগতির জন্য এই পুস্তিকায় আমার ও আমার পিতা-পিতামহের জীবনচরিত কিছুটা হলেও লিখে দেয়া দরকার; আল্লাহ্ তা'লা হয়ত তাদের উপকৃত করবেন, ভ্রষ্টতা এড়ানোর শক্তি যোগাবেন এবং তারা প্রকৃত সত্য উদঘাটন সম্পর্কে ভাববে আর ন্যায় ও সুবিচারের প্রতি আকৃষ্টও হবে।

খোদা তোমাদের প্রতি করুণা করুন; জেনে রাখ, আমার নাম গোলাম আহমদ, পিতাঃ মির্যা গোলাম মুর্তযা। তাঁর পিতা ছিলেন মির্যা আতা মুহাম্মদ, তাঁর পিতাঃ মির্যা গুল মুহাম্মদ। তাঁর পিতা মির্যা ফয়েয মুহাম্মদ আর তাঁর পিতার নাম মির্যা মুহাম্মদ কায়েম। তাঁর পিতা ছিলেন মির্যা মুহাম্মদ আস্লাম, পিতাঃ মির্যা মুহাম্মদ দিলাওয়ার বেগ। তাঁর পিতার নাম মির্যা আলাদ্দীন, পিতাঃ মির্যা জাফর বেগ। তাঁর পিতার নাম ছিল মির্যা মুহাম্মদ বেগ, পিতা মির্যা মুহাম্মদ আবদুল বাকী। তাঁর পিতার নাম মির্যা মুহাম্মদ সুলতান, পিতাঃ মির্যা হাদী বেগ।

স্মর্তব্য, যে গ্রামে আমার বসতি এর নাম ছিল ইসলামপুর যা পরে কাদিয়ান নামে খ্যাতি লাভ করে। এটি পাঞ্জাবের দু'টি নদী, অর্থাৎ–রাভী ও বিয়াস এর অববাহিকায় অবস্থিত। যা পাঞ্জাবের কেন্দ্র ও রাজধানী লাহোর এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। আমি আমার পিতা-পিতামহের জীবনালেখ্যে পড়েছি আর একইসাথে আমার পিতার কাছেও শুনেছি যে, আমার পিতা-পিতামহ মোঘলদের অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি ওহী করেছেন যে, তারা ছিলেন সত্যিকার অর্থে পারস্য বংশীয় তুর্কী নন। অনুরূপভাবে আমার প্রভূ আমাকে অবহিত করেছেন যে, আমার মা-দাদীদের কেউ-কেউ ফাতেমী বংশীয় এবং আহলে বাইতভূক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা পরম প্রজ্ঞা ও হিকমতের অধীনে তাদের মাঝে ইসহাক ও ইসমাইলের বংশকে একীভূত করেছেন।

আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি আর তাঁদের কোনো কোনো জীবনালেক্ষ্যে পড়েছি, ভারতে আসার পূর্বে তাঁরা প্রথম দিকে সমরকন্দে বসবাস করতেন। সে অঞ্চলের তাঁরা ধনাঢ্য মানুষ ও শাসকশ্রেণীভূক্ত ছিলেন আর মুসলমানদের

স্বার্থ-রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান করতেন।

এভাবে দেশ থেকে দেশান্তর গমন (কালের প্রবাহে) তাঁদের বহু দূরে নিয়ে যায় এবং সফরের কাঠিন্য গভীরভাবে তাঁদের জীবনে রেখাপাত করে। অবশেষে তাঁরা কাদিয়ান নামক ভূমিতে পা রাখেন। এই অঞ্চলকে তাঁরা কল্যাণময় এবং এর মাটিকে পবিত্র পেয়েছেন আর এর জলবায়ু, এর মানুষ এবং তরুলতা তাদের মনঃপুত হয় এবং তাঁরা সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

তাঁরা শহরের চেয়ে গ্রামকে প্রাধান্য দেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এতে তাঁদের সহায়-সম্পত্তি ও জায়গীর দেয়া হয় আর তাঁরা গ্রাম ও শহরের স্বত্বাধিকারী হন। এ অবস্থায় দীর্ঘকাল কেটে যাওয়ার পর মোঘল রাজত্বের অনুকূলে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত কাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের (আমার পিতা-পিতামহ) এতদঞ্চলের বাদশাহ্‌র আসনে বসান। আর এক পর্যায়ে তারা এ অঞ্চলের স্থায়ী বাদশাহ্‌র আসন অলংকৃত করেন। ক্ষমতার সার্বিক রাজদন্ড তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপা ও করুণাগুণে তাদের মনোষ্কামনা পূর্ণ করেন। দীর্ঘকাল প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মাঝে সম্মান ও সুনামের সাথে রাজত্ব করার পর খোদা তা'লা স্বীয় গভীর বিবেচনা ও সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এমন এক জাতির অভ্যুদয় ঘটান যাদের 'খাল্সা' বলা হয় আর তারা ছিল কঠোর হৃদয়ের অধিকারী। তারা সম্ভ্রান্তদের সম্মান করত না আর দুর্বলদের প্রতি কোনো সহানভুতি প্রদর্শন করতো না। যখনই তারা কোনো জনপদে প্রবেশ করতো, তাতে নৈরাজ্য ছড়াতো আর সম্মানিতদের লাঞ্ছিত করতো। তাদের অত্যাচার ও নিষ্পেষণের কারণে ইসলামের চতুদর্শী চন্দ্র শশীকলার মত ক্ষীণ হয়ে যায়। তারা ছিল ইসলামের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন আর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ সময়েই এ সকল নীচদের পক্ষ থেকে আমার পিতা-পিতামহের ওপর সমস্যার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। এক পর্যায়ে তাঁদেরকে তাঁদের 'রিয়াসত' বা জায়গীর থেকে বহিষ্কার করা হয় আর কাফিরদের হাত তাঁদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরা দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়ার আঘাতে জর্জরিত হন বা শক্তিশালীদের পক্ষ থেকে তাদের ধাক্কা দেয়া হয়, অর্থাৎ –তাদের সমস্যার মাঝে ঠেলে দেয়া হয়। সুবিস্তৃত ও ঘন ছায়াবহুল স্থান থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়। তাঁদের দেশান্তরিত অবস্থায় বছরের পর বছর জীবন অতিবাহিত করতে হয়। অত্যাচারীদের হাতে তাঁদের নিদারুণ কষ্ট

দেয়া হয়। দয়ালু খোদা ছাড়া কেউ তাঁদের প্রতি করুণা করে নি। এরপর আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় ইংরেজদের যুগে আমার পিতা কতক গ্রাম ফেরত পান, বলা যায় হারানো সম্পত্তির সমুদ্র থেকে এক ফোটা বা তার চেয়েও কিছু কম তিনি ফিরে পেয়েছেন।

সারকথা হলো, যে যুগ ফল-ফলাদি সমৃদ্ধ বৃক্ষ-স্বরূপ ছিল, আর যে যুগ সুসজ্জিত নববধূর মত ছিল, এমন যুগের অবসানের পর আমার পিতা-পিতামহ ব্যর্থতা ও আক্ষেপের বেদনা নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আমি তাদের ঘটনাকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে নিয়েছি যার স্মরণে চোখ থেকে অশ্রুবন্যা বইতে থাকে, সে কথা ভাবলে চোখের পানি থামতে চায় না। আমি যা দেখেছি তা ভাবলে হৃদয় ফেটে যায় আর আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। আমি নিভৃতে মনকে বললাম, এই জীবন কেবল প্রহসন আর এর চূড়ান্ত পরিণতি চরম ব্যর্থতা ও ধ্বংস বৈ কিছু নয়। ইহজগত স্বীয় সকল কষ্ট ও সংকীর্ণতার মাধ্যমে আমাকে এ পৃথিবী সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে আর আমার হৃদয়ে এর চাকচিক্যকে উপেক্ষা করার প্রেরণা সঞ্চার করা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়ার মোহ ও জাগতিক চাকচিক্য আর এর বৃক্ষ ও ফলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নেন। আমি অজানা-অচেনা থাকতে পছন্দ করতাম ও নিভৃত কোণে জীবন কাটিয়ে দেয়াকে শ্রেয় মনে করতাম। বৈঠক ও সভা-সমাবেশ, আত্মম্ভরিতা ও লোক দেখানো কর্ম থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতাম। আল্লাহ্ আমাকে আমার কুঠুরী থেকে বের করেন আর মানুষের মাঝে সুখ্যাতি প্রদান করেন; যদিও এক্ষেত্রে আমার চরম অনীহা ছিল। তিনি আমাকে শেষ যুগের খলীফা এবং যুগ ইমাম মনোনীত করেন। তিনি আমার সাথে প্রচুর বাক্যালাপ করেন; এর কতক এখানে তুলে ধরছি। এ সবের প্রতি আমরা সেভাবে বিশ্বাস রাখি যেভাবে সৃষ্টিকর্তার কিতাবের প্রতি (পবিত্র কুরআন) বিশ্বাস রাখি।

তাহলো নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَحْمَدُ، بَارَكَ اللهُ فِيْكَ. مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللهَ رَمٰى. اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ، وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ. قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا. كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُحَمَّدٍ، فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ. وَقَالُوْا إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. قُلِ اللهُ، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامٌ شَدِيْدٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا. هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. يَقُوْلُوْنَ أَنّٰى لَكَ هٰذَا، إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُوْنَ. أَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ. مَنْ هٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِيْنٌ جَاهِلٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ. قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ. وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. هٰذَا مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّكَ، يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. فَبَشِّرْ، وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ. لَكَ دَرَجَةٌ فِي السَّمَاءِ وَفِي الَّذِيْنَ هُمْ يُبْصِرُوْنَ. وَلَكَ نُرِيْ آيَاتٍ، وَنَهْدِمُ مَا يَعْمُرُوْنَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ. وَقَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا. قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. إِنِّيْ مُهِيْنٌ مَنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ. إِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ. كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيُغْلَبُوْنَ. إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ. أُرِيْكَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ. إِنِّيْ أُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ. جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ. بِشَارَةٌ تَلَقَّاهَا النَّبِيُّوْنَ. أَنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِكَ، كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ، تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ. وَلَا تَيْأَسْ مِنْ رَوْحِ اللهِ. أَلَا إِنَّ رَوْحَ اللهِ قَرِيْبٌ. أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْبٌ. يَأْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. يَنْصُرُكَ اللهُ مِنْ عِنْدِهِ. يَنْصُرُكَ رِجَالٌ نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ. قَالَ

رَبُّكَ إِنَّهُ نَازِلٌ مِّنَ السَّمِاءِ مَا يُرْضِيْكَ. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا. فَتْحُ الْوَلِيِّ فَتْحٌ، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. أَشْجَعُ النَّاسِ. وَلَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهُ. أَنَارَ اللهُ بُرْهَانَهُ. كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ. يَا قَمَرُ يَا شَمْسُ، أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ، وَانْتَهَى أَمْرُ الزَّمَانِ إِلَيْنَا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. وَلَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللهِ وِلَا تَسْأَمْ مِنَ النَّاسِ. وَوَسِّعْ مَكَانَكَ. وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ. أَصْحَابُ الصُّفَّةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَصْحَابُ الصُّفَّةِ. تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمعِ. يُصَلُّوْنَ عَلَيْكَ، رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. يَا أَحْمَدُ، فَاضَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ. إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ. يَرْفَعُ اللهُ ذِكْرَكَ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. بُوْرِكْتَ يَا أَحْمَدُ، وَكَانَ مَا بَارَكَ اللهُ فِيْكَ حَقًّا فِيْكَ. شَأْنُكَ عَجِيْبٌ، وَأَجْرُكَ قَرِيْبٌ. اَلْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مَعِي. أَنْتَ وَجِيْهٌ فِيْ حَضْرَتِيْ، اِخْتَرْتُكَ لِنَفْسِيْ. سُبْحَانَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، زَادَ مَجْدُكَ، يَنْقَطِعُ آبَاؤُكَ، وَيُبْدَأُ مِنْكَ. وَمَا كَانَ اللهُ لِيَتْرُكَكَ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ. إِذَا جِاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ. هَذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ. أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ. دَنَا فَتَدَلّٰى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى. يُحْيِي الدِّيْنَ وَيُقِيْمُ الشَّرِيْعَةَ. يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. يَا مَرْيَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. يَا أَحْمَدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. نُصِرْتَ، وَقَالُوْا لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ. شَكَرَ اللهُ سَعْيَهُ. أَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ، سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ. إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ رَحْمَتِيْ فِي الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ، وَإِنَّكَ مِنَ الْمَنْصُوْرِيْنَ. يَحْمَدُكَ اللهُ وَيَمْشِيْ إِلَيْكَ. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا. خَلَقَ آدَمَ فَأَكْرَمَهَ. جَرِيُّ اللهِ فِيْ حُلَلِ الْأَنْبِيَاءِ. بُشْرَى لَكَ يَا أَحْمَدِيْ، أَنْتَ مُرَادِيْ وَمَعِيْ، سِرُّكَ سِرِّيْ. إِنِّيْ نَاصِرُكَ، إِنِّيْ حَافِظُكَ، إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا، قُلْ هُوَ اللهُ عَجِيْبٌ.

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وَقَالُوا إِنْ
هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ. إِذَا نَصَرَ اللهُ
الْمُؤْمِنَ جَعَلَ لَهُ الْحَاسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ. وَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ. قُلِ اللهُ
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ
كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا
تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ. قُلْ جَاءَكُمْ نُوْرٌ مِّنَ اللهِ فَلَا تَكْفُرُوْا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. أَمْ تَسْأَلُهُمْ مِنْ* خَرْجٍ، فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ. بَلْ أَتَيْنَاهُمْ
بِالْحَقِّ فَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ. تَلَطَّفْ بِالنَّاسِ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ، أَنْتَ فِيْهِمْ بِمَنْزِلَةِ
مُوْسَى، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ. لَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ. وَاصْنَعِ
الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ، يَدُ اللهِ فَوْقَ
أَيْدِيْهِمْ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْ كَفَرَ. أَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ لَعَلِّيْ أَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ
مُوْسَى، وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. مَا كَانَ لَهُ أَنْ
يَدْخُلَ فِيْهَا إِلَّا خَائِفًا. وَمَا أَصَابَكَ فَمِنَ اللهِ. اَلْفِتْنَةُ هٰهُنَا، فَاْصبِرْ كَمَا صَبَرَ
أُوْلُو الْعَزْمِ. أَلَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللهِ، لِيُحِبَّ حُبًّا جَمًّا، حُبًّا مِّنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْأَكْرَمِ.
شَاتَانِ تُذْبَحَانِ، وَكُلُّ مَّنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا. أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ
عَبْدَهُ. أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَإِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا، أَ هٰذَا
الَّذِيْ بَعَثَ اللهُ؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. وَالْخَيْرُ
كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ، لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ. قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى. وَقَالُوْا لَوْلَا
نُزِّلَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ. وَقَالُوْا أَنّٰى لَكَ هٰذَا ، إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوْهُ
فِي الْمَدِيْنَةِ. يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحْبِبْكُمُ اللهُ. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ
حَصِيْرًا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ. قُلِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، إِنِّيْ عَامِلٌ،
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ التَّقْوَى. إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ

اتَّقَوا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ. قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِيْ، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا، وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ تَمْتَرُوْنَ. سَلَامٌ عَلَيْكَ. جُعِلْتَ مُبَارَكًا. أَنْتَ مُبَارَكٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَمْرَاضُ النَّاسِ وَبَرَكَاتُهُ. تَبَخْتَرْ فَإِنَّ وَقْتَكَ قَدْ أَتَى، وَإِنَّ قَدَمَ الْمُحَمَّدِيِّيْنَ وَقَعَتْ عَلَى الْمَنَارَةِ الْعُلْيَا. إِنَّ مُحَمَّدًا سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ، مُطَهَّرٌ مُصْطَفَى. إِنَّ اللهَ يُصْلِحُ كُلَّ أَمْرِكَ، وَيُعْطِيْكَ كُلَّ مُرَادَاتِكَ. رَبُّ الْأَفْوَاجِ يَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، كَذَلِكَ يُرِي الْآيَاتِ لِيُثْبِتَ أَنَّ الْقُرْآنَ كِتَابُ اللهِ وَكَلِمَاتٌ خَرَجَتْ مِنْ فُوْهِي. يَا عِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ. إِنِّيْ سَأُرِيْ بَرِيْقِيْ، وَأَرْفَعُكَ مِنْ قُدْرَتِيْ. جَاءَ نَذِيْرٌ فِي الدُّنْيَا، فَأَنْكَرُوْهُ أَهْلُهَا وَمَا قَبِلُوْهُ، وَلَكِنَّ اللهَ يَقْبَلُهُ، وَيُظْهِرُ صِدْقَهُ بِصَوْلٍ قَوِيٍّ شَدِيْدٍ صَوْلٍ بَعْدَ صَوْلٍ. أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِيْ، فَحَانَ أَنْ تُعَانَ وَتُعْرَفَ بَيْنَ النَّاسِ. أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ عَرْشِيْ، أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِيْ[1]، أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْخَلْقُ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. إِذَا غَضِبْتَ غَضِبْتُ، وَكُلَّ مَا أَحْبَبْتَ أَحْبَبْتُ. مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ لِلْحَرْبِ. إِنِّيْ مَعَ الرَّسُوْلِ أَقُوْمُ، وَأَلُوْمُ مَنْ يَّلُوْمُ، وَأُعْطِيْكَ مَا يَدُوْمُ. يَأْتِيْكَ الْفَرَجُ. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ[2]، صَافَيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. تَفَرَّدْنَا بِذٰلِكَ، فَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيْبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ. وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلاً. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ. آثَرَكَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. نَزَلَتْ سُرُرٌ مِّنَ السَّمَاءِ، وَلَكِنَّ سَرِيْرَكَ وُضِعَ فَوْقَ كُلِّ سَرِيْرٍ. يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ. لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. لَا تَخَفْ، إِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ. يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. نُنَزِّلُ عَلَيْكَ أَسْرَارًا مِّنَ السَّمَاءِ، وَنُمَزِّقُ الْأَعْدَاءَ كُلَّ مُمَزَّقٍ، وَنُرِيْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ. فَلَا

تَحْزَنْ عَلَى مَا قَالُوْا، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. مَا أُرْسِلَ نَبِيٌّ إِلَّا أَخْزَى بِهِ اللهُ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُوْنَ. سَنُنْجِيْكَ، سَنُعْلِيَكَ، سَأُكْرِمُكَ إِكْرَامًا عَجَبًا. أُرِيْحُكَ وَلَا أُجِيْحُكَ، وَأُخْرِجُ مِنْكَ قَوْمًا. وَلَكَ نُرِي آيَاتٍ، وَنَهْدِمُ مَا يَعْمُرُوْنَ. أَنْتَ الشَّيْخُ الْمَسِيْحُ الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقْتُهُ. كَمِثْلِكَ دُرٌّ لَا يُضَاعُ. لَكَ دَرَجَةٌ فِي السَّمَاءِ وَفِي الَّذِيْنَ هُمْ يُبْصِرُوْنَ. يُبْدِيْ لَكَ الرَّحْمٰنُ شَيْئًا. يَخِرُّوْنَ عَلَى الْمَسَاجِدِ، يَخِرُّوْنَ عَلَى الْأَذْقَانِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ، تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ. لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. يَعْصِمُكَ اللهُ مِنَ العِدَا، وَيَسْطُوْ بِكُلِّ مَنْ سَطَا، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. يَا جِبَالُ أَوِّبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ. سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ. إِنِّيْ مَعَ الرُّوْحِ مَعَكَ وَمَعَ أَهْلِكَ، لَا تَخَفْ إِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ. إِنَّ وَعْدَ اللهِ أَتَى، وَرَكَلَ وَرَكَى، فَطُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ وَرَأَى، أُمَمٌ يَسَّرْنَا لَهُمُ الْهُدَى، وَأُمَمٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ. وَقَالُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا، قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. يَنْصُرُكُمُ اللهُ فِيْ وَقْتٍ عَزِيْزٍ. حُكْمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ لِخَلِيْفَةِ اللهِ السُّلْطَانِ، يُؤْتَى لَهُ الْمُلْكُ الْعَظِيْمُ، وَتُفْتَحُ عَلَى يَدِهِ الْخَزَائِنُ، ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ، وَفِي أَعْيُنِكُمْ عَجِيْبٌ. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ إِنِّيْ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. فَانْتَظِرُوْا آيَاتِيْ حَتَّى حِيْنٍ. سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِيْ أَنْفُسِهِمْ. حُجَّةٌ قَائِمَةٌ وَفَتْحٌ مُّبِيْنٌ. إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ. قُلِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الزَّلْزَلَةِ. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْا. وَمَا يَأْتِيْهِمْ إِلَّا بَغْتَةً. يَسْأَلُوْنَكَ أَحَقٌّ هُوَ؟ قُلْ إِيْ وَرَبِّيْ إِنَّهُ لَحَقٌّ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنْ قَوْمٍ يُّعْرِضُوْنَ. اَلرَّحَى تَدُوْرُ، وَيَنْزِلُ الْقَضَاءُ. لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. لَوْ لَمْ يَفْعَلِ اللهُ مَا فَعَلَ لَأَحَاطَتِ الظُّلْمَةُ عَلَى الدُّنْيَا جَمِيْعِهَا. أُرِيْكَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ. يُرِيْكُمُ اللهُ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. أُرِيْ بَرِيْقَ آيَتِيْ هٰذِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ أَرَدْتُ لَجَعَلْتُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ يَوْمَ خَاتِمَةِ الدُّنْيَا. إِنِّيْ أُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ. أُرِيْكَ مَا يُرْضِيْكَ. قُلْ لِرُفَقَائِكَ إِنَّ وَقْتَ إِظْهَارِ الْعَجَائِبِ بَعْدَ الْعَجَائِبِ قَدْ أَتٰى. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. إِنِّيْ أَنَا التَّوَّابُ. مَنْ جَاءَكَ جَاءَنِيْ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ. نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ صَلَاةَ الْعَرْشِ إِلَى الْفَرْشِ. نَزَلْتُ لَكَ، وَلَكَ نُرِيْ آيَاتٍ. اَلْأَمْرَاضُ تُشَاعُ، وَالنُّفُوْسُ تُضَاعُ. إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. إِنَّهُ أَوَى الْقَرْيَةَ. لَوْلَا الْإِكْرَامُ لَهَلَكَ الْمَقَامُ. إِنِّيْ أُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ. مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ. أَمْنٌ فِيْ دَارِنَا الَّتِيْ هِيَ دَارُ الْمَحَبَّةِ. تَزَلْزَلُ الْأَرْضُ زِلْزَالاً شَدِيْدًا، وَيُجْعَلُ عَالِيْهَا سَافِلَهَا. يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ، وَتَرَى الْأَرْضَ يَوْمَئِذٍ خَامِدَةً مُّصْفَرَّةً. أُكْرِمُكَ بَعْدَ تَوْهِيْنِكَ. يَتَمَنَّوْنَ أَلَّا يَتِمَّ أَمْرُكَ، وَاللهُ يَأْبَى إِلَّا أَنْ يُتِمَّ أَمْرَكَ. إِنِّيْ أَنَا الرَّحْمٰنُ، سَأَجْعَلُ لَكَ سُهُوْلَةً فِيْ كُلِّ أَمْرٍ. أُرِيْكَ بَرَكَاتٍ مِّنْ كُلِّ طَرَفٍ. نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى ثَلَاثٍ: الْعَيْنِ وَعَلَى الْأُخْرَيَيْنِ. تُرَدُّ إِلَيْكَ أَنْوَارُ الشَّبَابِ. تَرَى نَسْلاً بَعِيْدًا. إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مَظْهَرِ الْحَقِّ وَالْعُلَى، كَأَنَّ اللهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ. إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةً لَكَ. سَبَّحَكَ اللهُ وَرَافَاكَ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ. إِنَّهُ كَرِيْمٌ تَمَشَّى أَمَامَكَ، وَعَادَى لَكَ مَنْ عَادَى. وَقَالُوْا إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. يُلْقِي الرُّوْحَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. كُلُّ بَرَكَةٍ مِنْ مُّحَمَّدٍ ، فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَ وَتَعَلَّمَ. إِنَّ عِلْمَ اللهِ وَخَاتَمَهُ فَعَلَ فِعْلاً عَظِيْمًا. إِنِّيْ مَعَكَ وَمَعَ أَهْلِكَ وَمَعَ كُلِّ مَنْ أَحَبَّكَ. بَرَقَ اسْمِي لَكَ، وَكُشِفَ الْعَالَمُ الرُّوحَانِيُّ عَلَيْكَ، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ. أَطَالَ اللهُ بَقَاءَكَ، تَعِيْشُ ثَمَانِيْنَ حَوْلًا أَوْ تَزِيْدُ عَلَيْهِ خَمْسَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ يَقِلُّ كَمِثْلِهَا. (ترجمة الهندي): وَإِنِّيْ أُبَارِكُكَ بِبَرَكَاتٍ عَظِيْمَةٍ حَتَّى إِنَّ الْمُلُوْكَ يَتَبَرَّكُوْنَ بِثِيَابِكَ. (ترجمة الهندي): لَكَ بَرَقَ اسْمِيْ، وَإِنِّيْ أُرِيْكَ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ

آيَةً سِوَى آيَاتٍ أَرَيْتُهَا. إِنَّ لِلْمَقْبُوْلِيْنَ أَنْوَاعَ نَمُوْذَجٍ وَعَلَامَاتٍ، وَيُعَظِّمُهُمُ الْمُلُوكُ وَذُوُو الْجَبَرُوْتِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَبْنَاءُ مُلُوْكِ السَّلَامَةِ. أَيُّهَا الْعَدُوُّ إِنَّ سَيْفَ الْمَلَائِكَةِ مَسْلُوْلٌ أَمَامَكَ، لَكِنَّكَ مَا عَرَفْتَ الوَقْتَ. لَيْسَ الْخَيْرُ فِيْ أَنْ يُحَارِبَ أَحَدٌ مَظْهَرَ اللهِ. رَبِّ فَرِّقْ بَيْنَ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ، أَنْتَ تَرَى كُلَّ مُصْلِحٍ وَصَادِقٍ. رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ، رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ. قَاتَلَكَ اللهُ (أَيُّهَا الْعَدُوُّ)، وَحَفِظَنِيْ مِنْ شَرِّكَ. جَاءَتِ الزَّلْزَلَةُ، قُوْمُوْا لِنُصَلِّيَ وَنَرَى نَمُوْذَجَ الْقِيَامَةِ. يُظْهِرُكَ اللهُ وَيُثْنِيْ عَلَيْكَ. لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ. اُدْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. (ترجمة الفارسي): اَلْيَدُ يَدُكَ، وَالدُّعَاءُ دُعَاؤُكَ، وَالتَّرَحُّمُ مِنَ اللهِ. وَاقِعَةُ الزَّلْزَلَةِ. عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا وَمُقَامُهَا، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. (ترجمة الفارسي●): عَادَ الرَّبِيْعُ وَتَمَّ قَوْلُ اللهِ مَرَّةً أُخْرَى. (أَيْضًا): عَادَ الرَّبِيْعُ وَجَاءَتْ أَيَّامَ الثَّلْجِ وَكَثْرَةِ الْمَطَرِ. رَبِّ أَخِّرْ وَقْتَ هَذَا. أَخَّرَهُ اللهُ إِلَى وَقْتٍ مُسَمًّى. تَرَى نَصْرًا عَجِيْبًا. وَيَخِرُّوْنَ عَلَى الْأَذْقَانِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ. يَا نَبِيَّ اللهِ كُنْتُ لَا أَعْرِفُكَ. لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَومَ، يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. تَلَطَّفْ بِالنَّاسِ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ، أَنْتَ فِيْهِمْ بِمَنْزِلَةِ مُوْسَى، يَأْتِيْ عَلَيْكَ زَمَنٌ كَمِثْلِ زَمَنِ مُوْسَى. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا. (ترجمة الهندي): نَزَلَ مِنَ السَّمِاءِ لَبَنٌ كَثِيْرٌ فَاحْفَظُوْهُ. إِنِّيْ آثَرْتُكَ وَاخْتَرْتُكَ. (ترجمة الهندي): أُعِدَّتْ لَكَ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ. وَاللهُ خَيْرٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ. عِنْدِيْ حَسَنَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ جَبَلٍ. (ترجمة الهندي): عَلَيْكَ سَلَامٌ كَثِيْرٌ مِّنِّيْ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا، وَالَّذِيْنَ هُمْ صَادِقُوْنَ. إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ. أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا. (ترجمة الهندي): سَتَظْهَرُ آيَتَانِ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ. هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ. يَا أَحْمَدُ، فَاضَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ. كَلَامٌ أُفْصِحَتْ مِنْ لَدُنْ رَبٍّ كَرِيْمٍ. (ترجمة الفارسي): إِنَّ فِيْ كَلَامِكَ شَيْءٌ لَا دَخْلَ فِيْهِ لِلشُّعَرَاءِ. رَبِّ عَلِّمْنِيْ مَا هُوَ خَيْرٌ عِنْدَكَ. يَعْصِمُكَ اللهُ مِنَ العِدَا، وَيَسْطُوْ بِكُلِّ مَنْ سَطَا. بَرَزَ مَا

عِنْدَهُمْ مِنَ الرِّمَاحِ. سَأُخْبِرُهُ فِيْ آخِرِ الْوَقْتِ❶ أَنَّكَ لَسْتَ عَلَى الْحَقِّ. إِنَّ اللهَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ. إِنَّا أَلَنَّا لَكَ الْحَدِيْدَ. إِنِّيْ مَعَ الْأَفْوَاجِ آتِيْكَ بَغْتَةً. إِنِّيْ مَعَ الرَّسُوْلِ أُجِيْبُ، أُخْطِئُ❷ وَأُصِيْبُ. وَقَالُوْا أَنَّى لَكَ هَذَا؟ قُلْ هُوَ اللهُ عَجِيْبٌ. جَاءَنِيْ آيِلٌ❸ وَاخْتَارَ، وَأَدَارَ إِصْبُعَهُ وَأَشَارَ، إِنَّ وَعْدَ اللهِ أَتَى، وَرَكَلَ وَرَكَى، فَطُوْبَى لِمَنْ وَجَدَ وَرَأَى. الْأَمْرَاضُ تُشَاعُ، وَالنُّفُوْسُ تُضَاعُ. إِنِّيْ مَعَ الرَّسُوْلِ أَقُوْمُ، أُفْطِرُ وَأَصُوْمُ✸، وَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ إِلَى الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وَأَجْعَلُ لَكَ أَنْوَارَ الْقُدُوْمِ، وَأَقْصُدُكَ وَأَرُوْمُ، وَأُعْطِيْكَ مَا يَدُوْمُ. إِنَّا نَرِثُ الْأَرْضَ، نَأْكُلُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. وَنُقِلُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ. ظَفْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ مُّبِيْنٌ. إِنَّ رَبِّيْ قَوِيٌّ قَدِيْرٌ، إِنَّهُ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ. حَلَّ غَضَبُهُ عَلَى الْأَرْضِ. إِنِّيْ صَادِقٌ صَادِقٌ، وَسَيَشْهَدُ اللهُ لِيْ. (ترجمة الهندي): اِئْتِنَا يَا رَبَّنَا الْأَزَلِيُّ الْأَبَدِيُّ آخِذًا لِلسَّلَاسِلِ. ضَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. رَبِّ إِنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ، فَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا. (ترجمة الهندي): قَوْمٌ بَعُدُوْا مِنْ طَرِيْقِ الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ. إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ. (ترجمة الهندي): لَمَّا كُنْتَ تَدْخُلُ فِيْ مَنْزِلِيْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، فَانْظُرْ هَلْ مَطَرَ سَحَابُ الرَّحْمَةِ أَوْ لَا. إِنَّا أَمَتْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ دَوَابًّا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. (ترجمة الفارسي): إِنَّ مَآلَ الْجَاهِلِ جَهَنَّمُ، فَإِنَّ الْجَاهِلَ قَلَّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ عَاقِبَةُ الْخَيْرِ. حَصَلَ لِيَ الْفَتْحُ، حَصَلَ لِيَ الْغَلَبَةُ. إِنِّيْ أُمِّرْتُ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَأْتُوْنِيْ، إِنِّيْ حِمَى الرَّحْمَنِ. إِنِّيْ لَأَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُوْنِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ. إِنَّا عَفَوْنَا عَنْكَ. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وَقَالُوْا إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. قُلْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدْتُمْ فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا. قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ. يَأْتِيْ قَمَرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَمْرُكَ يَتَأَتَّى. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. (ترجمة الهندي): تَقَعُ زَلْزَلَةٌ فَتَشْتَدُّ كُلَّ الشِّدَّةِ، وَتُجْعَلُ عَالِي الْأَرْضِ سَافِلَهَا. هَذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ. إِنِّيْ أُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ. سَفِيْنَةٌ وَسَكِيْنَةٌ. إِنِّيْ مَعَكَ وَمَعَ أَهْلِكَ. أُرِيْدُ مَا تُرِيْدُوْنَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الصِّهْرَ وَالنَّسَبَ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْحَزَنَ، وَآتَانِيْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِيْنَ. يٰس، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، تَنْزِيْلِ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ. أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ. يُحْيِي الدِّيْنَ وَيُقِيْمُ الشَّرِيْعَةَ. (ترجمة الفارسي): إِذَا جَاءَ زَمَانُ السُّلْطَانِ، جَدَّدَ إِسْلَامَ الْمُسْلِمِيْنَ. إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. قَرُبَ أَجَلُكَ الْمُقَدَّرُ. إِنَّ ذَا الْعَرْشِ يَدْعُوْكَ. وَلَا نُبْقِيْ لَكَ مِنَ الْمُخْزِيَاتِ ذِكْرًا. قَلَّ مِيْعَادُ رَبِّكَ وَلَا نُبْقِيْ لَكَ مِنَ الْمُخْزِيَاتِ شَيْئًا. (ترجمة الهندي): قَلَّتْ أَيَّامُ حَيَاتِكَ، وَيَوْمَئِذٍ تَزُوْلُ السَّكِيْنَةُ مِنَ الْقُلُوْبِ، وَيَظْهَرُ أَمْرٌ عَجِيْبٌ بَعْدَ أَمْرٍ عَجِيْبٍ وَآيَةٌ بَعْدَ آيَةٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَوَفَّاكَ اللهُ. جَاءَ وَقْتُكَ وَنُبْقِيْ لَكَ الْآيَاتِ بَاهِرَاتٍ. جَاءَ وَقْتُكَ وَنُبْقِيْ لَكَ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ. رَبِّ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا، وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ. آمِّـيْنَ

হে আহমদ! খোদা তোমায় কল্যাণরাজিতে সিক্ত করেছেন। তুমি যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, তা তুমি কর নি বরং খোদা নিক্ষেপ করেছেন। খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন– অর্থাৎ, এর সঠিক অর্থ তোমার কাছে প্রকাশ করেছেন; যেন তুমি সে জাতিকে সতর্ক করতে পার যাদের পিতা-পিতামহকে সতর্ক করা হয়নি। যেন অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়– অর্থাৎ, এটি যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কে তোমার প্রতি বিমুখ মনোভাব প্রদর্শন করে। তুমি বল! আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর আমিই এর প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী। তুমি বল, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে; কেননা মিথ্যার অদৃষ্টে পলায়নই লেখা আছে। সকল কল্যাণের উৎস হলেন মুহাম্মদ (সা), সুতরাং যিনি শিখিয়েছেন এবং যিনি শিখেছেন তাদের উভয়েই অত্যন্ত কল্যাণমন্ডিত। তারা বলবে, এটি ওহী নয় বরং এই কথাগুলো তোমার নিজেরই বানানো। তুমি বল, খোদাই এ বাক্যগুলো অবতীর্ণ করেছেন, এরপর তাদের বৃথা ধ্যান-ধারণার মাঝে ছেড়ে দাও। তুমি বল, এ বাক্যগুলো যদি আমার প্রতারণার ফসল হয়ে থাকে আর খোদার উক্তি না হয়, তাহলে আমি কঠোর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী বা অন্যায়কারী আর কে হবে, যে আল্লাহ্‌র নাম ভাঙ্গিয়ে প্রতারণা করে আর মিথ্যা বলে? খোদা তিনি, যিনি আপন রসূল ও প্রেরিত পুরুষকে স্বীয় সঠিক পথের দিশা দিয়ে একে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য সত্য ধর্ম সহ পাঠিয়েছেন। খোদার কথা অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করে, কেউ তা পরিবর্তন করতে পারে না। মানুষ বলবে, এই মর্যাদা তুমি কীভাবে লাভ করতে পার? ইলহাম নামে যা প্রচার করা হয় তা মানুষেরই বানানো কথা এবং অন্য মানুষের সাহায্য নিয়ে তা রচনা করা হয়েছে। হে মানুষ! তোমরা কি জেনে-শুনে প্রতারণার ফাঁদে পা দেবে? এ ব্যক্তি তোমাদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা কী করে পূর্ণ হতে পারে? বিশেষ করে এমন ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি, যে নীচ ও লাঞ্ছিত! সে-তো অজ্ঞ বা উম্মাদ! সে অসংলগ্ন কথা বলে। তুমি বল! আমার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাক্ষ্য আছে, সুতরাং, তোমরা গ্রহণ করবে কি? পুনরায় তাদের বল, আমার কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সাক্ষ্য রয়েছে সুতরাং তোমরা ঈমান আনবে কি? আমি ইতোপূর্বে তোমাদের মাঝেই এক সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি তবুও কি তোমরা বুঝ না? এ পদমর্যাদা তোমার প্রভুর কৃপায় লাভ হয়েছে। তিনি তোমার সত্ত্বায় স্বীয় নিয়ামতের পূর্ণ বিকাশ ঘটাবেন। সুতরাং শুভসংবাদ দাও আর তোমার প্রভুর কৃপায় তুমি উম্মাদ নও। ঊর্ধ্বলোকে

তোমার একটি বিশেষ পদমর্যাদা ও সম্মান রয়েছে এবং তাদের মাঝেও যারা দৃষ্টিবান। আমরা তোমার জন্য নিদর্শন প্রকাশ করবো। আর তারা যেসব অট্টালিকা নির্মাণ করে আমরা তা ধুলিস্মাৎ করব।

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মনোনীত করেছেন। তিনি স্বীয় কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু মানুষ নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হয়। আর তারা বলে, তুমি কি এমন ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেছ যে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে? তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমি যা জানি তা তোমরা জান না। যে তোমাকে লাঞ্ছিত করার ষড়যন্ত্র করবে আমি তাকে লাঞ্ছিত করবো। আমার সন্নিধানে আমার রসূল কোনো শত্রুকে ভয় করে না। খোদা অবধারিত করে রেখেছেন, আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হবো। তারা পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল। কিয়ামত সদৃশ একটি ভূমিকম্প আসতে যাচ্ছে যা আমি তোমাদের দেখাবো আর প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে তাকে রক্ষা করব।

হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়ে গেছে। এটি সে বিষয় যে সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়া করতে। এটি সেই শুভ সংবাদ যা নবীরা লাভ করেছিলেন। তুমি খোদার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছ, হাসি-বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার পক্ষে আমরাই যথেষ্ট। আমি কি তোমাদের অবহিত করব, কাদের ওপর শয়তান অবতীর্ণ হয়? শয়তান প্রত্যেক চরম মিথ্যুক ও পাপাচারীর ওপর অবতীর্ণ হয়। তুমি আল্লাহ্‌র রহমতের বিষয়ে নিরাশ হয়ো না। শোন! খোদার রহমত সন্নিকটে। শোন! খোদার সাহায্য সন্নিকটে। সুদূরের সকল পথ মাড়িয়ে সে সাহায্য তোমার কাছে আসবে; এমন পথ পাড়ি দিয়ে তা আসবে যাতে তোমার কাছে আগমনকারী মানুষের পদভারে গর্ত হয়ে যাবে। এত বেশি মানুষ তোমার কাছে আসবে যে, যে পথে তারা চলাচল করবে তা গভীর খানাখন্দে পরিণত হবে। আল্লাহ্ নিজ সন্নিধান হতে তোমাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ তোমাকে সাহায্য করবেন যাদের হৃদয়ে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ওহী করব। আল্লাহ্‌র কথা পরিবর্তন হবার নয়। তোমার প্রভু বলেন, আকাশ থেকে এমন একটি বিষয় অবতীর্ণ হবে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। আমরা

তোমাকে একটি সুস্পষ্ট বিজয় দান করব। বন্ধুর বিজয় অসাধারণ বিজয়। আমরা তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছি, তাকে অসাধারণ নৈকট্য দিয়েছি। সে মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী। ঈমান সুরাইয়াতে থাকলেও সে অবশ্যই সেখানে গিয়ে তা নিয়ে আসতো। আল্লাহ্ তা'লা তার সত্যতার প্রমাণকে প্রদীপ্ত ও জ্যোতির্ময় করবেন। আমি এক গুপ্ত ভান্ডার ছিলাম আর আমি পরিচিত হতে চাইলাম। হে চন্দ্র, হে সূর্য! আমি তোমা হতে আর তুমি আমা হতে প্রকাশিত হয়েছ। আল্লাহ্র সাহায্য যখন আসবে আর যুগ আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন বলা হবে, এই ব্যক্তি যে প্রেরিত হয়েছে সে কি সত্যের ওপর ছিল না? আল্লাহ্র সৃষ্টির সঙ্গে সাক্ষাতে তোমার যেন ভ্রু-কুঞ্চিত না হয় আর সাক্ষাতকারী মানুষের সংখ্যাধিক্যে ক্লান্ত হয়ো না। তোমার নিজ গৃহ প্রশস্ত করা বাঞ্ছনীয় যেন দলেদলে আগমনকারীর জন্য স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা হয়। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের শুভসংবাদ দাও যে, খোদার সন্নিধানে তাদের পদচারণা সত্য ও নিষ্ঠার ওপর। তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদের শোনাও। যারা তোমার জামাতে প্রবেশ করবে তারা সুফ্ফা নিবাসী! তোমাকে কিসে অবহিত করবে যে, সুফ্ফা নিবাসী বলতে কী বুঝায়? তুমি তাদের চোখ থেকে অশ্রু বইতে দেখবে। তোমার প্রতি তারা দরুদ প্রেরণ করবে এবং বলবে, হে আমাদের খোদা! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, যিনি ঈমানের প্রতি আহ্বান করেন এবং খোদার দিকে ডাকেন এবং একটি দীপ্তিমান প্রদীপ। হে আহমদ! তোমার ঠোঁট হতে রহমত বা করুণাধারা প্রবাহিত করা হয়েছে। তুমি আমার স্নেহদৃষ্টিতে রয়েছ। আমি তোমার নাম 'মুতাওয়াক্কীল'(খোদার ওপর ভরসাকারী) রেখেছি। খোদা তোমার নাম সমুন্নত করবেন আর ইহকাল ও পরকালে তোমার প্রতি পূর্ণমাত্রায় স্বীয় নিয়ামত অবতীর্ণ করবেন।

হে আহমদ! তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করা হয়েছে, তোমাকে যে কল্যাণের ভাগী করা হয়েছে তা তোমারই প্রাপ্য। তোমার মহিমা বিস্ময়কর আর তোমার প্রতিদান অত্যাসন্ন। আকাশ ও পৃথিবী সেভাবে তোমার সঙ্গে আছে যেভাবে তা আমার সঙ্গে রয়েছে। তুমি আমার দরবারে সম্মানিত। আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করেছি। মহা পবিত্র খোদা প্রভূত কল্যাণের আধার আর সবচাইতে সম্মানিত। তিনি তোমার সম্মান ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করবেন। তোমার পিতা-পিতামহের স্মৃতি মুছে যাবে আর তোমার পর তোমার মাধ্যমে বংশের সূচনা হবে। খোদা এমন নন যে, পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে

পার্থক্য স্পষ্ট না করে তোমাকে পরিত্যাগ করবেন। যখন খোদার সাহায্য ও বিজয় আসবে আর খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, তখন বলা হবে এটি সেই বিষয়, যে সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়ো করতে। আমি আপন খলীফা মনোনীত করার ইচ্ছা করলাম, তাই এই আদমকে সৃষ্টি করলাম। সে খোদার নিকটবর্তী হওয়ার পর সৃষ্টির প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো, আর সৃষ্টি ও খোদার মাঝে সে এমন হয়ে গেল যেমন দুই ধনুকের মধ্যবর্তী তন্ত্রী হয়ে থাকে। সে ধর্মকে জীবিত করবে আর শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে।

হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গী জান্নাতে প্রবেশ কর। হে মরিয়ম! তুমি এবং তোমার সঙ্গী জান্নাতে প্রবেশ কর। হে আহমদ! তুমি ও তোমার সাথী জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে সাহায্য করা হবে। বিরোধীরা বলবে, এখন আর পলায়নের কোনো পথ নেই। যারা অস্বীকার করেছে এবং খোদার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে পারস্য বংশীয় এক আদম তাদের প্রতিহত করেছেন। খোদা তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করেন। তারা কি বলে যে, আমরা একটি ধ্বংসকারী বিশাল ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী? এরা সবাই পলায়ন করবে আর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। আজ তুমি আমাদের দৃষ্টিতে মর্যাদাশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। জাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তোমার প্রতি আমার রহমত থাকবে। তুমি সেসব লোকের অন্তর্গত, ঐশী সাহায্য যাদের নিত্য সাথী হয়ে থাকে। খোদা তোমার প্রশংসা করেন এবং তোমার দিকেই আসছেন। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এক রাতে তোমার ভ্রমণ (আধ্যাত্মিক সফর) পূর্ণ করিয়েছেন। তিনি এই আদমকে সৃষ্টি করেছেন এর পর তাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি সকল নবীর পোশাকে খোদার রসূল অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার সত্তায় বিদ্যমান। হে আমার আহমদ! তোমার জন্য শুভ সংবাদ। তুমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্য এবং আমার সঙ্গে আছ। তোমার রহস্য সতিক্যার অর্থে আমারই রহস্য। আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমি তোমার তত্ত্বাবধায়ক। আমি তোমাকে মানুষের ইমাম নিযুক্ত করব, তুমি তাদের পথ- প্রদর্শক হবে আর তারা তোমার অনুসারী হবে। এরা কি আশ্চর্য হয়? তুমি বল, খোদা মহা আশ্চর্যাবলীর অধিকারী সত্তা। তিনি নিজ কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হন না বরং মানুষ জিজ্ঞাসিত হয়। আর এই দিন আমরা মানুষকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার-বার দেখাই। তারা বলবে, এটি কেবল একটি বানোয়াট বা মনগড়া বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তাহলে আস আমার অনুসরণ কর, যেন খোদাও তোমাদের ভালবাসতে পারেন। খোদা

যখন কোনো মু'মিনকে সাহায্য করেন তখন পৃথিবীতে তার বিপক্ষে অনেক হিংসুক দাঁড় করিয়ে দেন। তাঁর কৃপারাজি কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

অতএব, অগ্নিই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। তুমি বল! খোদা এই বাণী অবতীর্ণ করেছেন, এরপর তাদের বৃথা ও বাজে চিন্তাধারার মাঝে ছেড়ে দাও। আর যখন তাদের বলা হয়, মানুষ যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের ন্যায় ঈমান আনব? সাবধান! সত্যিকার অর্থে এরাই নির্বোধ, কিন্তু নিজেদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তারা অবহিত নয়। যখন তাদের বলা হয় যে, পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করো না, তারা বলে, আমরাইতো সংশোধনকারী। তুমি বল, তোমাদের কাছে খোদার জ্যোতি এসেছে। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে একে অস্বীকার করো না। তুমি কি তাদের কাছে কোনো খাজনা চাইছ, যে কারণে তারা ঈমান আনার মত বোঝা বহন করতে পারছে না? সত্য কথা হলো আমরা তাদের সত্য দিয়েছি কিন্তু তারা সত্য গ্রহণের প্রতি অনিহা প্রকাশ করছে। মানুষের সাথে প্রীতিময় ও সদয় ব্যবহার কর। তুমি তাদের ভেতর মূসার পদমর্যাদায় আসীন রয়েছ, তাদের কথা শুনে ধৈর্য ধারণ কর। তারা কেন ঈমান আনে না, এ দুঃখে কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে? তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান রাখ না, সে কথার পেছনে ছুটো না। আর অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আমার সাথে কথা বলো না, কেননা তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে। আর আমাদের চোখের সামনে আমাদের দিক-নির্দেশনা অনুসারে নৌকা বানাও। যারা তোমার হাতে হাত দেয়, তারা খোদার হাতে হাত রাখে। প্রকৃতপক্ষে খোদার হাতই তাদের হাতের ওপর রয়েছে। আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন সে ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে, তোমাকে অস্বীকার করেছে আর তোমাকে কাফির আখ্যা দিয়েছে, আর বলেছে, হে হামান! আমার জন্য আগুন প্রজ্জ্বলিত কর, যেন আমি মূসার খোদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি, আর আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হয়ে গেছে আর সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে। ভয় ও বিনয়াবনত আচরণ প্রদর্শন ছাড়া এ বিষয়ে তার নাক গলানো উচিত ছিল না। তুমি যে দুঃখই পাও না কেন, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

এখানে একটি ফিতনা বা পরীক্ষা আসবে। দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীরা যেভাবে ধৈর্য ধারণ করেছেন, সেভাবে ধৈর্য ধারণ কর। সেই পরীক্ষা খোদার পক্ষ থেকে

হবে। এর উদ্দেশ্য হবে তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করা। এটি সেই খোদার ভালবাসা, যিনি পরাক্রমশালী ও সম্মানিত। দু'টি ছাগল জবাই করা হবে। যা কিছু ধরা পৃষ্ঠে আছে সব অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি দুঃখ করো না, আর মর্মযাতনায় ভুগবে না। আল্লাহ্ কি স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? তুমি কি জান না, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তারা তোমাকে কেবল হাসি-তামাশার লক্ষ্যে পরিণত করে রেখেছে। তারা হাসি ঠাট্টার ছলে বলে, আল্লাহ্ কি একেই প্রেরণ করলেন? তুমি বল, আমি একজন মানুষ, আমার প্রতি এই ওহী করা হয়েছে যে, তোমাদের খোদা কেবল এক খোদা। সকল কল্যাণ ও পুণ্য কুরআনে নিহিত, অন্য কোনো গ্রন্থে নয়। এর রহস্য কেবল তারা উদঘাটন করতে পারে যারা পবিত্র-হৃদয়। তুমি বল, নিশ্চয় আল্লাহ্র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। তারা বলবে, আল্লাহ্র ওহী কোনো বড়লোকের ওপর কেন নাযিল হয় নি, যে হবে দুই শহরের কোনো একটির বাসিন্দা? আর তারা বলবে, তুমি কি করে এই পদমর্যাদা লাভ করতে পার? এটি একটি ষড়যন্ত্র, যা তোমরা সম্মিলিতভাবে এঁটেছ। তারা তোমার প্রতি তাকায়, কিন্তু তোমাকে দেখে না। তুমি বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তাহলে আস, আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদের ভালবাসতে পারেন। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য এসেছেন। যদি পুনরায় তোমরা দুষ্কর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তাহলে আমরাও শাস্তির দিকে ফিরে যাব। আমরা জাহান্নামকে কাফিরদের জন্য কারাগার বানিয়েছি। আর আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বের প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছি। তুমি তাদের বল, তোমরা নিজ নিজ স্থানে নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে যাও আর আমিও নিজস্ব রীতিতে কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, খোদা কার সাহায্য করেন। তাক্বওয়া ব্যতীত কোনো কাজ আদৌ গৃহীত হতে পারে না। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, খোদা তাদের সাথে থাকেন আর তাদের সাথেও যারা পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাকে। তুমি বল, যদি আমি প্রতারণামূলকভাবে এটি করে থাকি তাহলে আমার পাপ আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। ইতোপূর্বে আমি দীর্ঘকাল তোমাদের মাঝে কাটিয়েছি; তোমরা কি বুঝ না? খোদা কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? আমরা তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন এবং করুণার প্রতীক করব আর এটি সে বিষয় যার আদিতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটি সে বিষয়, যাতে তোমরা সন্দেহ পোষণ

করতে। তোমার প্রতি শান্তি, তোমাকে কল্যাণমন্ডিত করা হয়েছে। তুমি ইহ্কাল ও পরকালে কল্যাণমন্ডিত। তোমার মাধ্যমে রুগীদের ওপর কল্যাণ বর্ষিত হবে। (উর্দূ ইলহাম) আনন্দিত হও, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে আর মুহাম্মদীদের পা সুউচ্চ মিনারের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চয় পবিত্র মুহাম্মদ (সা.) নবীকূল শিরোমণি। খোদা তোমার সকল বিষয় সঠিক খাতে পরিচালিত করবেন আর তোমার সকল অভীষ্ট লক্ষ্যে তোমাকে পৌঁছাবেন। সৈন্যরাজির প্রভু এদিকে স্নেহদৃষ্টি দেবেন। এই নিদর্শনের উদ্দেশ্য হলো এটি প্রমাণ করা যে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী আর আমার মুখ থেকে তা নিঃসৃত।

হে ঈসা! আমিই তোমাকে মৃত্যু দেব আর আমার দিকে তোমায় উত্থিত করবো। আমি তোমার বিরোধীদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখবো। তাদের একটি দল হবে প্রথম যুগের লোকদের সমন্বয়ে (আউয়ালীন), আরেকটি হবে শেষ যুগে মান্য কারীদের সমন্বয়ে। (উর্দূ ইলহাম) আমি আমার উজ্জল্য প্রকাশ করবো আর আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে সমুন্নত করবো। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি, খোদা তাকে গ্রহণ করবেন আর প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন। তুমি আমার সন্নিধানে তেমনিই মর্যাদা রাখ, যেমনটি আমার তওহীদ (একত্ববাদ) ও আমার স্বাতন্ত্র্য। অতএব, সে সময় সমাগত যখন তোমাকে সাহায্য প্রদান করা হবে এবং পৃথিবীতে খ্যাতি দেয়া হবে। আমার দৃষ্টিতে তোমার মর্যাদা আমার আরশ-তুল্য। তুমি আমার চোখে আমার সন্তানের মত *১। তুমি আমার সন্নিধানে সেই পরম নৈকট্যের আসনে অধিষ্ঠিত, যে সম্পর্কে অবহিত হওয়া পৃথিবীবাসীর জন্য অসম্ভব। আমরা ইহ্কাল ও পরকালে তোমার বন্ধু ও তত্ত্বাবধানকারী। যার প্রতি তুমি রাগান্বিত হও (তার প্রতি) আমিও রাগান্বিত হই, আর যাদের তুমি ভালবাস

টিকা:

*১ খোদা কোনো সন্তান গ্রহণ করা হতে পবিত্র, কিন্তু এটি তাঁর উক্তি فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (বাকারা : ১২০) এর মত একটি রূপক ভাষা। কুরআনে রূপকের ব্যবহার অনেক রয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানী ও দৃষ্টিবানদের মতে এর ওপর কোনো আপত্তি হতে পারে না। এটি অজানা কোনো কথা বা বাক্য নয়। তুমি ঐশী গ্রন্থাবলী ও সূফীদের উক্তিতে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে। সুতরাং হে বিচক্ষণগণ! তড়িঘড়ি করে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করো না। (লেখক)

আমিও তাদের ভালবাসি। যে আমার বন্ধুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আমি তাকে (আমার বিরুদ্ধে) যুদ্ধের জন্য ডাক দিই। আমি এ রসূলের সাথে দন্ডায়মান থাকবো, যে তাকে তিরস্কার করবে আমি তাকে ধিক্কার জানাই। তোমাকে এমন কিছু দেবো যা চিরস্থায়ী। তুমি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে। এই ইব্রাহীমের *২ প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরা তার সাথে নির্মল বন্ধুত্ব করেছি এবং তাকে দুঃখ হতে মুক্তি দিয়েছি। আমরা এ বিষয়ে অদ্বিতীয়, সুতরাং তোমরা এই ইব্রাহীমের পদমর্যাদার নিরিখে ইবাদতের স্থান বানাও অর্থাৎ এই আদর্শ অনুসরণ কর। আমরা তাকে কাদিয়ানের সন্নিকটে নাযিল করেছি আর তিনি একান্ত প্রয়োজনের সময় তাকে অবতীর্ণ করেছেন, আর সে প্রয়োজনের সময় এসেছে।

খোদা ও তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর খোদার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সকল প্রশংসা সেই খোদার যিনি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মনোনীত করেছেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু মানুষ জিজ্ঞাসিত হয়। সবকিছুর মধ্য হতে খোদা তোমাকে মনোনীত করেছেন। (উর্দ্ধ) আকাশ থেকে অনেক সিংহাসন অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু তোমার সিংহাসন সবার ওপর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তারা খোদার জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে চায়; জেনে রাখ, অবশেষে খোদার জামা'তই জয়যুক্ত হবে। তুমি ভয় করো না, তুমিই জয়যুক্ত হবে। তুমি ভয় করো না, আমার সন্নিধানে আমার রসূল কাউকে ভয় করে না। শত্রু নিজেদের মুখের ফুৎকারে খোদার জ্যোতিকে নিভিয়ে দিতে চাইবে আর খোদা স্বীয় জ্যোতিকে পরিপূর্ণ করবেন; কাফির তা যতই অপছন্দ করুক না কেন। আমরা আকাশ থেকে তোমার প্রতি বেশ কিছু গোপন বিষয়াদী অবতীর্ণ করবো আর শত্রুর ষড়যন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবো। আর ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যরাশিকে সেই শক্তি প্রদর্শন করবো যে সম্পর্কে তারা ভীত ছিল। সুতরাং তাদের কথায় দুঃখিত হয়ো না, কেননা তোমার প্রভু তাদের জন্য ওঁৎ পেতে আছেন। এমন কোনো নবী প্রেরিত হন নি

টিকা:

*২ আমার প্রভু আমার নাম ইব্রাহীম রেখেছেন। একই ভাবে তিনি আমাকে আদম থেকে আরম্ভ করে খাতামুর রসূল ও মনোনীতদের শিরমণি (মহানবী) পর্যন্ত সকল রসূলের নাম দিয়েছেন– আমার গ্রন্থ বারাহীনে তা উল্লেখ করেছি। কেউ যদি দেখতে চায় সেই বই দেখতে পারে।

যার আগমনে আল্লাহ্ তাদের লাঞ্ছিত করেননি যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে নি। আমরা তোমাকে পরিত্রাণ দেবো। আমরা তোমাকে জয়যুক্ত করবো আর আমি তোমাকে এমন সম্মান দেবো যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। আমি তোমার আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করবো আর তোমার নাম মিটতে দেবো না। অধিকন্তু তোমা হতে এক বিশাল জাতির উদ্ভব ঘটাবো। তোমার জন্য আমরা বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করবো, আর যেসব অট্টালিকা নির্মাণ করা হয় আমরা তা ভূপাতিত করবো। তুমি সেই সম্মানিত মসীহ্ যার সময় নষ্ট করা হবে না। তোমার মত মোতি নষ্ট হতে পারে না। স্বর্গে তোমার অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে; একইভাবে তাদের দৃষ্টিতেও যাদের দেখার চোখ দেয়া হয়েছে। খোদা তোমার জন্য কুদরতের এক বিস্ময় প্রদর্শন করবেন, এর ফলে অমান্যকারীরা সিজদাগাহে লুটিয়ে পড়বে। তারা এ বলে ভূলুণ্ঠিত হবে যে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম। আর তোমাকে সম্বোধন করে বলবে, খোদার কসম! খোদা আমাদের সবার মধ্য থেকে তোমাকে মনোনীত করেছেন। আমরা যে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম এটি ছিল আমাদেরই ভ্রান্তি। তখন বলা হবে, তোমরা আজ ঈমান এনেছ তাই তোমাদের কোনো শাস্তি দেয়া হবে না। খোদা তোমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন, আর তিনি পরম দয়ালু। খোদা তোমাকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, আর সে ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করবেন যে তোমার ওপর আক্রমণ করে, কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করেছে এবং অবাধ্যতার পথে পা বাড়িয়েছে। খোদা নিজ বান্দার জন্য কি যথেষ্ট নন? হে পাহাড় ও পক্ষীকূল, এ বান্দার সঙ্গে ভয়-ভীতির সাথে ও বিগলিত চিত্তে আমায় স্মরণ কর। তোমাদের সবার ওপর সেই খোদার পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক যিনি রহীম।

হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। আমি ও রূহুল কুদুস, তোমার ও তোমার পরিবার পরিজনের সঙ্গে আছি। ভয় পেয়ো না, আমার সন্নিধানে আমার রসূল ভয় পায় না। খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় এসেছে। তিনি ভূমিতে এক পাঁ রেখেছেন এবং ত্রুটির সংশোধন করেছেন। সুতরাং কল্যাণমন্ডিত সে, যে হেদায়াত পেয়েছে এবং দেখেছে। কতক হেদায়াত পেয়েছে আর কতকের ওপর শাস্তি আবশ্যক হয়ে গেছে। তারা বলবে, সে খোদার প্রেরিত ব্যক্তি নয়। তুমি বল, আমার সত্যতা সম্পর্কে খোদা সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তারাও সাক্ষ্য দেয় যারা ঐশী গ্রন্থের জ্ঞান রাখে।

খোদা তাঁর প্রিয় সময়ে (গুরুত্বপূর্ণ সময়ে) তোমাকে সাহায্য করবেন। আপন খলীফার জন্য এটি রহমান খোদার নির্দেশ যার নিয়ন্ত্রণে স্বর্গীয় রাজত্ব। তাকে মহান রাজত্ব দেয়া হবে এবং ধনভান্ডার তার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এটি খোদার কৃপা যা তোমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকবে। তুমি বল, হে কাফিরগণ! আমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তোমরা একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমার নিদর্শনের জন্য অপেক্ষা কর। আমরা অচিরেই তাদের আপন সত্তায় এবং তাদের চতুষ্পার্শ্বে আমাদের নিদর্শন প্রকাশ করব। সেদিন সত্যের প্রমাণ স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আর প্রকাশ্য বিজয় আসবে। সেদিন খোদা তোমাদের মাঝে মিমাংসা করবেন। খোদা সে ব্যক্তিকে সফলকাম করেন না, যে সীমা অতিক্রম করে আর যে মিথ্যাবাদী। আমরা তোমার সেই বোঝা বহন করব যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। আমরা সে জাতির মূল উৎপাটন করবো যারা একটি সত্য বিষয়কে মানে না। তুমি তাদের বল, তোমরা সফলতার জন্য নিজেদের রীতি অনুসারে কাজ করে যাও আর আমিও কাজ করে চলেছি; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার কাজ গ্রহণযোগ্যতা রাখে? খোদা তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর তাদের সঙ্গে আছেন যারা সৎকর্মে নিয়োজিত।

তুমি কি সমাগত ভূমিকম্পের সংবাদ পাও নি? সে সময়কে স্মরণ কর যখন ভূমিকে মারাত্মকভাবে প্রকম্পিত করা হবে। ভূমির গভীরে যা কিছু আছে ভূমি তা বাইরে উদগীরণ করবে। মানুষ বলবে, ভূমির কি হয়েছে যে, এতে এই নজিরবিহীণ বালামুসিবৎ বা বিপদাপদ দেখা দিয়েছে? সেদিন ভূমি কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তা বর্ণনা করবে। খোদা এর জন্য স্বীয় রসূলের প্রতি ওহী প্রেরণ করবেন যে, এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। মানুষ কি ভূমিকম্প আসবেনা বলে মনে করে? অবশ্যই আসবে এবং এমন সময় আসবে যখন তারা সম্পূর্ণভাবে ঔদাসীন্যের ঘোরে পড়ে থাকবে, আর সকলেই যখন নিজেদের জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন তারা (অকস্মাৎ) ভূমিকম্পের শিকার হবে। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, এমন ভূমিকম্প আসার সংবাদ কি সত্য? তুমি বল, খোদার কসম! এই ভূমিকম্প আসার সংবাদ সত্য। যারা খোদাবিমুখ তারা কোনো স্থানে এটি থেকে নিরাপদ নয়; অর্থাৎ কোনো স্থান তাদের আশ্রয় দিতে সক্ষম হবে না, বরং ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেও তা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবে না। তাদের কর্মের কারণে যাঁতাকল

চলবে, আর তকদীরের সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাবে। আহ্লে কিতাব ও মুশরীকদের মধ্য থেকে যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তারা এই মহান নিদর্শন ছাড়া বিরত হওয়ার ছিল না। (উর্দূ) যদি খোদা এমনটি না করতেন তাহলে পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছেয়ে যেতো।

আমি তোমাকে কিয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প দেখাবো। খোদা তোমাকে কিয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প দেখাবেন। সেদিন বলা হবে, আজ আধিপত্য কার? সেই খোদার নয় কি, যিনি সবচেয়ে পরাক্রমশালী? (উর্দূ) আমি পাঁচবার তোমাকে সেই ভূমিকম্পের নিদর্শন দেখাবো। আমি চাইলে সেদিন পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তি যে তোমার ঘরে আশ্রিত থাকবে, আমি তার নিরাপত্তা বিধান করবো। আমি তোমাকে কুদরতের এমন অলৌকিক নিদর্শন দেখাবো যা দেখে তুমি আনন্দিত হবে। সাথীদের বলে দাও, মহাবিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশের সময় এসে গেছে। নিশ্চয় আমরা তোমাকে মহান বিজয় দান করব যা প্রকাশ্য বিষয় হবে, যেন খোদা তোমার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন– আমি তওবা গ্রহণকারী। যে তোমার কাছে আসবে, সে যেন আমার কাছেই আসলো। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি পবিত্র। আমরা তোমার প্রশংসা করি আর তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করি। আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্র তোমার প্রতি দরূদ। আমি তোমার জন্য অবতরণ করেছি আর তোমার জন্য আপন নিদর্শন প্রকাশ করবো। দেশে রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটবে আর বহু প্রাণ বিনষ্ট হবে। খোদা এমন নন যে, এক জাতির ক্ষেত্রে যেই তকদীর প্রকাশ করেন, তারা যতক্ষণ নিজেদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন না আনবে, তিনি স্বীয় নিয়ম বা তকদীর পরিবর্তন করবেন। তিনি এই কাদিয়ানকে কিছুটা পরীক্ষায় নিপতিত করার পর নিজ ক্রোড়ে স্থান দেবেন। যদি তোমার সম্মানের ব্যাপার না হতো তাহলে আমি এই পুরো গ্রামকে ধ্বংস করে দিতাম। আমি এই ঘরের চার সীমার মাঝে যারা আশ্রিত, প্রত্যেককে রক্ষা করবো। তাদের কেউ প্লেগ ও ভূমিকম্পে মরবে না। তুমি যাদের মাঝে আছ, খোদা এমন নন যে, তাদের শাস্তি দেবেন। আমাদের ভালবাসার ঘর নিরাপত্তারই ঘর। একটি ভূমিকম্প আসবে যা অতি ভয়াবহ হবে আর জমিনকে ওলটপালট করে দেবে। সেদিন আকাশ থেকে সুস্পষ্ট ধূম্রকুন্ডলি নাযিল হবে। সেদিন জমি হলুদাভ্ হয়ে যাবে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের লক্ষণাবলী প্রকাশ পাবে। শত্রুর পক্ষ থেকে তোমার অপমানের পর

আমি তোমাকে সম্মান দেবো এবং তোমার সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবো। তারা চাইবে তোমার কার্য অসম্পূর্ণ থেকে যাক, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সকল কাজ সম্পন্ন না হয় খোদা তোমাকে পরিত্যাগ করতে চান না। আমি রহমান, সকল বিষয়ে তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবো আর সকল দিক থেকে তোমাকে কল্যাণের ভাগী করবো। তোমার তিনটি অঙ্গের ওপর আমার অনুকম্পা রয়েছে; একটি তোমার চোখ, এছাড়া আরও দু'টি অঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ, সেসবও ভাল রাখবো। যৌবনের আলো তোমার দিকে ফিরে আসবে। তুমি আপন এক সুদূর ভবিষ্যতের প্রজন্ম দেখে যেতে পারবে। আমরা তোমাকে এক পুত্রের শুভসংবাদ দিচ্ছি, তার সাথে সত্য আবির্ভূত হবে, যেন আকাশ থেকে খোদা নেমে আসবেন। আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যে তোমার পৌত্র হবে। খোদা তোমাকে সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত করেছেন এবং তোমার সঙ্গে একমত হয়েছেন, আর তোমাকে সেই তত্ত্ব শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তিনি মহান, তিনি তোমায় পথ দেখিয়েছেন আর তোমার শত্রুদের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। তারা বলবে এটি একটি মিথ্যা।

হে আপত্তিকারী! তুমি কি জান না যে, খোদা সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান? বান্দাদের মাঝে যার প্রতি চান স্বীয় রূহ ফুৎকার করেন অর্থাৎ তাকে নবুয়তের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আর এ সকল কল্যাণ মোহাম্মদ (সা.) থেকে উৎসারিত। অতএব পরম কল্যাণময় তিনি যিনি এ বান্দাকে শিখিয়েছেন আর কল্যাণমন্ডিত সে যে শিখেছে। খোদা তা'লা যুগের চাহিদা অনুধাবন করেছেন। তাঁর (চাহিদা) অনুধাবন এবং নবুয়তের মোহর, যাতে কল্যাণমন্ডিত করার প্রভূত গুণাবলী রয়েছে; মহান কার্য সাধন করে দেখিয়েছে। অর্থাৎ তোমার প্রেরিত হওয়ার মূলে দু'টো কারণ কাজ করেছে, একটি হলো খোদার প্রয়োজন অনুভব করা অপরটি হলো মহানবীর নবুয়তের কল্যাণ। আমি তোমার সঙ্গে এবং তোমার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তির সাথে রয়েছি, যে তোমায় ভালবাসে। (উর্দূ) তোমার জন্য আমার নাম স্বীয় উজ্জ্বল্য প্রকাশ করেছে। আধ্যাত্মিক জগত তোমার সামনে উম্মোচিত করা হয়েছে। অতএব আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। খোদা তোমাকে দীর্ঘজীবি করবেন, (উর্দূ) আশি বছর থেকে চার-পাঁচ বছর বেশি বা কম হতে পারে। আমি তোমাকে মহাকল্যাণে ভূষিত করবো, এমনকি বাদশাহ্ তোমার পোশাকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে। তোমার কারণে আমার নাম সমুজ্জল হয়েছে। আমি তোমাকে

যেসব নিদর্শন দেখিয়েছি, তা ছাড়া আরও পঞ্চাশ বা ষাটটি নিদর্শন দেখাবো। খোদার প্রিয়দের মাঝে গৃহীত হওয়ার লক্ষণাবলী থেকে থাকে, বাদশাহ্ এবং প্রতাপশালীরাও তাদের সম্মান করে, তাঁরা শান্তির যুবরাজ আখ্যায়িত হন। হে শত্রু! ফিরিশ্তার নগ্ন তরবারী তোর মাথার ওপর ঝুলছে। কিন্তু তুই সময় চিনলি না, দেখলিও না আর জানলিও না। খোদার প্রেরিতের সঙ্গে যুদ্ধ করা ভাল নয়।

হে আমার প্রভু! তুমি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে দাও। তুমি সকল সংশোধনকারী ও সত্যবাদীকে জান। হে আমার প্রভু! সবকিছু তোমারই সেবক, হে আমার প্রভু! দুষ্কৃতকারীর দুষ্কৃতির মুখে তুমি আমায় নিরাপত্তা দাও, আমায় সাহায্য কর আর আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। (ফারসী) হে শত্রু! তুই যে আমাকে ধ্বংস করার বাসনা রাখিস, খোদা তোকে ধ্বংস করুন, আর তোর অনিষ্টের মুখে আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিন। অর্থাৎ, সেই ভূমিকম্প যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা অচিরেই প্রকাশিত হবে। তখন খোদার বান্দারা কিয়ামতের দৃশ্য দেখে নামায পড়বে। খোদা তোমাকে জয়যুক্ত করবেন আর মানুষের মাঝে তোমায় সুখ্যাতি প্রদান করবেন। যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আকাশ সমূহ সৃষ্টি করতাম না। আমার কাছে চাও আমি তোমাদের দান করব। (উর্দূ) তোমার হাত এবং তোমার দোয়া আর খোদার পক্ষ থেকে রয়েছে রহমত বা করুণা। ভূমিকম্পের আঘাতে অট্টালিকার একটি অংশ ধ্বসে পড়বে। স্থায়ী নিবাস এবং অস্থায়ী বসতি সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। (উর্দূ) এরপর আরও একটি ভূমিকম্প আসবে। (উর্দূ) পুনরায় বসন্ত এলে আরও একটি ভূমিকম্প আসবে। তৃতীয় বসন্তে শান্তির যুগ ফিরে আসবে। সে সময় পর্যন্ত খোদা বেশ কিছু নিদর্শন প্রকাশ করবেন।

হে সম্মানিত খোদা! ভূমিকম্প প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব ঘটাও। খোদা তা'লা কিয়ামত- সদৃশ ভূমিকম্পের আগমন একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবেন। তখন তুমি একটি বিস্ময়কর সাহায্য দেখতে পাবে। তোমার বিরোধীরা এ বলে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের মার্জনা কর, আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কেননা আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম। আর ভূমি বলবে, হে আল্লাহ্র নবী! আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। হে

পাপাচারীগণ! আজ তোমরা তিরস্কৃত হবে না, খোদা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, কেননা তিনি সবচেয়ে দয়ালু। মানুষের সঙ্গে স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার কর। আমার দৃষ্টিতে তুমি মূসার পদমর্যাদায় রয়েছ। তোমার ক্ষেত্রেও মূসার যুগের মত একটি যুগ আসবে। আমরা তোমাদের প্রতি ফিরআউনের নিকট প্রেরিত রসূলের ন্যায় এক রসূল প্রেরণ করেছি। (উর্দূ) আকাশ থেকে অনেক দুধ– অর্থাৎ ,তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার দুধ অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তোমাকে আলোকিত ও মনোনীত করেছি। তোমার সুখকর জীবনের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। খোদা সব কিছু থেকে উত্তম। আমার কাছে এমন এক সম্পদ আছে যা একটি পাহাড় থেকেও উত্তম। তোমার প্রতি আমার অশেষ শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা তোমাকে অঢেল দিয়েছি। যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে এবং সত্য বলে খোদা তাদের সাথে আছেন। যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও সৎকর্মশীল, খোদা তাদের সাথে আছেন। খোদা তোমাকে প্রশংসনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার ইচ্ছা করেছেন। দু'টো নিদর্শন প্রকাশ পাবে। হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও।

খোদার নিদর্শনের ঔজ্জ্বল্য তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেবে। এটি সেই বিষয় যে সম্পর্কে তোমরা অত্যুৎসাহী ছিলে। হে আহমদ! তোমার ঠোঁট হতে রহমত প্রবহমান। খোদার পক্ষ থেকে তোমার ভাষাকে বাগ্মিতায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে। তোমার রচনায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা কবিদের আয়ত্বের বাইরে। হে আমার খোদা! আমাকে তা শিখাও, যা তোমার দৃষ্টিতে উত্তম। আল্লাহ্ তোমাকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন, এবং যারা আক্রমণ করবে তিনি তাদের ওপর আক্রমণ করবেন। তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে যত অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব বের করেছে। আমি মৌলভী মুহাম্মদ হোসেইন বাটালভীকে শেষ মুহূর্তে অবহিত করবো যে, তুমি সত্যের ওপর নও*১। খোদা অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। আমরা তোমার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি। আমি সৈন্যরাশি নিয়ে আচমকা আসবো। আমি রসূলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে উত্তর দেবো, নিজের ইচ্ছা কোনো সময় বাস্তবায়ন করব,

---

টিকা*১: আমার এক বিরোধী ও আমায় কাফের আখ্যা দাতা মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সম্পর্কে আমার প্রভু আমার প্রতি এই ওহী অবতীর্ণ করেছেন। এ ব্যক্তি একজন ভারতীয় আলেম - লেখক

আবার কোনো সময় করব না*২। তারা বলবে, তুমি কি করে এ মর্যাদা লাভ করলে? তুমি বল, খোদা বিস্ময়কর বিষয়াদির মালিক। আমার কাছে আঈল *৩ (জিবরাঈল) এসেছে আর সে আমাকে মনোনীত করেছে। তিনি নিজ আঙ্গুলী হেলিয়েছেন আর এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় এসে গেছে, অতএব কল্যাণমন্ডিত সে, যে তাকে পায় ও দেখে। বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি ছড়ানো হবে এবং বিভিন্ন দুর্যোগের ফলশ্রুতিতে বহুপ্রাণ বিনষ্ট হবে। আমি আমার রসূলের সাথে দন্ডায়মান হবো, আমি ইফতার করবো আর রোযাও রাখবো*৪ আর একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমি এই ভূমি ছেড়ে যাবো না। আমার আগমনের জ্যোতিতে তোমাকে জ্যোতির্মন্ডিত করবো আর তোমার পানে ছুটে আসবো। তোমাকে তা দেবো যা হবে তোমার চিরসাথী। আমরা ভূমির উত্তরাধিকারী হবো আর প্রান্ত থেকে একে খেতে থাকবো। অনেকেই কবরের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সেদিন খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশ্য বিজয় আসবে। আমার প্রভু অসাধারণ কুদরত বা শক্তির আধার, তিনি শক্তিশালী ও প্রবল। তাঁর ক্রোধ পৃথিবীতে নিপতিত হবে। আমি সত্যবাদী, আমি সত্যবাদী আর খোদা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।(উর্দূ) হে অনাদি ও অনন্ত খোদা! আমার সাহায্যের জন্য ছুটে আস। ভূমি এর বিশালতা সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। হে আমার প্রভু! আমি পরাভূত, শত্রুর বিরুদ্ধে আমার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ কর; তাদের পিষে ফেল। তারা জীবনের সুস্থ রীতিনীতি থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তুমি যা করার ইচ্ছা কর, তা তোমার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে হয়ে যায়। তুমি যেহেতু আমার দরবারে বারবার আস তাই তুমি নিজেই এখন দেখ যে, তোমার প্রতি রহমতবারি বর্ষিত হয়েছে কি না? আমরা চৌদ্দটি গবাদিপশু ধ্বংস করেছি।

টিকা*২: আল্লাহ তা'লা ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে। যেভাবে হাদীসে আল্লাহ্‌র জন্য আল-তরদ্দুদ (দ্বিধা-দ্বন্দ) শব্দ ব্যবহার হয়েছে অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি 'আমি ভুল করি' রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে - লেখক

টিকা*৩: আঈল বলতে জিব্রাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। আমার প্রভু আমাকে এভাবেই বুঝিয়েছেন। যেহেতু আল-আউল ও আল-ইয়াব (বার-বার আসা) জিব্রাঈলের বৈশিষ্ট্য তাই তাঁর নাম আঈল রাখা হয়েছে- লেখক

টিকা*৪: কিছু দিন প্লেগের আযাব অব্যাহত থাকা আবার কিছু দিন অবকাশের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, এটি যেন খোদার রোযা রাখা ও রোযা খোলার মতই একটি বিষয়- লেখক

কেননা, তারা অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘন করেছে। অজ্ঞের পরিণতি জাহান্নাম হয়ে থাকে। অজ্ঞের পরিণতি কমই শুভ হয়। আমার বিজয় হয়েছে, আমি জয়যুক্ত হয়েছি। আমাকে খোদার পক্ষ থেকে খলীফা মনোনীত করা হয়েছে। তাই তোমরা আমার দিকে আস, আমি খোদার চারণ ক্ষেত্র। আমি হারিয়ে যাওয়া ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে উম্মাদ মনে না কর! তোমার প্রভু হস্তিবাহিনীর সাথে কী ব্যবহার করেছেন তুমি কি তা দেখ নি? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রের ফলাফল তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন নি? আমরা তোমাকে ক্ষমা করেছি। খোদা তোমাদের বদরে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে লাঞ্ছনার মাঝে পেয়ে সাহায্য করেছেন। তারা বলবে এটি একটি বানোয়াট কথা। তুমি বল, এই কাজ যদি খোদা ছাড়া অন্য কারো বানানো হতো তাহলে তুমি তাতে অনেক বিরোধ দেখতে পেতে। তুমি বল আমার কাছে খোদার সাক্ষ্য আছে; সুতরাং তোমরা কি ঈমান আনবে? নবীদের চন্দ্র আসবেন আর তোমার কাজ সম্পন্ন হবে।

হে অপরাধীরা, আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। ভয়াবহ ভূমিকম্প আসবে। আর ওপরের জমি নীচে ঠেলে দেবে (উর্দূ)। এটি সেই প্রতিশ্রুতি যা সম্পর্কে তোমরা তাড়াহুড়া করতে। এ ঘরে আশ্রিত সকলকে আমি এই ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করব। নৌকা আছে, আরামও রয়েছে। আমি তোমার সাথে এবং তোমার পরিবার পরিজনের সাথে আছি। তোমার যা ইচ্ছা আমি সে ইচ্ছাই পোষণ করব। বঙ্গদেশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বঙ্গবাসীদের যে মর্মযাতনা দেয়া হয়েছে, খোদা বলছেন, সে সময় আসছে যখন কোনো না কোনোভাবে বঙ্গবাসীদের মনস্তুতুষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। সকল প্রশংসা সে খোদার যিনি যুগপৎ পির্তৃকূল ও শ্বশুরকূলের দিক হতে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সকল প্রশংসা সেই খোদার যিনি আমার দুঃখ দূর করেছেন আর আমাকে তা দিয়েছেন, যা এ যুগের কাউকে দেয়া হয় নি। হে নেতা, তুমি খোদার প্রেরিত আর সেই খোদার পক্ষ থেকে সঠিক পথে রয়েছ, যিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু। আমি এ যুগে আমার খলীফা মনোনীত করার ইচ্ছা করেছি তাই আমি এই আদমকে সৃষ্টি করেছি। তিনি ধর্মকে জীবিত করবেন আর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করবেন। যখন বাদশাহ্ মসীহর যুগের সূচনা করা হলো, তখন সে (তথাকথিত) মুসলমানদের নতুনভাবে মুসলমান বানানো আরম্ভ করল যারা কেবল প্রথাগতভাবে মুসলমান ছিল। আকাশ ও পৃথিবী

একটি পুটুলির ন্যায় আবদ্ধ ছিল আমরা উভয়কে খুলে দিয়েছি অর্থাৎ জমি নিজের পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করেছে এবং আকাশও। এখন তোমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আরশের অধিপতি তোমাকে ডাকছেন। তোমার জন্য অসম্মানজনক হতে পারে এমন কোনো বিষয়ের আমরা অস্তিত্বও রাখব না। তোমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি স্বল্পই অবশিষ্ট আছে। আমরা তোমার জন্য কোনো লাঞ্ছনাকর বিষয় অবশিষ্ট রাখবনা। জীবনের দিন স্বল্পই অবশিষ্ট আছে, সেদিন পুরো জামা'ত দুঃখভারাক্রান্ত হবে আর সবার ওপর উদাসভাব ছেয়ে যাবে। বেশ কিছু ঘটনা ঘটার পর তোমার ঘটনা ঘটবে। প্রথমে ঐশী কুদরতের বেশ কিছু আশ্চর্য লীলা প্রদর্শন করা হবে, এরপর তোমার মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে। তোমার সময় এসে গেছে, আমরা তোমার জন্য সমুজ্জ্বল নির্দশন রেখে যাবো। তোমার সময় এসে গেছে আমরা তোমার জন্য প্রকাশ্য নিদর্শন ছেড়ে যাবো। হে আমার খোদা আমাকে সমর্পিত অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমায় সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। (আমীন)

بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيمِ

১. আমার জ্ঞানের উৎস হলেন রহমান খোদা যিনি নিয়ামতরাজির উৎসস্থল। আমি খোদারই কৃপায় তাঁর অনুগ্রহরাজি লাভ করেছি, বুদ্ধির জোরে নয়।

২. তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা কোথায় খুঁজে পাবো? আমরা তাঁর গুণকীর্তণ করি, কিন্তু তা যথাযথভাবে করার সামর্থও আমাদের নেই।

৩. এ পৃথিবী এবং পরকালে খোদাই আমাদের প্রভু এবং তত্ত্বাবধায়ক।

৪. যদি (খোদাকে) সন্ধানের যুগে তাঁর বিশেষ দয়া না থাকতো, তাহলে কান্না ও আহাজারির বন্যা আমাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

৫. আমাদের জন্য শুভসংবাদ যে, আমরা এমন এক সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী পেয়ে গেছি যিনি পরম করুণাময় প্রভু ও দুঃখ-বেদনা বিমোচনকারী।

৬. আমাকে বন্ধুর পক্ষ থেকে তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। আর প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে আমাকে আলোকিত নিবাসে স্থান দেয়া হয়েছে।

৭. সত্যের আলো প্রকাশ পেতেই আমরা এর অনুগমন ও অনুসরণ করি। চন্দ্র উদিত হওয়ার পর আমরা অন্ধকারের প্রতি আকর্ষণ রাখতে পারি না।

৮. আমার আত্মা সকল অন্ধকার থেকে দূরে। আমি আমার (প্রবৃত্তির)

শক্তিশালী উঁটের লাগাম তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি যিনি আমায় আলোকিত করেছেন।

৯. সেই সত্তার ভালোবাসা আমার ওপর ছেয়ে গেছে; এক পর্যায়ে আমি নিজ প্রবৃত্তিকে অর্থহীন করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

১০. যখন আমি দেখলাম যে, প্রবৃত্তি আমার আত্মার উন্নতির পথে অন্তরায়, তখন আমি একে সেভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি যেভাবে বিরান-ভূমিতে লাশ পড়ে থাকে।

১১. আল্লাহ্ ভূলোক ও দ্যুলোকের রক্ষাকর্তা। তিনি দয়ালু প্রভু আর সকল বস্তুর গন্তব্যস্থল।

১২. তিনি বদান্যশীল, দয়ালু এবং সমস্যা কবলিত মানুষের নিরাপত্তাস্থল আর করুণাময়, অনুগ্রহকারী ও দাতা।

১৩. তিনি এক, অনাদি-অনন্ত এবং নিজ গুণে চিরস্থায়ী, যিনি কোনো পুত্র গ্রহণ করেন নি আর তাঁর কোনো শরীকও নেই।

১৪. সকল বৈশিষ্ট্যে তিনি অনন্য, সকল উচ্চতার উর্ধ্বে তাঁর উচ্চতা।

১৫. বুদ্ধিমানরা তাঁকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে সনাক্ত করেন, আর তত্ত্বজ্ঞানীরা তাঁর মাধ্যমে সৃষ্ট বস্তুর রহস্য উদঘাটন করতে পারেন।

১৬. ইনিই সৃষ্টির প্রকৃত উপাস্য; যিনি এক, অনন্য এবং আলোর উৎস।

১৭. ইনিই সেই বন্ধু যাকে আমি প্রাধান্য দিয়েছি; যিনি সৃষ্টির প্রভু, হেদায়াতের উৎস এবং আমার মওলা বা অভিভাবক।

১৮. তাঁর ভালবাসার মেঘমালা এমনভাবে আন্দোলিত হচ্ছে যেন তা উত্তরের বাতাসের ন্যায়, তীব্র গতিসম্পন্ন উটের পিঠের চালক।

১৯.আমরা ব্যাকুলতার সময় তাঁকে কাকুতি-মিনতির সাথে ডাকি, কঠোর-কোমল সর্বপরিস্থিতিতে আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

২০. তাঁর ভালোবাসার ঘূর্নিবায়ু আমাকে নিজ অস্তিত্বের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে; সুতরাং আমার মন সে বাতাসের জন্য পাগলপ্রায় হয়ে আছে।

২১. তিনি আমাকে এত দিয়েছেন যে, এরপর আর কোনো বাসনা অপূর্ণ নেই। তাঁর দানের হাত আমার প্রত্যাশার শেষ সীমাকেও হার মানিয়েছে।

২২. কামনা-বাসনা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার পর আমাদেরকে আমাদের প্রভুর দান বা

মহানুভবতার জ্যোতিতে অবগাহন করানো হয়েছে।

২৩. নিশ্চয় (তাঁর) ভালোবাসার ক্রমবর্ধমান (খামির) পিপাসা আমার হৃদয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে; আমি দেখছি (তাঁর) প্রেম আমার অস্তিত্বের প্রতিটি অণুতে সঞ্চারিত হয়েছে।*

২৪.সত্যের খাতিরে আমি মৃত্যুসুধা পান করেছি; মৃত্যুর পর আমি স্থায়ী জীবনের উৎস খুজে পেয়েছি।

২৫. প্রেমাগ্নিতে আমাকে ভস্মীভূত করা হয়েছে। আর আমি দেখছি প্রেমানলে জ্বলে আমার অশ্রু বয়েই চলেছে।

২৬. প্রেমের আতিসয্যে অশ্রুধারা বন্যার মত বহমান। সাক্ষাতের আগ্রহে হৃদয় যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে বা ব্যাকুল হয়ে আছে।

২৭.আমি দেখছি প্রেম আমার অন্তরের অন্তঃস্থলকেও আলোকিত করেছে; আর ক্রমবর্ধমান ভালবাসা আমার চেহারায় দেদীপ্যমান।

২৮. সৃষ্টি কামনাবাসনার মাঝে সুখ ও আনন্দ খুঁজে; আর আমি সে সুখ পেয়েছি প্রদাহ ও জ্বলার মাঝে।

২৯. আল্লাহ্ আমার জীবনের পরম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; আমি কলমের প্রতিটি বিন্দু কালি ও আমার লেখার মাঝে তাঁকেই সন্ধান করি।

৩০. হে মানবমন্ডলি, আমার কলস থেকে পান কর; কেননা প্রকৃত কল্যাণের উৎসের (খোদা) জ্যোতিতে আমার কলস পরিপূর্ণ।

৩১. এক জাতি নিষ্ঠার সাথে আমার আনুগত্য করেছে; অন্যরা হৃদয় পর্দা-আবৃত হবার কারণে অহংকার করেছে।

৩২. তারা হিংসা করেছে আর হিংসার কারণে গালি দিয়েছে; রীতি এমনই চলে আসছে যে, সকল নিয়ামতপ্রাপ্তকে হীন প্রকৃতির মানুষ কেবল গালিই দিয়েছে।

৩৩. যে প্রকাশ্য সত্য অস্বীকার করেছে, সে মানুষ নয় কুকুর; যার পেছনে চলে আসছে শিকারী কুকুরের একটি পাল।

৩৪. তারা আমাকে মর্মযাতনায় জর্জরিত করেছে, গালি দিয়েছে, আর কাফির আখ্যায়িত করেছে, আজ আমরা সুদে-আসলে তাদের এই ঋণ পরিশোধ করছি।

৩৫. খোদার কসম আমরা তাঁর কৃপায় মুসলমান, কিন্তু মানুষের মাথায় অজ্ঞতা

ভর করেছে।

৩৬. আমরা মহানবী (সা.)-এর কথা ও কর্ম অনুসরণ করি, আমরা আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণ করি কোনো আজে-বাজে লোকের নয়।

৩৭. আমরা তাঁর ধর্মের খাতিরে সকল ধর্মহীন (জিন্দিক) এবং বিবেকের শত্রুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

৩৮. আমরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করি; সেই বিশেষ তত্ত্বাবধায়কের জ্যোতি অন্ধকার দূরীভূত করে।

৩৯. আমরা কি খ্রিস্টানদের চেয়ে বড় কাফির? ধ্বংস তোমাদের জন্য এবং তোমাদের এরূপ মতামতের জন্য।

৪০. হে নোংরা ভূমি, বাটালার মৌলভী! তুমি বিদ্বেষ ও হিংসাবশত আমাকে কাফির আখ্যা দিয়েছ।

৪১. তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ; এখন পরিণতির অপেক্ষা কর বা ভয় কর, কেননা খোদার রীতি হলো, ফুৎকারে অগ্নি প্রায়শ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

৪২. তোমার উভয় হাত ধ্বংস হোক; কেননা তুমি সকল নৈরাজ্যবাদীর অনুসরণ করেছ, তোমার পদযুগল তোমাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হোঁচট খাইয়েছে।

৪৩. তোমার যৌবন ধ্বংস হয়ে গেছে আর দৈব-দুর্বিপাকের শিকার হিসেবে তোমার কান্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে; সুতরাং এটি বিনয়ের সময়, অহংকারের নয়।

৪৪. তুমি কামনা-বাসনার দাসত্বে আমার জন্য বিপদাপদ ও ধ্বংস কামনা কর; কিন্তু তোমার ওপর সকল সমস্যার পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে এবং পড়বে।

৪৫. আমি প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছি, তাই আমি কীভাবে ধ্বংস হতে পারি? সুতরাং আত্মাভিমানী খোদাকে ভয় কর, আর অত্যাচার করে ধ্বংস হয়ো না।

৪৬. তুমি কি পাথরের ওপর কাঁচ নিক্ষেপ করছ? আত্মহত্যা করো না, স্থায়ী জীবনের পথ সন্ধান কর।

৪৭. তুমি দুষ্কৃতি ও নোংরামীর পথ পরিহার কর, নিজের প্রতি সুবিচার কর, আর এভাবে বৃথা কষ্ট করে নিজেকে ধ্বংস করো না।

৪৮. হে অতিরঞ্জনকারী, তওবা কর, এমন সময় আসতে যাচ্ছে যখন তুমি নিজের পক্ষাঘাতগ্রস্ত ডান হাতে কামড় দেবে।

৪৯. হায়, যদি কোনো মা তোমার মত এমন অন্ধকারের বাদুড় ও আলোর শত্রুর জন্ম না দিত

৫০. তুমি চেষ্টা করছ সরকার যেন অপরাধী গণ্য করে আমাকে ধৃত করে; প্রত্যেক প্রতারক ও দুর্বলতা সন্ধানকারী ও চোগলখোরের (অন্যায় অভিযোগকারী) জন্য ধ্বংস।

৫১. আমাকে রাজত্ব দেয়া হলেও আমি তা ঘৃণা করতাম; তোমাদের দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার জন্য আমার কম্বলই যথেষ্ট।

৫২. আমরা এমন এক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি যার বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের শত্রু অনবহিত, আর আমাদের লাশ জীবিতদের দৃষ্টিসীমার বাইরে রয়েছে।

৫৩. তুমি প্রতারণা ও আনুমানিক কথার ভিত্তিতে আমাদের সরকারকে উত্তেজিত কর, যারা নিজেরাও অজ্ঞদের ন্যায় কুধারণা পোষণ করে।

৫৪. হে অন্ধ! তুমি কি সেই সর্বশক্তিমানকে অস্বীকার করছ যিনি স্বীয় বন্ধুদের নিজ সন্নিধানে আশ্রয় প্রদান করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করেন?

৫৫. সর্বশক্তিমান কীভাবে কলীমুল্লাহ মূসার নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন তা কি তুমি ভুলে গেছ, বা তুমি কি হেরা পর্বতের প্রদীপ্ত সূর্যের সাফল্য সম্পর্কে শোননি?

৫৬. তোমার দৃষ্টি আকাশ ও এর সিদ্ধান্তের প্রতি যেতেই পারে না, কেননা তোমার অন্ধ চোখ মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে।

৫৭. অন্তর্দৃষ্টি না থাকার কারণে কিছু কথা তোমাকে প্রতারিত করেছে, আর তোমার জন্য ভবিষ্যৎ সংবাদের বিষয়টি পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেছে।

৫৮. তুমি তোমার অনুসারীদের ভ্রষ্টতার কুপে নিক্ষেপ করেছ, পুণ্যবানদের জীবনাদর্শ কি এমনই হয়ে থাকে?

৫৯. তুমি কাফের আখ্যা দিয়ে তাক্ওয়া বা খোদাভীতিকে পদদলিত করেছ, তুমি কি আমার হৃদয় চিরে দেখেছ বা আমার অপ্রকাশিত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।

৬০. স্বীয় নোংরামীর বশে যে ষড়যন্ত্রই কর না কেন; আল্লাহ্ই আপন বান্দাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

৬১. আমার নিদর্শন তোমার কাছে আসবে আর তুমি এর বাস্তবতা অনুধাবন

করতে পারবে; কিছুটা ধৈর্য ধারণ কর, আর লজ্জাশীলতাকে বিসর্জন দেবে না।

৬২. আমি অলৌকিক নিদর্শনস্বরূপ পুস্তকাবলী লিখেছি, তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যা আমার লেখার মত সাবলীল?

৬৩. হে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, যদি আমার মত যোগ্যতা থাকে, তাহলে আমার লেখনীর প্রত্যুত্তরে কিছু লেখে দেখাও।

৬৪. তুমি অজ্ঞ আখ্যা পাওয়া পছন্দ করতে না, এখন কী হলো যে বিক্ষিপ্ত ও অগোছালো ভাবনাশীলা নারীর ন্যায় খেই হারিয়ে বসেছ?

৬৫.তুমি নির্বোধদের উদ্দেশ্যে বলেছ যে, তার বই বা রচনা বিস্বাদ, তা শুনলে বমি-বমি ভাব হয়।

৬৬. আমার পুস্তিকাগুলো তোমার কাছে বমির মত মনে হওয়ার পর আমাকে একটু বল, তুমি সাহিত্যিকসুলভ দক্ষতার সাথে কি লিখেছ?

৬৭.তুমি সাহসী এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার দাবি করেছ, আর অহংকারবশত আমাকে তোমার শিকার আখ্যায়িত করেছ।

৬৮. আজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তুমি লাঞ্ছিত ও নগ্ন হওয়ার ভয়ে খরগোশের ন্যায় পালিয়ে গেলে।

৬৯. চিন্তা কর, ভয়ে তোমার এভাবে ত্রস্ত হওয়া, তোমাকে বুঝানোর জন্য রহমান খোদার পক্ষ থেকে নিদর্শন নয় কি?

৭০. তুমি কি করে আমার সামনে দাঁড়াত পার? তুমিতো আমার ভয়ে পালাচ্ছ! সেই লাঞ্ছনার প্রতি লক্ষ্য কর যা অহংবোধের কারণে তোমার ভাগ্যে জুটেছে।

৭১. তত্ত্বাবধায়ক খোদা তাঁর দুর্বল সৃষ্টি ও নশ্বর কীটের (মানুষ) পক্ষ থেকে অহংকার প্রকাশ পছন্দ করেন না।

৭২. এক তীরের আকস্মিক আঘাতে তোমাকে ভূ-লুণ্ঠিত করা হয়েছ; তুমি বিরান ভূমিতে মৃতবৎ পড়ে আছ।

৭৩. হে বাগাড়ম্বর! এখন তুমি কোথায়? তুমি তো আমাদেরকে জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে!

৭৪. হে ফিতনা বা নৈরাজ্যের হোতা, এখন আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আস, আমরা তোমাকে কেবল ধূলাময় স্থানের ধূলিঝড়ই মনে করি।

৭৫. আমার কথা সে বাগানের ন্যায় যার উপত্যকায় দ্বিতীয়বার বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে; আর আমার কথা খেজুরের সেই গুচ্ছের ন্যায় যা উর্বর ভূমিতে হয়ে থাকে।

৭৬. তোকে লাঠির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয় নি বরং পানির মত প্রবহমান ধারালো তরবারির মাধ্যমে তোকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে।

৭৭. যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ কর তাহলে জেনে রাখ, আমি একজন বীর পুরুষ; আমি ভ্রান্তিতে নিপতিত হিংসুকের হৃদয়কে জ্বালিয়ে থাকি।

৭৮. তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছ ও কাফের আখ্যা দিয়েছ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছ আর এ অভিলাষ রাখতে যে আমাকে যেন ধূলার ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়।

৭৯. কামনা-বাসনার দাসত্বে এ হলো তোমার পুরনো অভিলাষ; কিন্তু আল্লাহ্ আমার নিরাপত্তার দুর্গ আর স্বয়ং শত্রুদের ধ্বংসকারী।

৮০. আমাকে জয়যুক্ত করার জন্য যদি রহমান খোদার সাহায্য না আসে তাহলে আমি নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হবো।

৮১. তোমার হাতে কোনো কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু তিনি এক সর্বশক্তিমান প্রভু এবং দুর্বলদের রক্ষাকর্তা।

৮২. অহংকার তোমাকে দোযখের নিকৃষ্টতম স্তরে ঠেলে দিয়েছে; নিশ্চয় অহংকার সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয়।

৮৩. প্রতাপান্বিত খোদার কহর বা শাস্তিকে ভয় কর; আর কতদিন নিজের কামনা-বাসনার দাসত্ব করবে আর হরিণের মত লম্ফ-ঝম্ফ করবে।

৮৪. তুমি আমার পতন দেখতে চাও অথচ রক্ষাকর্তা খোদা আমার নিরাপত্তা বিধানকারী, আমার সাথে ঝগড়া করতে গিয়ে তুমি সর্বশক্তিমান প্রভুর সাথে শত্রুতার ঝুকি নিয়েছ।

৮৫. খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ কোনো পরীক্ষায় ধ্বংস হয় না, পরীক্ষার সময়ই পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়।

৮৬. যে স্বীয় প্রভু-রক্ষাকর্তাকে ভয় করে সে কখনও ব্যর্থ হয় না; কেননা রক্ষাকর্তা তাঁর সন্ধানীদের সন্ধানে থাকেন।

৮৭. পৃথিবীবাসী কি সত্যবাদীর লাঞ্ছনার অভিলাষ পোষণ করে? এটি কোনোভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়; এটি নির্বোধদের ধারণা মাত্র।

৮৮. যুদ্ধের শুভপরিণাম তারই পক্ষে যায়, যে পুণ্যবান হয়ে থাকে; অবশ্য প্রথমে অত্যাচারীকেই বিজয়ী মনে হয়।

৮৯. হে আমার শত্রু, এই দাবির সত্যতার সমর্থনে আমাদের প্রভুর সুন্নত বা চলমান রীতিও সাক্ষ্য দিয়েছে; যা নবীগণ এবং পুণ্যবানদের মাঝে চলমান রয়েছে।

৯০. হে হিংসুক, ক্রোধ ও অগ্নি শিখায় জ্বলে ধ্বংস হয়ে যা; আমরা স্থায়ী সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করব।

৯১. আমাদের অভিজ্ঞতা হলো সকল উচ্চতা বা মাহত্ম লাভ হয় আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে; আর আলোর সন্ধানে সৃষ্টি আমাদের কাছে আসে।

৯২. মানুষ তোমায় দেখবে অভিশাপের দৃষ্টিতে; (অপর দিকে) সকল নেক কাজের ক্ষেত্রে মানুষ মৃত্যুর পরও আমাদের স্মরণ করবে।

৯৩. তুমি কি সে প্রাসাদ ভেঙ্গে দেবে যা একান্ত আমাদের প্রভুর? তুমি কি সে বস্তু জ্বালিয়ে দিতে চাও যা আমাদের স্রষ্টা (আল্লাহ্) বানিয়েছেন?

৯৪. হিংসুকরা চায় আমরা ভাগ্যাহত হয়ে যাই অথচ আমরা নিয়ামতের পর নিয়ামতের স্বাদ পাচ্ছি।

৯৫. আমার কাজ সন্দেহের দোলাচলে দুলছে বলে মনে করবি না। তোর কাছে সূর্যের মত সমুজ্জল নিদর্শন এসে গেছে।

৯৬. আমার পক্ষ থেকে কস্তুরীর সৌরভ লাভের পর পুণ্যবানরা গভীর আগ্রহের সাথে আমার কাছে এসেছে।

৯৭. তারা আমার কাছে প্রীতি ও ভালবাসার সাথে সেই পাখির মত উড়ে এসেছে যে বড় মহীরুহে আশ্রয় গ্রহণ করে।

৯৮. দেশ তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আমার হাতে তুলে দিয়েছে এখন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে গুটিকতকেরই আসা বাকী আছে।

৯৯. অথবা খোদার সে সকল সুপুরুষরা অবশিষ্ট রয়ে গেছেন, যাদের অবস্থান পর্দার অন্তরালে; তাঁরা আমার কাছে এর পর সাক্ষী হিসেবে আসবেন।

১০০. রহমান খোদার পক্ষ থেকে হিদায়াতের লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে;

সেসব লক্ষণাবলী দেখে তত্ত্বজ্ঞানীরা খোদার জন্য সেজদাবনত।

১০১. কিন্তু নীচ বা দুর্ভাগারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণে অস্বীকার করে; তারা এ আলোয় সঠিক পথের সন্ধান পায় না।

১০২. তারা আমাদের কুকুরের ন্যায় মৃত প্রাণীর মাংস খাচ্ছে; মরুর শকুনের ন্যায় লাশ বা মৃতপ্রাণীর মাংসের জন্য তারা অত্যাধিক লালায়িত।

১০৩. তারা আমাকে ভয় দেখিয়েছে, অথচ যুগের দৈব-দুর্বিপাক হোক বা যুদ্ধের ময়দানই হোক না কেন, সাহসী মানুষ ভয় পায় না।

১০৪. আমার রক্ষাকর্তা খোদার পরম স্নেহ লাভের পর সকল সমস্যা বা বিপদাপদ দূরীভূত হয়ে যায়; এরপর আমি কোনো সমস্যাকে সমস্যাই মনে করি না।

১০৫. আমার মত মু'মিন আদৌ ব্যর্থ হয় না বরং আমাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু কাফির আখ্যা দিয়ে ও ফতওয়াবাজী করে কেবল ব্যর্থতাই দেখেছে।

১০৬. এই চিহ্নিত অজ্ঞ ক্রোধের বশে দাঁত বের করে, তুমি এই পশুতুল্য অথর্বের দিকে তো একটু তাকাও!

১০৭. সে অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য খোদাকে রাগান্বিত করেছে অথচ তাঁকে সন্তুষ্ট করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

১০৮. আমি তাদের জ্ঞানের ভান্ডকে (গর্বকে) কাঁচের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি, তা ধূলার মত (বাতাসে) উড়ে গেছে।

১০৯. তারা তাঁকে কাফির আখ্যায়িত করেছে, যে মুসলমান হওয়ার দাবি রাখে; বাটালভীর বক্তৃতা ও তার হট্টগোলে প্রভাবিত হয়ে তারা একাজ করেছে।

১১০. আমি তাদের হৃদয়ে খোদার ভয় দেখি না, বরং তাদের বিদ্রোহ ও অস্বীকারের প্রস্রবন প্রবলভাবে প্রবহমান দেখছি।

১১১. আমার আশা ছিল তারা তাঁকে ভয় করবে; কিন্তু আজ তারা কামনা-বাসনার প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট।

১১২. তাদের সকলেই তাক্ওয়ার পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; তাদের দেহে ভ্রষ্টতার পোশাক ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট নেই।

১১৩. তাদের দলে কোনো পরহেজগার ও খোদাভীরু আছে কি? বা এমন

পুণ্যবান আছে কি, যে শাস্তি ও পুরস্কার দিবসকে ভয় করবে?

১১৪. খোদার কসম, আমি সে দলের মাঝে কোনো খোদাভীরু, পরহেজগার দেখি না, যারা আমার অট্টালিকাকে গুড়িয়ে দেয়ার জন্য দন্ডায়মান হয়েছে।

১১৫. আমি পাগড়ি ও দাঁড়ি এবং এমন নাক ছাড়া আর কিছু দেখি না –যা অহংকারের কারণে বক্র হয়ে গেছে।

১১৬. তারা যদি অহংকারবশত আমার কথা প্রত্যাখ্যান করে তাতে কিছু যায় আসে না; অচিরেই অন্যদের মাঝে আমার কথা প্রভাব বিস্তার করবে।

১১৭. তাদের ফতোয়াবাজী দেখে আশ্চর্য হয়ো না, এক আহাম্মক অন্ধত্বের ধূম্রজালে অন্য আহাম্মক বা হীন ব্যক্তির অনুসরণ করছে।

১১৮. বিতাড়িত শয়তান তাদের বন্ধু হয়ে গেছে, সে সকাল-সন্ধ্যা সাক্ষাতের জন্য তাদের মাঝে আসে।

১১৯. হিংসুকদের হৃদয়কে তাদের দুষ্কৃতি অন্ধ করে দিয়েছে; লোক দেখানো পোশাক তাদের ভেতরকে নগ্ন করে দিয়েছে।

১২০. তারা কষ্ট ও যাতনা দিয়েছে কিন্তু রক্ষাকর্তা খোদার পথে কষ্ট পাওয়া থেকে আমরা অন্য কিছুকে বেশি আনন্দদায়ক মনে করি না।

১২১. আমি এসকল বোঝাকে নতুন কিছু মনে করি না; আমি সফর করে এবং বোঝা বহনে অভ্যস্ত আর আগ্রহের সাথে এর পথপানে চেয়ে থাকি।

১২২. আমার প্রাণ উঁটের মত যার পিঠকে মানুষের যাতনা ও অত্যচারের মাধ্যমে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে।

১২৩. এ কথা হৃদয়ে গেঁথে নাও! সত্যবাদীদের প্রভুর কসম, আমি নিয়ামতরূপী খেজুর থেকে সর্বোত্তম ফল নির্বাচন করে থাকি।

১২৪. হীনরা আমায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কিন্তু (তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কারণে) আমার খোদা আমার পদমর্যাদাকে আরো উন্নীত করেন।

১২৫. হীন ব্যক্তিরা শিয়ালের মত আমার ওপর হামলা করে এবং শিয়াল ও বিড়ালের আওয়াজ শুনিয়ে আমায় কষ্ট দেয়।

১২৬. খোদার কসম তাদের রীতি সঠিক রীতি নয় বরং তা এমন একটি বাসনা বা ইচ্ছা যা লোভ-লালসা হতে উদ্ভূত।

১২৭. আমি তাদের প্রলাপকে বধিরের মত উপেক্ষা করেছি আর আমি

উদঘাটন করেছি যে, তর্ক-বিতর্কের মাঝে কেবল ক্ষতিই নিহিত।

১২৮. আমরা শত্রুর দেয়া কষ্টের মুখে ধৈর্য ধরেছি; আমাদের দৃষ্টি অবনত রাখা বা ধৈর্য ধারণের সময় তারা ধুম্রের ন্যায় নিজেদের অলীক উচ্চতা প্রকাশ করেছে।

১২৯. তাদের ভিতর কোনো পবিত্রতা ও পরহেজগারী অবশিষ্ট রইল না; না সংগ্রামী জীবনের কোনো একটি বিন্দু অবশিষ্ট আছে।

১৩০. তারা কামনা-বাসনার দাসত্বে নীচ ও হীন জগতের প্রতি ঝুঁকে গেছে, আর জীবনের কঠোরতা ও কষ্ট দেখে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।

১৩১. বখাটেদের মধ্য হতে নীচ বা হীনদের একটি দল এমনভাবে হাম্‌লা করেছে যেন তারা শুষ্ক গোবর যা গরম করার জন্য ব্যবহার হয় বা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়।

১৩২. তাদের বাড়াবাড়ির সময় আমি যেসব পুস্তক লিখেছি, সেগুলোর প্রত্যেকটি ছিল বাগ্মিতা, মাধুর্য ও ভাষার সাবলিলতায় সজ্জিত।

১৩৩. তারা বললো, আমরা পড়েছি, কিন্তু এগুলো তেমন উন্নত মানের কিছু নয়; কিংবা এসব আরবের কোনো সুসাহিত্যিকের উক্তি থেকে নেয়া হয়েছে।

১৩৪. কোনো বাগ্মী আরব গোপনে তার ঘরে অবস্থান করছে; আর সে-ই সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে এসব লিখাচ্ছে।

১৩৫. তাদের কথা ও স্ব-বিরোধের প্রতি লক্ষ্য কর; শত্রুতা তাদের সঠিক বিবেচনার শক্তি কেড়ে নিয়েছে।

১৩৬. একবার বলে আমার লেখা কোনো এক আরবের, আবার বলে এ বইয়ের লেখায় অগণিত ভুল রয়েছে।

১৩৭. হে শত্রুর দল! এটি রহমান খোদার পক্ষ থেকে; কোনো সিরিয়াবাসীর কর্মও নয় আর আমার সঙ্গীদেরও নয়।

১৩৮. (তত্ত্বাবধায়ক) খোদা তা'লা আমাদের মহিমা ও জ্ঞানকে সমুন্নত করেছেন, তাই আমরা আমাদের ঘর *জওযা কক্ষপথে নির্মাণ করছি।

১৩৯. এরপর মৌলভীর পদ ছেড়ে দাও আর কুয়ার অন্ধকারে আত্মগোপন কর (অর্থাৎ পানিতে ডুবে মর)।

১৪০. আমার প্রকৃতি বা আমার বোধ-বুদ্ধিতে তরবারীর ন্যায় তীক্ষ্নতা সৃষ্টি

করা হয়েছে, তাই আমি যা বুঝতে পেরেছি আমার শত্রুরা তা বুঝতে পারে নি।

১৪১. আমার এ গ্রন্থ সকল প্রকার বাগ্মিতার সমাহার; তা সজীবতা ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিন্তাশীলদের মাঝে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

১৪২. আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আপন জ্ঞানের বাগান দান করেছেন, যদি খোদার বিশেষ দান-দক্ষিণা না হতো তাহলে আমি অজ্ঞদের মতই থাকতাম।

১৪৩. আমি অনুগ্রহশীল প্রভুর সমীপে দোয়া করেছি, আমার দোয়ার পর তিনি আমাকে জ্ঞানের প্রস্রবণসমূহ দেখিয়েছেন বা চিনিয়েছেন।

১৪৪. নিঃসন্দেহে বলা যায়, অহংকার করলে (তত্ত্বাবধায়ক) খোদা সম্মানিত করেন না, যদি সম্মানজনক পদমর্যাদা পেতে চাও তাহলে মাটির মত হয়ে যাও।

১৪৫. খোদার কসম, এটি কামনা-বাসনারই পরিণাম যে, আমার বিষয়ে যা করা উচিত ছিল, তুই তা করিসনি আর এমন এক ব্যক্তির ন্যায় অস্বীকার করেছিস যে তাড়াহুড়ায় অভ্যস্ত এবং ভ্রান্তিতে নিপতিত।

১৪৬. বিদ্বেষমুক্ত মানুষ কখনও তাড়াহুড়া করে না, সে পর্দা সরিয়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখে।

১৪৭. নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি সুবিচারের মানসে ও মমত্ববোধের কারণে সম্মানিতরা পুণ্যবানদের দোয়াকে ভয় করে।

১৪৮. আমার দোয়া এমন তীর যা বিদ্যুতবেগে গিয়ে স্বীয় লক্ষ্যে আঘাত হানে, তাই বিরোধিতার মানসে আমার কাছে আসা থেকে সাবধান থাক।

১৪৯. আল্লাহ্‌র কসম, ইমাম সাজার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, তোর এমন ধারণা ভুলবশত সৃষ্টি হয়েছে।

১৫০. নিঃসন্দেহে আমরা কেবল আল্লাহকে চাই যিনি আমাদের আত্মার প্রশান্তি; আমরা কোনো নেতৃত্ব, রাজত্ব ও প্রাধান্য চাই না।

১৫১. আমরা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার ওপরই নির্ভর করেছি যিনি এক মহান দাতা ও নিয়ামত দানে ধন্যকারী।

১৫২. যে রহমান খোদার হয়ে যায়, সে সম্মানিত হয়। সম্মানিত ও নিয়ামত প্রাপ্তরা পতন কাকে বলে জানে না।

১৫৩. শত্রু নোংরামীবশত আমাকে কষ্ট দেয়। অপবাদ আরোপ করে, তারা

এক নিস্পাপ হৃদয়কে কষ্ট দেয়।

১৫৪. তারা চিৎকার ও হট্টগোল করে আমাদের ভয় দেখায়, অথচ আমরা তাদের মৃতদের অন্তর্ভূক্ত মনে করি, জীবিতদের নয়।

১৫৫. বীরত্বের উৎস– খোদার নৈকট্য লাভের পর, এসব আওয়াজ ও হট্টগোল কীভাবে আমাদের জন্য ভয়ের কারণ হতে পারে?

১৫৬. এই নোংরা ব্যক্তি, আমাদের আলো নির্বাপিত করতে চায়। কিন্তু (সত্য কথা হলো) সূর্যকে গোপন করলেও তা গোপন থাকে না।

১৫৭. নিশ্চয় (তত্ত্বাবধায়ক) খোদা আমার প্রতি অনুগ্রহবশত স্বীয় নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন; সুতরাং আমিও দাতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।

১৫৮. সৃষ্টির দৈন্যদশা দূর করার জন্য আমরা জ্ঞানের সম্পদ বিতরণ করি; কপর্দকহীনদের প্রতি আমাদের অনুগ্রহ অত্যধিক।

১৫৯. যদি তুই কিছু নিতে চাস তাহলে (জেনে রাখ) তোর হতচ্ছাড়া ও পাথরময় গ্রাম থেকে আমাদের গ্রাম খুব দূরে নয়।

১৬০. হে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু! যদি তুই হিংসা ও বিদ্বেষের মাঝে মারা যাস, তাহলে হিসাব গ্রহণকারীর (খোদা) প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হওয়ার সময়টি তোর জন্য বড়ই কঠিন হবে।

১৬১. আমি বিনা প্রয়োজনে, উদ্দেশ্যবিহীন আসিনি, বরং উত্তপ্ত ভূমিতে বৃষ্টিবাহী মেঘমালার ন্যায় এসেছি।

১৬২. (আমি) এক ঝর্ণা– যা পিপাসায় কাতর লোকদের জন্য প্রবাহিত হচ্ছে কিংবা আমি পিপাসায় কাতর মানুষের জন্য অবিরাম বহমান ঝর্ণাধারা।

১৬৩. (তত্ত্বাবধায়ক) খোদার কৃপায় আমি সত্যবাদী; আমি একান্ত প্রয়োজনের সময় ও মহামারীর যুগে এসেছি।

১৬৪. তা সত্ত্বেও হীন লোকরা নোংরামীর দরুন আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে আর আমার পুরস্কার এবং দান-দক্ষিণা গ্রহণ করে না।

১৬৫. হীন ও নীচদের কথাবার্তা যেন ধারালো বর্শা আর তাদের হৃদয় সেই ভূমির ন্যায় শুষ্ক যাতে কোনো কিছু উৎপন্ন হয় না।

১৬৬. যে সত্যবাদীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে নিজ প্রভু, তাঁর নবী এবং সকল পুণ্যবানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

১৬৭. কার্পণ্য তাদের ভেতর ধাবমান জলস্রোতের মত বেসামাল; আল্লাহ্‌র কসম! আমি এছাড়া তাদের শত্রুতার আর কোনো কারণ খুঁজে পাই না।

১৬৮. আমার ধারণা ছিল না যে, তারা আমার শত্রুতাবশত সমুজ্জ্বল শরিয়তের নির্দেশকেও প্রত্যাখ্যান করবে।

১৬৯. যখন তারা ধর্ম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ করল, তখন আল্লাহ্‌র খাতিরে আমি তাদের শত্রুতার ঝুঁকি নিলাম।

১৭০. নবী (সা.) এর (আধ্যাত্মিক) দুধ ও তাঁর (আধ্যাত্মিক) প্রস্রবণের কল্যাণে আমি লালিত-পালিত হয়েছি, আর আমাকে হেরার সূর্য হতে জ্যোতি দেয়া হয়েছে।

১৭১. সূর্য মা, আর হেলাল (শশীকলা) তার সন্তান, যে সূর্যের আলোতে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠে।

১৭২. আমি পূর্ণচন্দের ন্যায় উদিত হয়েছি, সুতরাং ভেবে চিন্তে কথা বল; সে ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণের লেস মাত্র নেই যে দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্না নারীর ন্যায়।

১৭৩. হে আমাদের প্রভু, নিজ কৃপায় আমার হাত দৃঢ় কর আর সে ব্যক্তির নিকট থেকে প্রতিশোধ নাও, যে খড়-কুটার ন্যায় সত্যকে দূরে ঠেলে দিতে চায়।

১৭৪. হে আমার প্রভু! আমার জাতি অজ্ঞতাবশত অন্ধকারে প্রবেশ করেছে; করুণা কর, আর তাদের আলোকের ঘরে প্রবেশ করাও।

১৭৫. হে আমায় নিন্দাকারী! শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই হয়ে থাকে, তাই তুমি বুদ্ধিমানদের ন্যায় কর্মের পরিণামের অপেক্ষায় থাক।

১৭৬. আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে বন্ধু বানিয়েছেন আর আমাকে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত দ্বারা সাহায্য করেছেন।

১৭৭. সুতরাং আমি ভ্রষ্টতা ও দুর্ভাগ্যের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছি, আর আমি হেদায়াত ও জ্ঞানের গৃহে প্রবেশ করেছি।

১৭৮. আল্লাহ্‌র কসম! সে ব্যক্তি ব্যতীত সকল মানুষ বৃথা ও অর্থহীন, যাকে খোদা সাক্ষাত প্রদান করেছেন।

১৭৯. সে ব্যক্তি যার হৃদয় (তত্ত্বাবধায়ক) খোদা তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন তার কাছে পিপাসার্তের ন্যায় দলে দলে মানুষ ছুটে আসে।

১৮০.স্বর্গের অধিপতি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে সম্মান দেন আর বুদ্ধিমানদের মাথা তাঁর সামনে বিনত হয়।

১৮১. তাঁর জন্য পৃথিবীবাসীদের দাসতুল্য বা সেবকের ন্যায় করা হয়, আকাশও তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়।

১৮২. কে আছে, যে মহাসম্মানিত খোদার প্রিয় বান্দাদের অসম্মান করতে পারে? আকাশের সূর্যদের জমিন কোনোভাবে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না।

১৮৩. যাকে আল্লাহর কৃপা কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র করবে, সে ছাড়া বাকী পুরো সৃষ্টি কীট (ব্যতিত কিছু নয়)।

১৮৪. সুতরাং যদি তুমি তাঁর মূল্য বুঝ তাহলে তাঁর জন্য দন্ডায়মান হও, আর এপথে প্রাণ বিসর্জন দেয়া ও দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হও।

১৮৫. যদি তুই তাঁর লাঞ্ছনা চাস, তাহলে স্বয়ং তোকে তুচ্ছতার দিকে ঠেলে দেয়া হবে আর বিচার দিবসে কুকুরের ন্যায় তোকে বিতাড়িত করা হবে।

১৮৬. দুর্ভাগ্য বা শনি তোর ওপর প্রভুত্ব করছে, তাই খোদার দৃষ্টিতে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত তুই তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছিস।

১৮৭. আমাদের প্রদীপ ও আমাদের আলো তোর কাছে অসহ্য; তাই তুই অন্ধকার রাতের চোরের ন্যায় চলাফেরা করিস।

১৮৮. তুই অপালাপ করছিস! খোদার কসম, কিয়ামত দিবসে ও সিদ্ধান্তের সময় তোর কোনো অজুহাত চলবে না।

১৮৯. এটি খোদার পক্ষ থেকে একটি আলো, যার ঔজ্জ্বল্য আমরা (অচিরেই) তোমাকে দেখাবো। সুতরাং দূরদর্শী বুদ্ধিমানের ন্যায় ধৈর্যধারণ কর।

১৯০. আমি দেখছি, তোমার ক্রোধ গভীর জলরাশির ন্যায় ফুঁসে উঠছে। এর ঢেউ সমুদ্রের ঢেউ-এর মত বা প্রবল ঝঞ্জা-বায়ুর ন্যায়।

১৯১. আল্লাহ্র কসম, আমাদের বীরদের মধ্য হতে একজন সাহসী যুবকই শত্রুদের জন্য যথেষ্ট হবে।

১৯২. এতে সন্দেহ নেই যে, সমস্যার সময় আমরা ধৈর্য ধারণ করি; আর কখনও আমরা অস্বচ্ছলতা আর কখনও স্বচ্ছলতার ভেতর সময় অতিবাহিত করি।

১৯৩. তুমি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই যুগে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে, আর (নৈরাজ্যের) বন্যা কখনও খড়কুটামুক্ত হয় না।

১৯৪ আমার ঘরে জঙ্গলের নেকড়ে আসলেও আমার ততটা ঘৃণা হয় না, যতটা তোমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে আমাদের ঘৃণা হয়।

১৯৫. আজ আমি তোমাকে সদুপদেশ দিচ্ছি। পরিতাপের বিষয় হলো যে জাতি বিদ্বেষের কারণে ধর্মকে নষ্ট করে দিয়েছে, তারা কি করে আমার হিতোপদেশ কাজে লাগাতে পারে?

১৯৬. আমরা বললাম, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আস, মোকাবিলা কর, তখন তারা জঙ্গলে হরিণের মত পালিয়ে গেল।

১৯৭. তারা চোখকে কাজে লাগায় না আর বাস্তবতার প্রতিও দৃষ্টিপাত করে না; তারা নিজেদের কার্পণ্য ও লোক দেখানোর মাঝেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৯৮. তাদের জামা'তে এমন কোনো দৃষ্টিসম্পন্ন লোক আছে কি যে আমার দিকে চিন্তাবিদ চক্ষুষ্মানের ন্যায় তাকাবে?

১৯৯. তারা আমাকে অজ্ঞ আখ্যায়িত করে অথচ আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসে নি। এদের যাতনা ও অন্যায়ের প্রতি একটু লক্ষ্য কর।

২০০. বীর বা সাহসীদের দাবির সত্যতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় প্রমাণিত হয়, আর তরবারীর প্রখরতা যুদ্ধের সময় প্রকাশ পায়।

২০১. এক বড়ই অকর্মণ্য ব্যক্তি বাটালায় থাকে, তার শত্রুতা মেঘের গুরুগম্ভীর শব্দের মত মনে হয়।

২০২. তার মনে ভয় ভীতি ভর করেছে, সেজন্য সে যুদ্ধের ময়দানে আসে না; সে মহিলাদের ন্যায় পর্দার অন্তরালে বসে অপালাপ করে।

২০৩. সে বস্তুজগৎ এবং এর জঙ্গলে পড়ে থাকা মরদেহ ভক্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছে; (সত্য কথা হলো) উদাসীন ও ভ্রুক্ষেপহীনতার জীবন থেকে মৃত্যুই শ্রেয়।

২০৪. হে আমার তরবারীর শিকার, কতদিন তুই লম্ফ ঝম্ফ করবি? হরিণ-শাবকের আচার-আচরণ তোকে মুক্তি দেবে না।

২০৫. তুই বাটালার হতভাগা ভূমিকে নোংরা করে তুলেছিস– যা গিরগিটির আবাসস্থল।

২০৬. আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তোকে শিকারীর মত সন্ধান করি, তাই কেউ যেন তোকে আশ্রয় দিতে না যায়।

২০৭. বর্শার ফলা তোর বক্ষ বিদীর্ণ করবে। আর আমার কোমল অথচ কঠোর

বর্শার আঘাত তোকে রক্ত-গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে।

২০৮. আমার লেখার ভয়ে তোর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে; ভেবে দেখ মোবাহিলা বা বিতর্কের সময় তোর কী অবস্থা হবে?

২০৯. আমাকে ভাষার এমন বাগধারা শেখানো হয়েছে যা দুধাল উঁটের ন্যায় আর তার বাচ্চা হলো আমার ভাষার প্রভাব।

২১০. যত ইচ্ছা হিংসার বশবর্তী হয়ে ষড়যন্ত্র কর; স্মরণ রাখিস, কুকুরের বাচ্চার ঘেউ ঘেউ চতুর্দশী চাঁদকে নিস্প্রভ করতে পারে না।

২১১. তুই একজন সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিস আর জেনে-শুনে অন্যায় করেছিস; যদি তিনি তোর ওপর আক্রমণ করেন, তাহলে বুঝতে পারবি কত ধানে কত চাল।

২১২. আমার চোখ কোনো যুদ্ধে পরাজয় দেখেনি অথচ আমি শত্রুদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অনেককেই ধরাশায়ী করেছি।

২১৩. খোদার কসম, তোমরা দুর্ভাগ্যবশত ভুল করেছ আর তার সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েছ– যিনি যুদ্ধে সুদক্ষ আর আকস্মিক হামলাকারী।

২১৪. আমি তোমার বিদ্বেষের কারণে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত উন্নীত হচ্ছি, আর তোমার হিংসা বিদ্বেষ সত্ত্বেও আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হচ্ছে বা আমি উন্নতি করছি।

২১৫. আমরা সুরাইয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছি যেন ঈমানকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারি।

২১৬. সেই সকল নৈরাজ্যের প্রতি তাকাও যার অগ্নি অশ্রু-বন্যা বরং রক্ত-বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।

২১৭. এই সব নৈরাজ্যের ধূম্র যখন (আকাশে) দৃশ্যমান, রহমান খোদা তখন অন্ধকার রাতের পথিকদের মুক্তির জন্য আমাকে দাঁড় করিয়েছেন।

২১৮. রোগীদের হা-হুতাশ আমার আগমনের দাবি করলো আর আমি আরোগ্যের পেয়ালা হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলাম।

২১৯. আমি যখন জাতির কাছে আসলাম, তারা আমাকে শত্রুর মত গালি দিতে থাকে; আর আমাকে অস্বীকার করে দুর্ভাগ্যের পথ বেছে নেয়।

২২০. তারা বললো যে, সে মিথ্যাবাদী, চরম মিথ্যাচারী, মিথ্যার মূর্ত প্রতীক বরং কাফির, প্রতারক ও লোক দেখানোতে অভ্যস্ত।

২২১. আমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবো, এ কথা কে বলতে পারে? কেননা আমার অভিভাবক হলেন খাতামার রসূল, যিনি দানের সমুদ্র।

২২২. হে পবিত্র-চরিত্র ও পবিত্র নামের নবী, আপনি কি আমাদের আপনার নিয়ামত থেকে দূরে রাখবেন?

২২৩. আপনি সেই রসূল, যার ভালবাসা অন্তরাত্মায় ছেয়ে গেছে। আপনি সেই রসূল যিনি আমার দেহে আত্মাতুল্য।

২২৪. আপনি সেই ব্যক্তি যার প্রতি আমার হৃদয় আকৃষ্ট; আপনি সে সত্ত্বা যিনি আমার প্রেমাষ্পদের আসন অলংকৃত করার জন্য দন্ডায়মান হয়েছেন।

২২৫. আপনি সেই ব্যক্তি যার প্রতি ভালবাসা ও বন্ধুত্বের কল্যাণে আমাকে ইলহাম ও ইলকা (এক প্রকার ইলহাম) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।

২২৬. আপনি সে ব্যক্তি যিনি শরিয়ত ও হেদায়াত দিয়েছেন আর মানুষকে কষ্টদায়ক বোঝা থেকে মুক্ত করেছেন।

২২৭. আমরা নৈরাজ্যবাদীদের ন্যায় আপনাকে ছেড়ে কিভাবে দূরে যেতে পারি! এটি অসম্ভব। আমার প্রাণ প্রেমাতিশয্যে ও বিশ্বস্ততার গভীরতার কারণে আপনার জন্য নিবেদিত।

২২৮. আমাদের প্রভুর গ্রন্থ কুরআনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর সে সকল অদৃশ্যের সংবাদেও ঈমান আনলাম যা আপনি অবহিত করেছেন।

২২৯. হে আমার নেতা, হে দুর্বলদের আশ্রয়স্থল, আমরা অজ্ঞদের অজ্ঞতার শিকার হয়ে নির্যাতিত অবস্থায় আপনার কাছে এসেছি।

২৩০. প্রেমের মৃত্যু নেই বরং সম্মানিতরা তা ক্রয় করে; হে বদান্যতার সূর্য! আমরা আপনাকে ভালবাসি।

২৩১. হে আমাদের সূর্য! আমাদের প্রতি দয়া ও স্নেহের সাথে দৃষ্টিপাত করুন, মানুষ আপনার দিকে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসছে।

২৩২. আপনিই সকল সৌভাগ্যের উৎস– যার প্রতি সকল নির্মল হৃদয় আকৃষ্ট হয়।

২৩৩. আপনিই জ্যোতির উৎস আর আপনিই নগর ও জঙ্গলের চেহারা আলোকিত করেছেন।

২৩৪. আমি আপনার জ্যোতির্মন্ডিত চেহারায় এমন মহিমা দেখতে পাচ্ছি যা সূর্যের ঔজ্জ্বল্য থেকে বেশি মাহাত্ম্য রাখে।

২৩৫. আমাদের জন্য মক্কা হতে হিদায়াতের সূর্য উদিত হয়েছে আর দানের প্রস্রবণ আমাদের জন্য হেরা থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

২৩৬. সূর্যের আলো তাঁর কোনো-কোনো জ্যোতির সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য রাখে। আমি যখন তা দেখলাম, আমার কান্নার আর সীমা রইল না।

২৩৭. আমরা মুহাম্মদের ধর্মের জন্য যুবাদের ন্যায় প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি; আমরা এমন ব্যক্তির মত নই –যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই।

২৩৮. স্বীয় ধর্মের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক খোদা আমাদের মনোবল চাঙ্গা করেছেন, আমরা আমাদের ঘর জওযা'তে* (তৃতীয় রাশি যা সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে থাকে) বা স্বর্গে নির্মাণ করছি।

২৩৯. আমাদেরকে তরবারীতুল্য বানানো হয়েছে, তাই আমরা নীচদের মাথা ও শত্রুদের খুলি ভেঙ্গে দেই।

২৪০. আমি নীচ ও হীনদের মধ্যে এক পাপাচারী ও অভিশপ্ত পিশাচ দেখছি, যে নিজে হলো নির্বোধদের বীর্য।

২৪১. সে দুশ্চরিত্র, নোংরা, নৈরাজ্যবাদী ও মিথ্যাচারী, লক্ষ্মীছাড়া, আবার সে অজ্ঞদের মাঝে সাঈদ (সৌভাগ্যবান) আখ্যায়িত হয়।

২৪২. সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কুফরকে (অবিশ্বাস) পরিত্যাগ করে নি; আর অন্ধত্বে নিজের পিতা-মাতার সাথে পুরো সামঞ্জস্য রাখে।

২৪৩. সে ভারতে বসবাসকারী কীটদেরই একজন এবং তাদেরই সৃষ্ট ফসল; সে স্বীয় পূর্বপুরুষদের মত প্রতিমা পূজারীদের অন্তর্ভুক্ত।

২৪৪. এখন তার ওপর দুর্ভাগ্য প্রভুত্ব করছে আর এই দুর্ভাগ্যই তার অন্ধ মায়ের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

২৪৫.আমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, কাফির আখ্যাদাতা এবং গালি ও দোষারোপের মাধ্যমে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেই দেখেছি।

২৪৬. সে আমাকে কষ্ট দেয়, কিন্তু আমরা অভিযোগ করি না আর আক্ষেপও করি না; কেননা সে এক কুকুর– যার প্রাণ ঘেউ-ঘেউ করার জন্য ব্যগ্র।

টিকা*

জওযা: বার রাশির তৃতীয়টিকে বলা হয় জওযা বা মিথুন– এটি ভাল স্থান বা ভাল গ্রহ গণ্য হয়।

২৪৭. শত্রুতা তার চোখের পাতায় ধূলার সুরমা লেপন করেছে; এখন চোখে খড়কুটা পড়া থেকে কে তাকে রক্ষা করতে পারে?

২৪৮. হে অভিসম্পাৎকারী! নিঃসন্দেহে তত্ত্বাবধায়ক খোদা দেখছেন; তুই আমার অভিভাবক সর্বশক্তিমান প্রভুর শাস্তিকে ভয় কর।

২৪৯. সত্য ও সততাকে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার অগ্নিতে জ্বালানো সম্ভব নয়; চামচিকা সূর্যের কি-ই-বা ক্ষতি করতে পারে?

২৫০. আমি দেখছি, তুই এমনভাবে চলিস যেন অহংকারে তোর মাটিতেই পা পড়ে না। তুই কি সেদিনকে ভুলে গিয়েছিস যেদিন ক্ষত নিরাময়ের পরিবর্তে আরও ছড়িয়ে পড়বে।

২৫১. দুর্ভাগ্যবশত প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাসত্ব করিস না, প্রবৃত্তির টান তোকে কূপে নিক্ষেপ করবে।

২৫২. প্রবৃত্তি একটি নোংরা ঘোড়া, এর পিঠে বসার বিষয়ে সাবধান; এ অনিয়ন্ত্রিত ঘোড়া যাতে তোকে ভূপাতিত না করে সে বিষয়ে সাবধান থেকো।

২৫৩. নিশ্চয় পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হলো বিষ বা গরল আর বিষের চেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো পুণ্যবানদের বিরোধিতা।

২৫৪. তুই আমাকে সহজাত নোংরামীর কারণে কষ্ট দিয়েছিস; (জেনে রাখ) হে পাপাচারীর বংশ, যদি তুই লাঞ্ছনার সাথে না মরিস তাহলে আমি সত্যবাদী নই।

২৫৫. আল্লাহ্ তোর ফির্কাকে লাঞ্ছিত করবেন আর আমাকে সম্মান দেবেন; এক পর্যায়ে মানুষ আমার পতাকাতলে সমবেত হবে।

২৫৬. হে আমাদের প্রভু! আমাদের মাঝে সম্মানজনকভাবে মীমাংসা কর, হে সেই সত্ত্বা! যে আমার হৃদয় ও অন্তরাত্মা সম্পর্কে অবহিত।

২৫৭. হে সেই সত্ত্বা যার দ্বার আমি ভিখারীদের জন্য খোলা পাই; আমার দোয়া প্রত্যাখ্যন করো না।

ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

(চশমায়ে মসীহি পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে)

বন্ধুগণ! জাগ্রত হও, কেননা পুনরায় ভূমিকম্প আঘাত হানতে উদ্যত,

অচিরেই আরেকবার খোদা স্বীয় শক্তিমত্তার বিকাশ ঘটাতে প্রস্তুত।

ফেব্রুয়ারী মাসে তোমরা যে ভূমিকম্প দেখেছ,

নিশ্চিত থাকতে পার যে, তা ছিল বোঝানোর উদ্দেশ্যে একটি হুঙ্কার মাত্র।

বন্ধুগণ! অশ্রুবারি বিসর্জন দিয়ে যথাসম্ভব এটি এড়ানোর চেষ্টা কর

হে উদাসীনগণ! আকাশ এখন অগ্নি বর্ষণ করতে উদ্যত।

ভূমিকম্প কেনই বা আসবে না? খোদাভীতি যে লোপ পেয়েছে!

মুসলমান, কেবল নামেমাত্র মুসলমান রয়ে গেছে।

খোদাভীতির স্বাক্ষর রেখে কেউ আমাকে গ্রহণ করেনি আর কেউ হিংসা-দ্বেষ পরিহার করেনি।

যেন আমার জীবন কেবল তাদের গালি শোনার জন্যই!

সকলেই আমাকে কাফির, দাজ্জাল ও অবাধ্য আখ্যা দেয়,

কে আছে যে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত?

যে-ই তোমার চোখে পড়বে তাকে কু-ধারণার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী পাবে,

যদি কেউ কারণ জিজ্ঞেস করে তারা শত শত দোষ-ত্রুটির অজুহাত দেখায়।

তারা ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে জগতকে ভালোবাসে,

শত বোঝালেও কাউকে অনুতাপ করতে দেখা যায় না।

ধর্মের সমস্যা দেখে আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়,

কিন্তু খোদার হাত এখন এ-হৃদয়কে শক্তি* যোগাবে।

টিকা: *অর্থাৎ সকল দেশে ভূমিকম্প আসবে, প্লেগ দেখা দেবে এবং মৃত্যুর বেশ কিছু কারণ মাথাচাড়া দেবে।*

এ লক্ষ্যে এখন তাঁর আত্মাভিমান তোমাদের কোনো নিদর্শন দেখাবে
জীবনের জন্য এই হুমকি সর্বত্র স্বীয় থাবা বিস্তৃত করতে যাচ্ছে।
কিছু মানুষের প্রাণহানির মাধ্যমে এখন ধর্মের কিছুটা সাহায্য লাভ হবে
নতুবা হে বন্ধুগণ! ধর্মের একদিন বিনাশ ঘটবে।
এক সময় এক বিশাল জনগোষ্ঠী এ ধর্মের জন্য নিবেদিত ছিল এখন অবস্থা শোচনীয়,
কিন্তু এখন এক দাসানুদাসও এই ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ব্যগ্র।

ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী (কবিতা)

বন্ধুগণ! ভূমিকম্পের আঘাত হানার দিন ঘনিয়ে আসছে,

ভূমিকম্পতো নয়! এ যেন পৃথিবী হতে বিদায়ের ক্ষণ।

তোমরা সুখেই আছ, কিন্তু আমি নিজের কথা কি-ই বা বলবো,

আমার চোখের সামনে মহাভীতিপ্রদ দিন ঘুরপাক খাচ্ছে।

হে উদাসীনগণ! খোদা কেন ক্রোধান্বিত? তা আমাকে জিজ্ঞেস কর,

যেদিন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে সেদিনটিই একে ডেকে এনেছে।

তাঁর আত্মাভিমান কি প্রকাশ করতে যাচ্ছে অন্যরা তা জানে না,

কিন্তু তা প্রকাশের দিন সেই বন্ধু নিজেই তাদের এ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

তিনি স্বীয় নিদর্শনের ঔজ্জ্বল্য পাঁচবার প্রকাশ করবেন,

এটি খোদার উক্তি, তোমরা সেদিন বুঝতে পারবে, যেদিন তিনি বুঝাবেন।

হে সন্ধানীগণ! তোমরা আনন্দিত হও, কেননা আমার সেই প্রেমাস্পদের চেহারা প্রকাশের সময় সন্নিকটে।

সে সময় সমাগত যখন ঈসা আমায় ডাকবেন,

দাজ্জাল আখ্যায়িত করার দিন অল্পই অবশিষ্ট আছে।

হে প্রিয় খোদা! অহোরাত্র এটিই আমার আকুতি

সেই মহা বিপদের দিন যেন আমরা তোমার কোলে ঠাঁই পাই।

হে আমার প্রিয় খোদা! আমি নিজেকে মানুষ নামের যোগ্য মনে করি না বরং আমি মাটির কীট।

সেই অগ্নি বর্ষণের দিন তুমি তোমার কৃপাবারিতে ধন্য করো।

হে আমার অনন্য বন্ধু, হে আমার আশ্রয়স্থল,

নিজ অনুগ্রহে সে দিনকে ধর্ম প্রসারের দিন প্রমাণ কর।

হে আমার সর্বশক্তিমান প্রিয় খোদা! আমাকে আবার ধর্মের বসন্ত দেখাও,
আর কতকাল আমরা মানুষের বিভ্রান্তি ছড়ানো প্রত্যক্ষ করবো?
ধর্মের শত্রুদের এখন দিন আর আমাদের ওপর ছেয়ে আছে তিমির রাত,
হে আমার সূর্য, এ ধর্মের উন্নতির যুগ দেখাও।
হৃদয় সংকুচিত আর প্রাণ ওষ্ঠাগত!
একবার স্নেহদৃষ্টি দাও যেন তোমার শুভাগমনের দিন সত্বর আসে।
আপন চেহারা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দাও
হাহুতাসের এ যুগ আর কত দীর্ঘ হবে?
একটু খবর নাও, তোমার গলিতে এ কার হা-হুতাশ ও রোদন?
হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি কি মৃত্যুর দিন আসবে?
হে আমার কাপ্তান! ছুটে আস এই নৌকা নিমজ্জমান,
হে বন্ধু! এই বাগানের ওপর ঝরার ঋতু এসে গেছে।
হে আমার প্রিয় খোদা! যদি কিছু হয় তোমার হাতেই হবে,
নতুবা ধর্ম এখন মৃতদেহ সদৃশ আর এর অন্তিমকৃত্যের সময় এসে গেছে।
একটি হলেও নিদর্শন দেখাও, কেননা ধর্ম এখন আর চেনা যায় না,
প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে, রক্ষাকল্পে দ্রুত পদক্ষেপ নাও।
আমার হৃদয়ের অগ্নি অবশেষে কিছুটা হলেও প্রভাব দেখিয়েছে,
এখন ভূ-পৃষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সময় এসে গেছে।
যখন থেকে ধর্মের দুঃখে আমি মূর্ছা যেতে থাকি,
এমন পাগলপ্রায় মানুষের জীবন পৃথিবীর অবস্থাই পাল্টে দিয়েছে।
চন্দ্র ও সূর্য দু'টো গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ করেছে
আর ভূমিও ভূমিকম্পের দিন মারাত্মকভাবে প্রকম্পিত হয়েছে।
সে কে যার ক্রন্দনে আকাশও কেঁদে উঠেছে?

যার আহাজারির সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প এসেছে?

হে আমার প্রিয়! আমার মাঝে যে ধৈর্যশক্তি ছিল তা এখন আর নেই

হে আমার প্রিয়! আমাকে এমন দিন দেখাও যা এ হৃদয়কে উজ্জীবিত করবে।

বন্ধুগণ! সে বন্ধু ধর্মের সমস্যাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন,

অচিরেই এই বাগানের সজীব হওয়া ও হিল্লোলিত হওয়ার সময় আসছে।

দীর্ঘদিন থেকে কুফরী ধর্মকে নিঃশেষ করে চলেছে

নিশ্চিত জেনো যে, এখন কুফরীর বিলুপ্তির সময় এসে গেছে।

এটি অত্যন্ত কঠিন সময় আর ভয়ভীতি ছেয়ে আছে

কিন্তু হে বন্ধুগণ! সেই বন্ধুকে পাওয়ার এটিই সময়।

স্বর্গে ধর্মের সাহায্যের জন্য একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে,

এখন ছিন্নপাতার ঋতু পালিয়েছে আর ফল ধরার মৌসুম এসে গেছে।

সেই গান গেয়ো না যা স্বর্গ গায় না

হে অন্ধরা! এখন ধর্মের স্তুতি গাওয়ার সময়।

হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ধর্ম-সেবার সময় নষ্ট করেছ!

হে মানব মন্ডলি! অনুতাপের এই সুবর্ণ-সুযোগ যেন হেলায় হাতছাড়া না হয়।

Al-Istifta (Questions to conscience)

After the death of Arya Samaji Pandit Lekhram in accordance to the prophecy of Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), the Aryas raised a hue and cry and made a lot of propaganda to the effect that he had a hand in the murder of Lekhram. Hadhrat Ahmad (as) said that he would like to excuse them, for they did not know anything about the revelation from God and His prophecies with their fulfillment. The prophecy had been actually made not less than seventeen years before the assassination of Lekhram. It has been fulfilled very clearly leaving no room for any doubt. He wanted the people to testify that the prophecy had actually been fulfilled. For this purpose, he published the book called 'Istifta'. At the end of the book, he published a form to be filled by the people with their particulars. In Istifta, he gives the details of the prophecy about Lekhram and asks his readers to ponder upon the matter deeply.

He reminded that, according to the Holy Qur'an and the Bible, the criterion of the truth of a Prophet lies in the fulfillment of his prophecies and with this, they should judge him. He says that as long ago as the publication of Baraheen-i-Ahmadiyya, he had been foretold that he would have to confront three trials. Those trials were:

1. The case of Abdullah Atham.

2. The mischief caused by Maulvi Muhammad Hussain, whose treacherous activity is simply unparalleled in the history of the Ulema.

3. The mischief of the Aryas, and this is mostly connected with the activities of Lekhram and his death at the hand of an unknown assasin.

At the end of the book, Hadhrat Ahmad (as) says that he intends to get all three things translated into English for circulation in Europe, for they (the Europeans) have more courage to help the truth.

(In Arabic-Published in 1897)

Al-Istifta (Questions to conscience)
by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah and Imam Mahdi as
translated into Bangla by
Maulana Feroz Alam

published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-1-84880-941-3